দশাস্য সংহার

কাব্য।

(অমিত্রাক্ষর সংমিলিত।)

শ্রীশশিভূষণ মজুমদার বিরচিত।

প্রথম সংস্করণ।

শ্রী[illegible] দাস, নেটিভ ডাক্তার কর্ত্তৃক

[illegible] হাটখোলা, ৩৮ নং বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

[illegible]পুর—২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন

কুমুদবন্ধু যন্ত্রে

শ্রীহরিদাস মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

দশাস্যসংহার

[কাব্য।]

(গদ্য ও অমিত্রাক্ষর সংমিলিত)

শ্রীশশিভূষণ মজুমদার বিরচিত।

২২৮৭ প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা
১৭নং ভবানীচরণ দত্তের লেন,
রায় যন্ত্রে,
শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত
ও
১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস ডিপজিটরীতে

বিজ্ঞাপন।

দশাস্য-সংহার কাব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা পুস্তক বিশেষের অনুকরণ নহে, কেবল রামায়ণ অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত—করুণ-রস সংযুক্ত পুস্তকান্তর্গত, বিষয়ের রচনা যে রূপ শ্রুতি-সুখকর মধুর শব্দে রচিত হওয়া উচিত, এই পুস্তকে তাহার সম্পূর্ণই অসদ্ভাব; তবে যদি সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহ প্রকাশে একবার এই দশাস্য-সংহার আদি অন্ত অবলোকন করেন তাহা হইলে সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিব।

মস্তবাপুর।
১২৮৭ সাল

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।
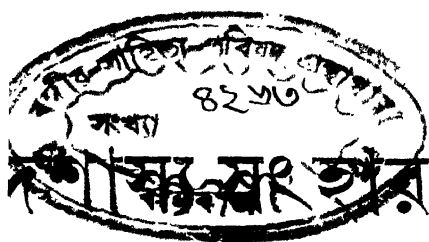
দশাস্য সংহার কাব্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুশোচনা।

একদা ত্রিভুবন-বিজয়ী দশানন লঙ্কার হৈম সিংহাসনে আসীন হইয়া, অমাত্যবর্গের সহিত, অবিচলিত চিত্তে রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। রাজ-দর্শন-লোলুপ দর্শকগণ, চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া সভার অলৌকিক শোভা সন্দর্শন করিতেছে। কেহ কেহ মনোহর চন্দ্রাতপ-ঝালর-ঝুলিত মণি, চুনি, মরকতাদির বর্ণভাতি; কেহ বা দন্তি-দন্ত-বিনির্ম্মিত মুক্তারাজী খচিত সুকৌশল-সম্পন্ন সিংহাসন অবলোকন করিয়া তন্নির্ম্মাতার; কেহ বা রাজবৈভব সন্দর্শন করিয়া রাজার; কেহ বা মন্ত্রির কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার; অর্থাৎ সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ নানা

প্রকার প্রশংসাবাদ করিতেছেন। বন্দিগণ নৃপ-মন পরিতোষণ মানসে অনুচ্চৈঃস্বরে স্তুতিবাদ করিতেছে। বিচারার্থিগণ আবেদন-পত্র-করে, মন্ত্রি সকাশে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছে। বীরগণ যোদ্ধৃ ভূষণাবলী পরিধান পূর্ব্বক কোষহীন খর কৃপাণ করে করিয়া যথা স্থানে দণ্ডায়মান আছে। শত শত কিঙ্কর বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া, গজদন্ত-বিনির্ম্মিত সুবর্ণ রঞ্জিত, সুচারু দণ্ডশালী শ্বেত চামর ব্যজন করিতেছে। গৃহান্তরে নৃত্য, গীত, বীণা বাদন হইতেছে। জনগণ জল-স্রোতো ন্যায় রাজবর্ত্মে যাতায়াত করিতেছে। রাজভবন নিরন্তর উৎসবপূর্ণ;—বস্তুত সে দিবস সকলেই মনের আনন্দে দিন যাপন করিতেছেন। ইত্যবসরে সভার অনতিদূরে দম্ভোলি নির্ঘোষোপম মহা ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইল; সেই শ্রুতিবিদারক বিকট শব্দ শ্রবণ করিয়া, সভাসীন সকলেই "হায় কি হইল" বলিয়া চকিত নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কৃতান্ত-দূতী-রূপিনী ভীমাকৃতি বিকটাকার এক কামিনী, মত্ত মাত-

ঙ্গিনী প্রায় দ্রুতপদে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছে। তাহার বিশাল নাসিকা ও শ্রুতি-মূল হইতে দর দর ধারে শোণিতাসার নিপতিত হইয়া পীবর স্তনযুগল আর্দ্রিত করিতেছে। তদ্দর্শনে সভাজনের মনে এই বোধ হইল যেন রক্তবীজনাশিনী হরভামিনী চামুণ্ডা, দেব-মায়া বিস্তার করিয়া, রক্ষঃকুল বিনিপাত মানসে আসিতেছেন। পরিধেয় রুধিরাদ্রিত বাসের চড়্ মড়্ শব্দে ও তাহার নাসিকাবিহীন গভীর ধ্বনি আকর্ণন মাত্র সভাস্থলে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। তখন সকলেই ভয়ব্যাকুলিত কুঞ্চিত বদনে নৃমণি দশাস্য পানে একতান নয়েনে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সেই ভয়ানকা ভামিনী সভা প্রবেশ করিয়া কুৎসিত স্বরে বলিল "হে রক্ষঃকুল শেখর"। যখন তন্মুখ বিনিঃসৃত এই শব্দ রাবণের কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিল তখন রাবণ বুঝিতে পারিলেন, যে এ কামিনী, তাঁহার প্রিয়া ভগিনী শূর্পনখা,—নাসা কর্ণ বিহীন কেন? রাবণের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইল; ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি নিরীক্ষণ

করিয়া কিঞ্চিৎ ভীতও হইলেন। তখন বিশেষ সন্দেহবাতে বিদোলিত হইয়া দশানন ভয়ে ও বিস্ময়ে তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ রূপে পরি দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলেন যে এ শূর্পনখা। লঙ্কাপতি অধোবদনে চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিলেন। কাদম্বিনী-নিন্দি গম্ভীর স্বনে শূর্পনখা কহিল, এই কি তোমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ? এই তোমার রাজ্যের শাসন? এই কি তোমার অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপত্যতা? এই কি তোমার কুলমর্য্যাদা? এই কি তোমার নামের গৌরব? কে-ব-ল-নাম-ই-মাত্র। এই বলিতে বলিতে ক্রোধে অধীরা হইল, আর বাক্য স্ফুরিত হইল না।

মায়াবিনী নিশাচরী এই রূপে ভ্রাতাকে ভৎসনা করিতেছিল। তদীয় ভৎর্সিত বচনাবলী পরিসমাপন হইতে না হইতেই রাবণ কহিলেন, ভগিনী এ দুর্দ্দশা তোমার কে করিল? কে প্রজ্বলিত হুতাসনে শলফবৎ আত্মসমর্পণ করিল? কোন্ দুর্ভাগ্য কাল-ভুজঙ্গ-শিরে সগর্ব্ব পদা-

ঘাত করিয়া অকালে কৃতান্ত-করাল-করল-প্রবেশ-পথ উদঘাটন করিল? কোন্ অভাগ্য সুষুপ্ত কেশরীকে দন্তাঘাতে জাগাইয়া কৃতান্ত দর্শনের প্রার্থনা জানাইল? ত্রিভুবন মধ্যে এমন কে আছে যে রাবণ-ভগিনীর অবমাননা করিয়া জীবিত থাকিবে? ভগিনি, ত্বরায় বল, তোমার দুরবস্থা দর্শনে আমার চিত্ত অধীর হইতেছে? শরীরের মর্ম্মগ্রন্থি সকল শিথিল হইতেছে। ভগিনি! আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না, শীঘ্র বল, আমি বৈরনির্যাতনে যত্নবান হই।

দশাননের আগ্রহাতিশয় দর্শনে শূর্পনখা অপরিমেয় হর্ষ প্রকাশ করিয়া, পরিধেয় রুধিরার্দ্রিত বসনে বিশাল ভয়ঙ্করী বদন ঢাকিয়া বলিতে লাগিল,—গত কল্য সায়াহ্ন সময়ে পুষ্প অন্বেষণ করিতে করিতে পঞ্চবটী বনে মহোল্লাসে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। এমন সময়ে বনস্থিত সরসী-তীরে নূতন রচিত দুইখান পর্ণকুটীর আমার নয়নপথে পতিত হইল। আমি পুষ্প আহরণ করিতে করিতে সেই পর্ণশালা সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক অলৌকিক রূপলাবণ্য-

সম্পন্না, সৌদামিনী-বিনিন্দিত-হাসিনী, কাদম্বিনী-নিন্দিত কুঞ্চিত অলকধারিণী কিশলয়-করকামিনী পর্ণকুটীর উজ্জ্বল করিয়া এক জটাচীরধারী কিরাত-পার্শ্বে বসিয়া বিশ্রম্ভ মধুর আলাপে কাল-যাপন করিতেছে। অপর জটাধারী অসি করে করিয়া তাহাদের সমীপে দণ্ডায়মান আছে। আমি কামিনীর মনহারিণী রূপলাবণ্যযুতা কান্তি-প্রভা সন্দর্শনে পুলকিত হইয়া, তাহাদের নাম, ধাম ও তথায় অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করি-লাম। কিন্তু তাহারা আমার কথার প্রতি শ্রুতি-পাতও করিল না। নিজ নিজ কার্য্যে কালযাপন করিতে লাগিল। আমি অবমানিত হইয়া পুষ্প হেতু সরসীর পূর্ব্বতীরস্থ নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, এই অসামান্য রূপ-লাবণ্যসম্পন্না. ভুবনমোহিনী ললনা কেবল লঙ্কা-নাথকেই শোভা পায়, ধন-প্রলোভন দেখাইয়াই হউক কিম্বা কৌশলক্রমেই হউক, অথবা লঙ্কা-নাথের নামোচ্চারণে ভয় দেখাইয়াই হউক, যদ্যপি একবার এই ভুবনসম্ভূতা অদ্বিতীয়া রমণীরত্নকে দাদার অঙ্কশায়িনী করিতে পারি, তবে লঙ্কার

শোভাবর্দ্ধন ও নয়নের চরিতার্থতা সম্পাদিত হয়। দেখি একবার কৌশল করিয়াই দেখি না কেন? মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া পুনরায় কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া সগর্ব্বে যেমন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলাম, অমনি সম্মুখস্থ অসিধারী অশ্লেষা আমার নাসিয়া কর্ণ ছেদন করিয়া দিল।

এই বলিতে বলিতে শূর্পনখা অনিবার্য্য শোক-ভরে অধোবদনা হইয়া মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল—আবার অস্ফুট স্বরে কি বলিতেছিল। তদীয় বাক্যের বিরতি হইতে না হইতেই, রাবণ ক্রোধভরে কম্পিত-কলেবর হইয়া কুলিশ-নাদে ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য, শূর্পনখে! তথায় কি খর দূষণাদি কেহই নাই? দশাননের বাক্যাকর্ণন মাত্র শূর্পনখা বিকৃতি মুখ ব্যঞ্জক করিয়া কহিল, আমি এইরূপে অবমানিত হইয়া খর-দূষণ-আদি ভ্রাতৃগণ সমীপে উপস্থিত হইলে তাহারা মদীয় দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি তৎবিষয়িণী আদ্যো-পান্ত কারণ বিজ্ঞাপন করিলে পর ভ্রাতৃগণ অরাতি দমনার্থ সমর সজ্জা করিয়া সসৈন্যে,

জল-প্রপাতবৎ পঞ্চবটী বনাভিমুখে যাত্রা করিল। আমি আবাস প্রাসাদে মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

ক্ষণকাল মধ্যেই ধনুষ্টঙ্কারে,—গজের বৃংহিত শব্দে,—অশ্বের হ্রেষারবে,—রথীগণের বজ্র-কঠোর গভীর সিংহনাদে, বনরাজী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি প্রতিক্ষণেই বৈরীনিধন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্ব পরেই, সেনানী সম্ভূত কলরবের সহিত গজ-বৃংহিত তিরোহিত হইল; বনরাজী পূর্ব্ববৎ স্তদ্ধিভূত হইল। তখন আমি শত্রুনিধন সম্পাদন বিবেচনায় সাহ্লাদে প্রাসাদোপরি অধিরোহণ করিয়া নিশাচরী-মায়া বিস্তার পূর্ব্বক দেখিলাম, কান্তার মধ্যস্থিত প্রাঙ্গন সমাকীর্ণ করিয়া খর, দূষণ চতুরঙ্গ বলদলে ছিন্নকলেবর হইয়া, বৃহৎ বাতাভিহতা রম্ভা তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। তাহাদের কলেবর-বিনিঃসৃত শোণিত প্রবাহিনীবৎ কল্‌কল্‌ রবে প্রবাহিত হইতেছে। শোণিত-পায়ী জীবগণ মহানন্দে রুধিরধারা পান করিতেছে। তদ্দর্শনে শোকে ও মোহে অভিভূত

হইয়া কম্পিত-কলেবরে প্রাসাদোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। আর আর ভীষণাকার পিশাচ পিশাচী কত যে দেখিলাম, তাহা স্মরণ হইতেছে না। ভ্রাতৃশোকে ও অবমাননায় মূর্চ্ছিত হইলাম বটে কিন্তু দুরাত্মা যম এ হতভাগিনীকে ঘৃণা করিয়াই হউক কিম্বা তোমার ভগিনী বলিয়া ভয়েতেই হউক এ অভাগিনীকে স্পর্শও করিল না। মূর্চ্ছা অবসানে মায়া বলে রণক্ষেত্রে যাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সচমূঃ ভূতলশায়ী দেখিয়া নানা মত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলাম। অলক্ষিত ভাবে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া দুঃসহ শোকে অভিভূত হওয়াতেও সেই অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না কামিনীকে দেখিতে লাগিলাম! তাহাদের পরস্পর আলাপে জানিলাম, জটাধারী প্রথম কিরাতের নাম রাম, রূপলাবণ্যযুতা সীতা তাহারই ঘরণী; দ্বিতীয় কিরাত প্রথমোক্ত ব্যক্তির অনুজ—নাম, লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণের নাম মুখস্ফুরণ করিতে করিতে শূর্পনখার নয়ন-কোটর হইতে অবিরল অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল, নাসিকাহীন গদগদ স্বরে বলিল,

তৎপর আপনাকে সংবাদ প্রদান কর্ত্তব্য বিবেচনায় ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে তথা হইতে শ্রীচরণ সমীপে আসিয়াছি। হায় রে বিধাত! এ অবমাননা আর সহ্য হয় না! রে দগ্ধ হৃদয়! তুমি এবম্প্রকার অপমানিত হইয়াও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? হে সর্ব্বসন্তাপহর যম! তুমিও কি ঘৃণা করিয়া এ দুঃখিনীকে স্পর্শ করিতেছ না? হায়! এ যাতনা আর সহ্য হয় না। রক্ষঃকুলসম্ভূত ত্রিলোকবিখ্যাত রাবণের ভগ্নি হইয়াও যদি যৎসামান্য নর-হস্তে নাসা কর্ণ বিহীনা হইলাম, তবে আর এ পাপ জীবন-ভার বৃথা বহন করিয়া ফল কি?

এই বলিয়া শূর্পনখা অনিবার্য্য শোকভরে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। তাহার বিলাপগভীর বাক্য শ্রবণে সভাজনের মনে এই বোধ হইতে লাগিল যেন আষাঢ়-গগনে শতসহস্র মেঘ মন্দ্রিতেছে। কোটরস্থ পদ্মপত্রসম নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা বারিধারাবৎ বিনির্গত হইতেছিল। তদ্দর্শনে রাবণ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শূর্পনখে! বিরত

হও, বিরত হও—আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না; তোমার বিলাপ বাক্য শ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ভগিনি ক্ষান্ত হও আমি অনতিবিলম্বেই তোমার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন ও বৈরনির্য্যাতন করিতেছি। তুমি অন্তঃপুরে গমন কর।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শূর্পনখা যথাবিহিত ভ্রাতৃচরণে অভিবাদন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ভগিনী-অবমানে অবমানিত হইয়া রক্ষঃকুলপতি রাবণ বিষণ্ণভাবে জালাবৃত সিংহের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

সভা নীরব। বীণা, বেণু, মরজু-ঝঙ্কার তিরোহিত হইয়াছে। নৃত্য-গীত আমোদ-প্রমোদ কিছুই নাই। কিঙ্করব্রজ, চামর, ছত্রধর স্বুবর্ণ ছাতা, দৌবারী করবাল করে করিয়া যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সহসা দেখিলে চিত্র-পুত্তলিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। সভাসীন. সকলেই অনিমেষ লোচনে নিষ্প্রভ রাজেন্দ্র-বদন. পানে চাহিয়া রহিয়াছেন।

এই ভাবে বিয়ৎকাল গত হইলে, রাবণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সচিবশ্রেষ্ঠ সারণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ! আমার এ বিপুল রাজ্য কি জলবিম্ব-প্রায় হইল? মান-মর্য্যাদার সহিত কি ত্রিলোক-বিখ্যাত ভুজবলও পরিণত হইল? হায়! স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া কি পরিণামে এই ফল দর্শিল। মন্ত্রিন্! এ অসম্ভাবিত অবমাননা আর সহ্য হয় না। প্রিয় ভগিনী শূর্পনখার অবমান ত্রিলোক বিখ্যাত রক্ষঃ-কুলে নব পরিবাদ কালিমা রেখারূপে সঞ্চারিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য, ত্রিভুবন মধ্যে আমাকে কি কেহই শঙ্কা করে না। এ অপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, অতএব মন্ত্রি তুমি অচিরে অরাতি দমনোপযোগী উপায় উদ্ভাবন কর। আমি শত্রু মর্দ্দিয়া কুল-কলঙ্ক দূরীভূত করিব।

এই বলিয়া অধোবদনে রাবণ বিরত হইল। দুরভিজ্ঞ সচিবশ্রেষ্ঠ সারণ ক্ষণ মৌনাবলম্বন-পর, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীত বচনে রক্ষঃ-কুল-শেখর নৈকষেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

মহারাজ! হে নিশাচর-কুলপতাকা! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য, ভবাদৃশ ত্রিলোক-বিখ্যাত, সুরেন্দ্র-পূজিত মহীপতির এইরূপ হতমান যারপর নাই শোচনীয় ও দুঃখজনক বটে। আপনার ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ভূপতির অবমান-কারকের যথোচিত শাস্তি বিধান করা ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কিন্তু আমার বিবেচনায় এইক্ষণ এবম্ভূত দুরূহ কাণ্ডের অপনয়ন উপযোগী চেষ্টা ও বৈর-নির্যাতনের উপায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। কেননা কুকথা নিয়া যত আন্দোলন করা যায় ও কুকর্ম্মী ব্যক্তিকে যথোচিত দণ্ড বিধান করণার্থ যত চেষ্টা করা যায় ততই অপমান জনিত কাণ্ড কলাপ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত ও নবীভূত হইতে থাকে। তন্নিবন্ধন আমার এই বিবেচনা হইতেছে যে উপস্থিত ব্যাপারের প্রতিবিধানে এইক্ষণ ক্ষান্ত থাকা যাউক। পরে কালে কল-কৌশলে সুযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্ব্বিনীত অবমাননাকারীর যথোচিত শাস্তি বিধান করিব। অপিচ আপনি ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যে দ্বিবিত্ত দ্বয় বিনা

সৈন্যে স্বভুজ-বলে বলদর্পিত চতুরঙ্গ বল রক্ষ-সেনানী সহ অমরত্রাস খর, দূষণ প্রভৃতিকে, মুহূর্ত্ত মধ্যে কাল-কবলে বিনিবেশিত করিয়াছে, তাহারা হীনবল হইলেও সহজে দমনীয় নহে।

সারণের এই কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া রাবণ ভ্রূকুটী পূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন দূরদর্শী সচিবেন্দ্র দশাননের মনগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, বিনয়-নম্র মধুর বচনে কহিলেন, হে রক্ষঃকুল-পঙ্কজ রবি! এ অধীনের অপরাধ পরিমার্জ্জনা করুন। আমি আপনার দোর্দ্দণ্ড বল ও মনগত ভাব বুঝিতে না পারিয়াই নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বাক্যাবলী মুখ-স্ফূরণ করিয়াছি। মহারাজ! এবম্প্রকার দু-র্ব্বোধ্য বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পূর্ব্বক সদুপায় উদ্ভাবন করা অসীম ও প্রগাঢ় বুদ্ধি শক্তির আবশ্যক। এ অল্পমতি দ্বারা তাহা নিষ্পা-দিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তবে যে নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় অনীতি-সম্ভূত বাণী প্রকাশ করিয়াছি তজ্জনিত অপরাধের পরিমার্জ্জনা করুন।

মন্ত্রি-বাক্যে রাবণ কোন উত্তর করিলেন না। সারণ পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! ঈদৃশ কাণ্ডের সদুপদেষ্টা, দূরদর্শী মারিচ ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না; অতএব তাঁহাকে আনয়ন করিয়া সদুপায় উদ্ভাবন করুন। রাবণ কিঞ্চিৎ প্রসন্ন বদনে কহিলেন, হাঁ তবে তাহাকে আনাই কর্ত্তব্য।

দশানন ও সারণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সকল ভুবন-প্রকাশক দিনমণি অংশুমালী অস্তাচল-শিখরে অধিরোহণ করিলেন;—রাবণের অজ্ঞাতসারে রক্ষঃকুল-গৌরব-ভাস্করও যেন দিনমানের সহিত অবসান হইতে লাগিল। দিনকর সহস্র ময়ূখ মালা সঙ্কোচিত করিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নলিনী দিনমণির বিরহে কাতরা হইয়া অবনতমুখী হইল; পশ্চিম গগন ঈষৎ রক্তিমাকার হইল। মৃদু মন্দগন্ধবহ তরুশাখানিকর ঈষৎ কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন দ্রুমগণ স্ব স্ব শাখাবাসী বিহঙ্গমগণকে অঙ্গুলি সঙ্কেত

দ্বারা আহ্বান করিতেছে। আর ভদবলোকনেই যেন, পক্ষিগণ কল কল ধ্বনি করিয়া শ্রেণী বদ্ধ হইয়া আপন আপন আবাস-তরু সকাশে যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে কলাধর-মহিষী-পরিচারিকা আসিয়া জগৎ আক্রমণ করিল। তদ্দর্শনে রাবণ সারণের প্রতি সুবাহু অনুজ মারিচকে আনয়নের আদেশ প্রদান করিয়া, সভা ভঙ্গ পূর্ব্বক অন্তঃপুর অভিমুখে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগ।

দ্বিযামা যামিনী যোগে রক্ষ-কুলনিধি রাবণ মন্দোদরী-বিলাস-ভবনে, কুঞ্জর-রদন-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কোপরি, দানবপতি-তনয়ার সহিত, আত্মাপমান গোপন পূর্ব্বক নানা বিষয়িনী প্রণয়ালাপে কাল যাপন করিতেছেন। অপরা চারু লোচনা দীর্ঘকেশী সুকুমারমতি মহিষীগণ, কেহ পরিচারিকার ন্যায় তাম্বুল প্রস্তুত করিতেছেন।

কেহ সুগন্ধি বারি সেচন করিতেছেন। কোন কোন ধনী চামর ব্যজন করিতেছেন। কেহবা পতি-পদ-প্রান্তে উপবিষ্টা হইয়া পদসেবা করি-ছেন। চতুর্দ্দিকে রাক্ষসী বিনির্ম্মিত সুবাসিত তৈলে শত শত প্রদীপ ও দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত সামা-দানোপরি তেজঃপুঞ্জ জ্বলিতেছে। সহস্র বাতি-শালিনী স্বর্ণ ঝাড় ইতস্ততঃ তামসী হরণ করিয়া নালাম্বর রচিত চন্দ্রাতপ তলে অবরোধে প্রজ্ব-লিত হওয়াতে বোধ হইল যেন সুবিমল নৈশ গগনে শত শত পূর্ণ সুধাকর উদিত হইয়াছে। ঝালরে নক্ষত্ররাজী সদৃশ, মণি মরকতাদি মৃদু মন্দ অনিলে দুলিতেছে। পতি-সোহাগিনী চিত্রাঙ্গদা, নাথ-মনরঞ্জনার্থ সুশিক্ষিতা শিখি-নীকে স্বয়ং নানা প্রকার ভাব ভঙ্গি করিয়া নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। মিশ্রকেশী নাম্নী ভুবনমো-হিনী বরাঙ্গনা স্বামি মোহন মানসে বীণা বাদন পূর্ব্বক কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত স্বরে তান লয় বিশুদ্ধ গীতি গান করিতেছেন। চারুনেত্রা নাম্নী চারুনেত্রা ললনা, গজদন্ত খচিত সুদৃশ্য সেতার করে করিয়া স্বর্ণাসনে উপবেশন পূর্ব্বক

শ্রুতি-সুখকর বাদ্য করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং শ্বেতভুজা ভারতী শ্রীনিবাশ সকাশে উপবিষ্টা হইয়া তাঁহারই মনরঞ্জনার্থ বীণা বাদন করিতেছেন। গৃহাভ্যন্তরে চতুঃপার্শ্বে নানা-বর্ণ বিরাজিত স্তম্ভাবলী তদুপরিস্থ কৃত্রিম বৃক্ষশাখে বিবিধ জাতি বিহঙ্গম শ্রেণী সুকৌশলে সংস্থাপিত আছে, মৃদু মন্দ বসন্তানিলে, তরুশাখা ঈষৎ কম্পিত হওয়াতে বোধ হয় যেন প্রকৃত বিহঙ্গাবলী চঞ্চুপুটদ্বারা পক্ষরাজী পরিমার্জ্জনা করিতেছে। আহা, গৃহের কি মনহারিণী শোভা! দেখিলেই বোধ হয় যেন পৃথিবীর সমুদয় সুদৃশ্য পদার্থ সেই গৃহে সংস্থাপিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ রাবণ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল তিন স্থান জয় করিয়া যে সমস্ত মনহারী পদার্থ পাইয়াছেন, তাহা সমুদয়ই মন্দোদরীকে আনিয়া দিয়াছেন; তৎসমুদয় ঐ গৃহে যথা স্থানে সাজান রহিয়াছে। হেম পিঞ্জরে সুক সারিকা প্রভৃতি মনুজ-কণ্ঠ বিহঙ্গগণ কেলি করিতেছে। দশাননের কি অদ্বিতীয় রাজশ্রী, রাবণ কি সৌভাগ্যশালী, ভুবনমোহিনী ললনা পরিবেষ্টিত

হইয়া কেমন মনের কৌতুকে কালযাপন করিতেছেন। দ্বারে দ্বারে কৃপাণকরা ভীষণ মূর্ত্তি নিশাচরীগণ দৌবারিকের কার্য্য করিতেছে। সে গৃহে ভিন্নপুরুষের লেশ মাত্রও নাই। লঙ্কেশ্বর কলত্রকলাপ লইয়া যথেচ্ছা আমোদ প্রমোদে রজনী যাপন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে, ত্রিজটা নাম্নী বিকটদশনা প্রতিহারিণী, রাজচরণে অবনতশিরা হইয়া বিনয়নম্র বচনে বলিল মহারাজ! তাড়কা-তনয় মারিচ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কি আজ্ঞা হয়।

মারিচের নাম রাবণের শ্রুতি-বিলে প্রবেশ করিলে, শূর্পনখার নাসাকর্ণবিহীন ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি যেন তাঁহার নেত্রোপরি দণ্ডমান হইল। অপমানজনিত দুঃখ আসিয়া ভাবান্তর জন্মাইলে দশানন প্রতিহারিণীকে বলিলেন, ত্রিজটে! তাহাকে সত্বর মন্ত্র-ভবনে যাইতে বল, আমিও শীঘ্র তথায় যাইতেছি।

ত্রিজটার মুখে লঙ্কেশ্বরের আদেশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মারিচ মন্ত্র-ভবনে প্রবেশ করিল। রাবণও ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে ললনা-সম্ভূত সভা

ভঙ্গ করিয়া মন্ত্র-ভবন উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দশানন মন্ত্র-ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র মারিচ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া যথোচিত অভিবাদন করিলে, রাবণও রাজকুলোচিত অভিনন্দন করিয়া, আসনে উপবেশন করিলেন। নৃপতির অনুমতি ক্রমে মারিচ পৃথক আসন পরিগ্রহ করিলে, রাবণ দীর্ঘনিশ্বাস করিত্যাগ পূর্ব্বক মারিচকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে প্রত্যুৎপন্নমতি রথীপতে! তোমাকে আমার একটী প্রয়োজন সম্পাদিত করিতে হইবেক।

বিনয়-নম্র মধুর বচনে মারিচ কহিলেন, আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর স্বভুজ-বলে ত্রিলোক জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন। এ অকিঞ্চনের দ্বারা আপনার কোন্ কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে? তবে যদি হয়, অনুমতি করুন।

মারিচের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন তুমি দূরদর্শী রাজনীতি-বিশারদ, তোমার দ্বারা

কার্য্য সম্পাদনের বিশেষ সম্ভাবনা;—মারিচ কহিলেন, অনুমতি করুন। দশানন ঈষৎ সঙ্কোচিত বদনে বলিলেন অদ্য তিন দিবস হইল প্রিয় ভগিনী শূর্পনখা পুষ্প চয়নার্থ পঞ্চবটী বনে ভ্রমণকরিতে করিতে দুইখান পর্ণ কুটীর দেখিতে পাইয়া আহ্লাদিত মনে কুটীর দ্বারে উপ-স্থিত হইল, তন্মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন রমণী অবলোকন করিয়া, সপুলকে তাহাদের নাম, ধাম ও তথায় অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কুটীরবাসীরা কোন উত্তর না করায় ভগিনী তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক সরসীর পূর্ব্বতীরস্থ নিকুঞ্জ বনে পুষ্পচয়ন করি-তেছিল। তদ্দর্শনে কুটীরস্থিতা কামিনী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দ্রুতগতি তাহার হস্তস্থিত পুষ্পা-রাজী ভূপৃষ্ঠে বিকীর্ণ করিলে, শূর্পনখা সক্রোধে তাহাকে নানা প্রকার ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কেশা-কর্ষণ করিল পরে তব মাতৃনিহন্তানুজ তাহার নাসা কর্ণ চ্ছেদন করিয়া রক্ষকুলে নূতন কলঙ্ক সংস্থাপন করিয়াছে। এ বিষয়ের কর্ত্তব্য নিরূপণ নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিয়াছি। এই

বলিয়া রাবণ অধোবদনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মারিচ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন লঙ্কানাথ! ভবদীয় ভগিনীর অপমান যার পর নাই দুঃখ জনক, এই প্রকার কাণ্ড রক্ষঃকুলে নব পরিবাদ সন্দেহ নাই। আপনার ন্যায় অসাধারণ ধী-শক্তি সম্পন্ন ভূপতির অপমান-কারীর যথোচিত শাস্তি বিধান করা ন্যায়-সঙ্গত। কিন্তু মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মনে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে। কেন না মাতৃহন্তা রাম যদ্যপি এই অপযশকারক ব্যাপার-কর্ত্তা হয় তবে তাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য।

বলিতে বলিতে মারিচের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণ কাল স্তব্ধের ন্যায় থাকিয়া পুন-র্ব্বার কহিলেন।

আমি পূর্ব্বে রক্ষঃকুল-নায়ক ভ্রাতা ও ভুবন-পূজিতা মাতার সহিত সৈন্য সমাবেশ করিয়া, বিশ্বামিত্র-যজ্ঞ ভঙ্গার্থে নৈমিষারণ্য গমন করিয়া-ছিলাম। রুধির-ধারা বর্ষণ পূর্ব্বক যজ্ঞের বিঘ্ন আরম্ভ করাতে, সহসা অদূরে ধনুষ্টঙ্কার ও কল-

শ্বের সন্ সন্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। অমনি সচকিতে শব্দাভিমুখে চাহিয়া দেখি রাজ-বেশ-ধারী দুই যুবা বিশাল বাম করে ত্রিভুবন-জয়ী কোদণ্ড ধারণ করিয়া বামেতর ভুজে সুতীক্ষ্ণ শায়ক সঞ্চালন করিতেছে। তদবলোকনে মমাগ্রজ সুবাহু ক্রোধান্ধ হইয়া সসৈন্যে বারি-ধারাবৎ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘোর ধনুষ্টঙ্কারে কর্ণপথ রোধ হইল। অংশুমালী-কর সংযোগে স্বপক্ষ শায়ক নীকর, মণিশালী কাল ভুজঙ্গের ন্যায় অম্বর প্রদেশে উড্ডিয়মান হইল। কিরণ উচ্ছ্বাসে দৃষ্টি শক্তির অবরোধ হইল। গজ গর্জ্জনে, অশ্বের হ্রেষা রবে মেদিনী কম্পিতা হইল। বোধ হইল যেন শত সহস্র কীলালধর নীলাম্বরে বিচরণ করিতেছে। এবং তদ্‌ঘর্ষণেই যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতেছে। তদ্দর্শনে ভয়ে ও ক্রোধে আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। মূর্চ্ছা আসিয়া চেতনা অপহরণ করিলে পদ-স্খলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলাম। মূর্চ্ছা অবসানে নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখি মাতা

ভ্রাতার সহিত রাক্ষস চমূঃ বাতসঞ্চালিত শুষ্ক-পত্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছে। শোণিত ধারা প্রবাহিনীবৎ কল্ কল্ রবে চলিতেছে। তদুপরে চর্ম্ম, বর্ম্ম, শীর্ষক, অসি-কোষ, ধ্বজ-দণ্ড, ছিন্ন হস্ত তৃণবৎ ভাসিতেছে। শবভোজী জীবগণ, মৃত দেহ লইয়া টানা টানি করিতেছে। পক্ষী-গণ মহানন্দে রুধির ধারা পান করিতেছে। আমি মাতৃ ভ্রাতৃ ও সেনা বিয়োগে অধীর হইয়া বিলাপ করিতেছিলাম। ইত্যবসরে, স্তম্ভাকার এক মহাশরে আমার পঞ্জর ভগ্ন করিয়া সুদূরে নিক্ষেপ করিল। বিষম প্রহারে জর্জরিত হইয়া অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় ধরা পরে পতিত রহিলাম।

অনন্তর রাক্ষস নিধনে প্রফুল্লিত হইয়া ঋষি-গণ বীরদ্বয়কে নানা প্রকার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। শুনিলাম, একের নাম রাম, দ্বিতীয়, লক্ষ্মণ। তদবধি রাম লক্ষ্মণ নাম শ্রবণেও আমার অন্তঃকরণে ভয় জন্মে।

মারিচের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ সদন্ত-ক্রোধকম্পিত কলেবরে কহিলেন রে দুরাত্মন্! রক্ষঃকুলকলঙ্ক পাপাত্মা মারিচ! তোর কি

অন্তরে ভয় নাই—মাতৃঘাতি বৈরী নিধনে প্রয়াস নাই! রে ভীরু কাপুরুষ! তুই মাতৃগর্ভে কেন বিলীন হইলি না! বীরযোনী স্বর্ণলঙ্কা বৃথা কেন তোর ভার বহন করিতেছেন। তুই এখনও আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য সাধনে অঙ্গীকার কর্—নতুবা এই মুহূর্ত্তেই তোকে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া কালের করাল কবলে বসতি করিতে হইবে।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মারিচ মনে মনে বিবেচনা করিলেন দশানন আমার প্রতি যেরূপ ক্রোধান্বিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনো-নীত কার্য্য সম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে ত এইক্ষণই আমার প্রাণদণ্ড করিবেন, আর তদনু-রোধে যদ্যপি রামের সহিত যুদ্ধ করি তাহা হইলেও মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাকে কৃতান্ত কবলে বসতি করিতে হইবেক সন্দেহ নাই। এবে উভয় সঙ্কট এইক্ষণ কি উপায় করি? এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তার পর পুনরায় স্বগত কহিলেন। "এইক্ষণ যদ্যপি রাবণের অনুমতি পালনে অঙ্গীকার করি তবেই ক্ষণকাল জীবন রক্ষা পায়।

মনোমধ্যে এই সংকল্প স্থির করিয়া মারিচ দশাননকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে রক্ষঃ-কুলপতে! এ অল্পমতির কণ্ঠ হইতে যে ভীরু বাক্য নিস্থত হইয়াছে তাহা পরিমার্জ্জনা করুন; আমি আপনার অনুমতি প্রতিপালনে এইক্ষণই প্রস্তুত আছি। মারিচের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন তুমি অবিলম্বে সিংহসূত প্রতি পুষ্পক সজ্জার আদেশ কর। দশাননের আদেশে মারিচ সূতগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সারথী রথসজ্জা করিয়া আনয়ন করিলে মারিচ দশাস্য সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীত বচনে কহিলেন—ত্রিলোকপতে! রথ সজ্জা করিয়া সিংহবলী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান; রাবণ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, স-মারিচ রথে আরোহণ করিলেন। লঙ্কানাথের অনুমতি ক্রমে সারথী পঞ্চবটী অভিমুখে রথ চালাইল। তখন যামিনী অবসানপ্রায়, নিলীমা-লঙ্কৃত নৈশগগনে প্রভাতিতারা উদিত হও-য়াতে ঈষদ্ তমঃ দূর হওয়ায় অদূরস্থিত বস্তু সমুদয় অবলীলা ক্রমে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়।

দশানন ইতস্তত দর্শন করিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ চক্ররথ গভীর ঘর্ঘর স্বনে দ্রুত বেগে চলিল। তুঙ্গ-রথ ধ্বজদণ্ড অগ্র ভেদ করিয়া যে রাবণের অখণ্ড প্রতাপ চন্দ্র-লোকে জানাইতে লাগিল। তদীয় শীর্ষকস্থিত কেতন মন্দানিলে ঈষৎ প্রকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন ভৃগু-ভূধরচূড়ে বৃহৎ বিহঙ্গ বসিয়া চঞ্চুপুটদ্বারা পক্ষ কণ্ডূয়ন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রজনী অবসান ও পঞ্চবটী বন প্রান্তে রথ উপস্থিত হইল। তখন সারথী রাবণকে বলিল মহারাজ! এই পঞ্চবটী। সূত-বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ চতুর্দিক নিরীক্ষণ করাতে, যুগল পর্ণশালা তাঁহার নয়ন গোচর হইল। অমনি মারিচকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রত্যুৎপন্নমতে! কোন উপায় কি স্থির করিয়াছ?

মারিচ কহিলেন মহারাজ! সম্মুখ সংগ্রামে রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য বিবেচনায় আমি এক সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি তাহা যদ্যপি মহারাজের অভিমত হয়, তবে প্রকাশ করি।

রাবণ কহিলেন তুমি দূরদর্শী, নীতিবিশারদ সদুপদেষ্ট,—কি সংকল্প স্থির করিয়াছ? শীঘ্র সবিশেষ প্রকাশ করিয়া আমার চিত্তোৎকণ্ঠা দূর কর।

মারিচ কহিলেন, মহারাজ! আমি মায়া-বলে অতি অদ্ভুত সুবর্ণ-কুরঙ্গ-রূপ ধারণ করি, এবং রাম-কুটীরের অনতিদূরে যাইয়া নানা প্রকার ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিয়া যদি অল্পমতি স্ত্রীলোকের ভ্রান্তি ও কৌতুক জন্মাইতে পারি, বোধ হয় তাহা হইলে অবশ্যই ললনা কৌতুকা-বিষ্ট হইয়া, স্বামী সকাশে কুরঙ্গ-শিশু প্রার্থনা করিবে, পতিও জায়ার মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে; আমি তখন দ্রুতপদে বনা-ন্তর গমন করিব। আমার অনুসরণে রাম গৃহান্তর হইলেই আপনার কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা।

মারিচের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ যারপর নাই হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিলেন, বেশ উপায় স্থির করিয়াছ। না হইবেই বা কেন? রাবণেরইত মামা, হে মাতুল,—ওহে মন্ত্রি-কুল-তিলক! তবে আর কাল বিলম্বে ফল কি?

এই বলিয়া দশানন বিরত হইলে মারিচ কুরঙ্গরূপ ধারণ করিয়া উল্লম্ফনে রথ হইতে অবতরণ করিল। সে অপূর্ব্ব মৃগ দর্শনে রাবণের মনেও ভ্রান্তি জন্মিল। মাতুলের অদ্ভুত কৌশল সন্দর্শনে দশানন সহর্ষে স্যন্দনোপরি থাকিয়া কার্য্য সিদ্ধির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মায়া-মৃগ বন উজ্জ্বল করিয়া তড়িৎ বেগে রাম-কুটীরা-ভিমুখে প্রধাবিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হরণ।

এদিকে তাড়কান্তকারী প্রাতঃকৃত্য পরিসমা-পনান্তে সীতা-সহ অজীনাসনে কুটীর প্রাঙ্গনে উপবেশন করিয়া বিশ্রম্ভালাপে কাল যাপন করিতেছেন। ধনুর্ব্বান হস্তে লক্ষ্মণ তাঁহাদের সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিলেই বোধ হয় যেন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে ভ্রাতৃভক্তির অদ্বিতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করি-তেছে। এমন সময়ে অদূরবর্ত্তী কানন হইতে যুগল

কোকিল দম্পতি কুহু কুহু মধুরস্বরে গান করিতে করিতে, আশ্রমসমীপবর্ত্তী অশোক তরু-শাখে উপবেশন করিল। সীতা শ্রুতি-মনোহর-কোকিল কাকলি শ্রবণ করিয়া “নাথ ঐ যে” বলিয়া যেমন বৃক্ষপানে দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন, অমনি তরুতলে একটী সুবর্ণ-শৃঙ্গ কুরঙ্গ তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। জানকী মহোল্লাসে পুল-কিতা হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন নাথ! দেখুন দেখুন ঐ অশোক-তরুতলে কেমন একটী মৃগ-শিশু বিচরণ করিতেছে। আহা! উহার কি অঙ্গ আভা, কি কমনীয় শ্রুতি যুগল, নাথ! ঐ দেখুন, নব দুর্ব্বাদল ভক্ষণে গ্রীবা আভুগ্ন করিতেছে। ঐ আবার লম্ফ প্রদান করিল। নাথ আমাকে ঐ মৃগশিশু ধরিয়া দিন আমি উহাকে লালন পালন করিব।

রাম মুগ্ধ স্বভাবা সীতার ঈদৃশী বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য বদনে বলিলেন অয়ি কৌতু-হল প্রিয়ে ও সামান্য মৃগ নয়, আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ও কুরঙ্গ-কুল-সম্ভূত কুরঙ্গ হইবে নতুবা স্বর্ণ শৃঙ্গ হওয়ার কারণ কি? এ

পঞ্চবটী বন দূরাচার নিশাচরগণের বাসস্থান; বোধ হয় কোন রক্ষঃ প্রপঞ্চরূপে অভিষ্টসিদ্ধির জন্য মায়া বলে মৃগদেহ ধারণ করিয়া থাকিবে।

সীতা কিঞ্চিৎ ম্লান বদনে কহিলেন নাথ আপনার নিকট আমার এই প্রথম প্রার্থনা, এই হরিণ শিশু লালন পালন করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। অতএব প্রাণেশ্বর আমার প্রতি যদি আপনার দয়া ও মমতা থাকে তবে মৃগশাবক ধরিবার চেষ্টা করুন। এ যদি কুরঙ্গ শিশু না হইয়া মায়া নিশাচর হয় তাহা হইলে আপনার অসীম ভুজবিক্ষিপ্ত বাণ পাশে অচিরে বিদ্ধ হইবে।

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম মনে মনে বিবেচনা করিলেন ক্ষতি কি? একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। এ বিজন বনে জানকীর মনোরঞ্জন করাই আমার প্রধান কার্য্য। এই স্থির করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; বৎস, জানকী যখন মৃগশিশু প্রতিপালন করিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার মনোরঞ্জন করাই কর্ত্তব্য। অতএব বৎস আমি

হরিণের অনুসরণে চলিলাম; তুমি সর্তক থাকিয়া সশস্ত্র জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ কর।

অনন্তর জানকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রেয়সি! তুমি কুটীরে প্রবেশ কর। লক্ষণ সাবধান!!! আমি না আইসা পর্য্যন্ত তুমি কদাচ স্থানান্তর গমন করিও না। এই বলিয়া রামচন্দ্র বিশাল ভুজে বৃহৎ কোদন্ত ধারণ পূর্ব্বক সশস্ত্র হরিণের অনুগমন করিলেন। মায়াম্নগ রামের ভীষণ শর সন্দর্শন করিয়া, সসব্যস্তে মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাবনে প্রবেশ করিল—রামচন্দ্রও করীঅরিপদে তৎপশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন।

রঘুবীর মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ বিবেচনা করিলেন এই স্নদৃশ্য হরিণ কৌশল পূর্ব্বক ধৃত করাই কর্ত্তব্য। যাহার মন তোষণ জন্য এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার মনোরঞ্জন ও অনুরোধ রক্ষা করিতে হইলে ত বিনষ্ট না করিয়া ধৃত করাই উচিত হইতেছে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি নানা প্রকার কৌশল করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস বিফল হইল। হরিণ দ্রুতপদে বন,

উপবন অতিক্রম করিয়া চলিল। এই সময়ে ভগবান কমলিনীনায়ক কিশোররূপ ধারণ করিয়া খর তর করবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সীতা-পতি আতপতাপে তাপিত ও ক্লান্ত কলেবর হইয়া রোষাবেশে দ্রুতপদে চলিলেন। সম্মুখে অনল্প পরিসর এক গিরি গুহা ছিল। মায়ামৃগ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উহা অতিক্রম করিলে, রঘুবর মৃগের অ-কুরঙ্গ উল্লম্ফন ও হেম বর্ণ বিনিন্দিত বর্ণভাতি সন্দর্শনে, মায়া মৃগ বিবেচনায় হরিণ-বক্ষ লক্ষ্য করিয়া এক সুতীক্ষ্ণ শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। রাম-শর মুহূর্ত্ত মধ্যে লম্ফোদ্যত হরিণের কুম্ভদেশ ভেদ করিলে, কুরঙ্গ নিশাচর মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ছট্ ফট্ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

ঐ সময়ে দশানন ভয়ে ভীত দেবরাজ মন্ত্র বলে সমস্ত অবগত হইয়া, রাবণ বধের আদি কারণ সন্দর্শন জন্য প্রফুল্লিত মনে পঞ্চবটী বনে আসিয়াছিলেন।—মায়ামুক্ত মারিচ রামের সুতীক্ষ্ণ বিশিক জ্বালে অধীর হইয়া মন মধ্যে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, ক্ষণ কাল

পরে আর্ত্তস্বরে "হা লক্ষ্মণ! কোথা জানকী" বলিয়া উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল।

ইন্দ্র দেখিলেন রাম-কুটীর হইতে মারিচ-বধ্যভূমি অতি দূরবর্ত্তী, এই কাতর স্বর সীতার কর্ণে প্রবেশ করিবে না; "হায় রাবণ বধে বিঘ্ন ঘটিল!" এই বলিয়া দেবেন্দ্র কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ত্রস্ত মনে বায়ুপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অনিলপতে! তুমি সত্বর "হা লক্ষ্মণ! কোথা জানকী!" ধ্বনি রামঘরনীর কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দাও। বায়ুপতি শ্রবণমাত্র দেবেন্দ্র-বাক্য প্রতিপালন করিলেন। "হা লক্ষ্মণ! কোথা জানকী!" শব্দ সীতার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। সীতা চকিতা হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ শুনিতেছ না—পুনরায় "হা লক্ষ্মণ! কোথা জানকী!" ধ্বনি সীতার শ্রুতিপ্রবেশ লাভ করিল—রামদয়িতা ভয়ব্যাকুলিত-কাতর-স্বরে সৌমিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ শুনিতেছ না তোমাকে যে কাতর স্বরে রঘুবীর বারংবার আহ্বান করিতেছেন; হায়! প্রাণনাথের কি কোন বিপদ ঘটিল? লক্ষ্মণ ত্বরায় যাও আর বিলম্ব করিও

না। আমার চিত্ত অধীর হইতেছে। বাম নয়-নের নিম্নদেশ ও দক্ষিণ লোচন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। বৎস তুমি আর্য্য-পুত্রের কুশল জানিয়া আইস।

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন দেবি, বোধ হয় আপনি চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। অথবা রাজীবলোচন রাম-চন্দ্রের বদন-শুধাকর সন্দর্শন না করিয়া আপনার চিত্ত অধীর হইয়া থাকিবেক, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, উতলা হইবেন না।

লক্ষ্মণ এইরূপে জানকীকে প্রবোধ দিতে-ছেন, এমত সময়ে "হা লক্ষ্মণ! কোথা জানকী!" ধ্বনি লক্ষ্মণ কর্ণেও প্রবেশ করিল,—বীর কেশরী তচ্ছ্রবনে চকিত মনে জানকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! এ আর্য্যের স্বর নহে। আপনি অন্তঃকরণ হইতে বিভাবনা দূর করুন! রঘু-বংশাবতংশ আর্য্য দাশরথীর বিঘ্ন করে এমত লোক ত্রিভুবনে নাই। অমঙ্গল কামনা করি-বেন না। আপনি ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে হরকার্ম্মুক পৃথিবীর সমস্ত বীরগণ একত্রিত

হইয়া, উত্তোলন করিতে পারেন নাই, সেই বিশাল ধনু আর্য্য অবলীলা ক্রমে ইক্ষু দণ্ডের ন্যায় দ্বিখণ্ড করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় ভূজ-বলের পরিচয় দিয়াছেন। সেই অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড আপনি স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াও এখন নিতান্ত অনভিজ্ঞার ন্যায় অমঙ্গল কামনা করি-তেছেন কেন ?

লক্ষ্মণবাক্যে কুপিত হইয়া সীতা কহিলেন রে ভীরো! রথীকুলাধম! এ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কাহার অন্তরে দয়া না হয় ? বিধাতা কি বজ্রদ্বারা তোর হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন ? তোমার বৈড়াল ব্রত সকল বুঝিয়াছি। এই কি তোমার বীরত্ব,—বৃথা কেন ধনুর্দ্ধারণ করিয়া বীরকুলে কালী দিতেছিস্ ? বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি তোমার অন্তরে ভয় জন্মিয়াছে—? যাও তুমি ঘরে বৈস! দেখি কে আমাকে করুণ স্বরে আহ্বান করিতেছে।

লক্ষ্মণ সীতার মুখবিনিস্থত এইরূপ ভর্ৎ-সিত বাণী শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিনয় বচনে জানকীকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন। দেবি! আমি আপনাকে মাতৃসম মান্য করি, তাই এত অপমান সহ্য করিতেছি। অনন্তর অম্বর পানে দৃষ্টিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, হে ভগবন্! কুলপতে! দেবি! বসুন্ধরে! হে কুঞ্জবন-বিলাসিনী বনদেবতে! আপনারাই দেখিলেন, আমি আর্য্যার ভৎর্সিত বাক্যে কেমন অপমানিত ও তৃণবৎ বিদলিত হইয়া আর্য্য-আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলাম। এই বলিয়া জানকীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন—আর্য্যে এ অধীনের অপরাধ পরি-মার্জ্জনা করুন। এই যে চিহ্ন দিলাম আপনি কদাচও ইহা অতিক্রম করিবেন না। এই বলিয়া প্রচণ্ড ধনুর্গুণে বিলুল চিহ্ন সমাঙ্কিত করিয়া—বিশাল শাল-প্রমাণ বাম করে বৃহৎ কোদণ্ড ও দক্ষিণ করে খর কলম্ব যুগল গ্রহণ করিয়া পর-ন্তপ বীরকেশরী কুঞ্জরারি-পদে বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মণ সীতাকে একাকিনী রাখিয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাবণ মনে মনে বিবেচনা করি-লেন, এইত আমার উপযুক্ত সময়। হে শঙ্কর!

হে শশাঙ্কশেখর! এ অধীনের মন-বাসনা পূর্ণ কর। মারিচ কি দূরদর্শী! কেমন সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এখন সেই অসামান্য ললামভূতা ললনাকে একবার করতলস্থ করিতে পারি, তাহা হইলে সকল অভিলাষ ও মন্ত্রণার সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দশানন রাজর্ষি বেশ পরিত্যাগ করিয়া, মায়াবলে ঋষি বেশ ধারণ করিলেন। বাম কক্ষে কুশাসন—করে অলাবু নির্ম্মিত কমণ্ডলু, দক্ষিণ করে বঙ্কিম যষ্টি, যুগল কর্ণে শঙ্খমালা, বিভূতি মণ্ডিত তনু—বৃহৎ জটাভার—সুশুভ্র শ্মশ্রুরাজী মৃদু মন্দানিলে ঈসদ্ দোলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, কুপথগামি রাবণ বক্ষঃস্থলে কংশারি-পদ-চিহ্ন সংস্থাপিত থাকিলে, পাছে রাবণ মুক্ত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় বায়ু-পতি দাড়িরূপ সম্মার্জ্জনি দ্বারা তাহা পরিমার্জ্জনা করিতেছেন। বৃদ্ধ যোগীবেশে লঙ্কানাথ রথ হইতে অবতরণ করিলে, তাহার তৎকালোচিত রূপদর্শনে এই বোধ হইতে লাগিল, যেন চন্দ্রচূড় ভৎর্সিত,

অবমানিত হইয়া, ব্যাসদেব কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া মন-দুঃখে মহারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। আর সীতারূপা অন্নপূর্ণাকে কুটীর-মধ্যে সন্দর্শন করিয়াই যেন সেই দিকে যাইতেছেন।

নানা প্রকার ভৎ´সনা বাক্যে লক্ষ্মণকে সশস্ত্র বনে প্রেরণ করিয়া জানকী অধোবদনে, নিমী-লিত নয়নে কি ভাবিতেছেন? আমি যে আর্য্য-পুত্রের কথা উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যার্য্য, কটু বচনে লক্ষ্মণকে বনে প্রেরণ করিলাম, এখন যদি কোন দুরাত্মা নিশাচর আসিয়া আমাকে কোন দুর্ব্বাক্য বলে, তবে আমার উপায়? সীতা মনে মনে ইহাই ভাবিতেছেন। ব্যাকুলিত কুরঙ্গীর ন্যায়—অভূত-পূর্ব্ব কুরঙ্গ স্মরণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আবার চিন্তা করি-তেছেন,—আমি অতি অন্যার্য্য কাজ করি-লাম। কেন আর্য্যপুত্রের কথা লঙ্ঘন করিলাম; নিতান্ত দুঃশীলার ন্যায়—অকারণে, লক্ষণকে কেন কটু বলিলাম। হায় প্রায় এক প্রহর হইল, আর্য্যপুত্র ভয়-সঙ্কুল ভীষণ বনে প্রবেশ করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্তও প্রত্যাগমন করিলেন

না—তবে কি তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটিল? না জানি কি সর্ব্বনাশই ঘটিয়াছে; আমি অভাগিনী, তাঁহার নিকট কেন কুরঙ্গ প্রার্থনা করিলাম। হায়! আর্য্যপুত্রের অমঙ্গল ঘটিয়াছে। তাঁহাকে বনে কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিয়াছে। নতুবা 'হা লক্ষ্মণ! কোথা জানকী' ঐ রোদন নিনাদ শ্রুতিগোচর হইল কেন?

জানকী পূর্ব্বাপর বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার নয়নপঙ্কজ হইতে অবিরল অশ্রুজল পতিত হইয়া ধরা অভিষিক্ত হইতেছে। বন-বিহঙ্গিনীগণ আহার অন্বেষণে কুটীর প্রাঙ্গনে বিচরণ করিতেছে। সহসা বিহঙ্গ কূজনমিশ্র অদূর পদধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল।

পক্ষীকলরবে দূরাগত পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া, জানকী এই যে আর্য্যপুত্র আসিতেছেন, আমাকে এই ভাবে দেখিলে তিনি কি বলিবেন,—স্বগত এই কথা বলিয়া আস্তে ব্যস্তে উত্তরীয় বসন দ্বারা অশ্রু-জল পরিমার্জ্জনা করিয়া

দেখিলেন,—কুটীরদ্বারে দীর্ঘ জটাধারি বিভূতি ভূষিত এক মহর্ষি। অমনি গলবস্ত্রে কুটির মধ্যেই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

ভণ্ড ঋষি (রাবণ) সীতার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া মনে মনে বলিলেন—শূর্পনখা যাহা বলিয়াছে তাইত ঠিক! কি আশ্চর্য্য! আমি ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়াছি, এমন রূপলাবণ্যযুতা রমণী ত কোথাও দর্শন করি নাই।—হে ত্রিপুরারী মন-বাসনা পূর্ণ কর। প্রকাশ্যে মহর্ষি যোগ্য আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি কোন্ কুলোদ্ভবা এবং কাহার কুলবধূ হইয়া কুলগরিমা প্রজ্জ্বলিত করিতেছ?

জানকী মধুকণ্ঠবিনিন্দিতস্বরে কহিলেন, ভগবন্—আমি সোমকুলোদ্ভব রাজর্ষি জনকের সন্ততি, সূর্য্য বংশাবতংস মহারথ দশরথের পুত্রবধূ, দৈব নিবন্ধনে উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হইয়া ভর্ত্তা সমভিব্যাহারে এই বিজন বিপিনে বসতি করিতেছি।

জানকীর মৃদু মধুর বচনাবলী, দশাননের

কর্ণ কুহরে যেন অমৃত ধারা বর্ষণ করিল। মন্মথ-শরে প্রপীড়িত হইয়া রাবণ কহিলেন, রঘু-কুলবধূ, তুমি এ বিজন বনে অন্নপূর্ণা রূপিনী, নবঘন দর্শনে তৃষিত চাতক যেরূপ প্রফুল্লিত হয়, 'শারদীয় পৌর্ণ বিধু সন্দর্শনে চকোরের যে প্রকার আহ্লাদ জন্মে, দূর হইতে তোমাকে সন্দর্শন করিয়াও আমার মনে সেইরূপ আনন্দ রসের সঞ্চার হইয়াছে। কেন না, পথ পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি। বৎসে, আর বিলম্ব করিওনা, ত্বরা ভিক্ষা প্রদান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ কর।

দশাননের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী লজ্জায় অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া বিনীত বচনে বলিলেন, ভগবন্! আপনি ঐ তরুতলস্থ সুশী-তল বিশ্রাম শীলাতলে উপবেশন করুন। রঘু-মণি, দেবর লক্ষণের সহিত মৃগয়ার্থ বনান্তর গমন করিয়াছেন; তাঁহারা গৃহে আগত হইলে, আপনি যথাযোগ্য আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করি-বেন। গৃহে ফল মূল এমন কিছুই নাই যে আপনাকে প্রদান করি।

রাবণ কহিলেন কল্যাণি! এ আতিথ্য-সৎকার গ্রহণের সময় নয়। আমি সংপ্রতি এক যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছি—সুতরাং কাল-বিলম্ব করিতে পরিব না; তুমি ভিক্ষা প্রদান কর, আমি আশ্রমে গমন করি।

সরল হৃদয়া সীতা প্রকৃত ঋষি জ্ঞানে কহি-লেন, ভগবন্! আর্য্যপুত্র আমাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আপ-নাকে কেমন করিয়া ভিক্ষা প্রদান করিব! আপ-নিত বেদজ্ঞ সদুপদেষ্টা, বিশেষতঃ আপনারাই উপদেশ দিয়া থাকেন পতি-বাক্য উল্লঙ্ঘন করা নারীর যার পর নাই অধর্ম্ম।

এই বলিয়া সীতা বিরতা হইলে ভণ্ড ঋষি ক্রোধ ভরে কহিলেন, পাপীয়সী তোর কি ধর্ম্ম শাপে ভয় নাই? কমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণ করিয়া, আরক্ত নয়নে পুনরায় কহিলেন—রঘু-বধূ, তুই কি বলে কাল ভুজঙ্গ-শিরে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিস?

ঋষিবাক্য শ্রবণে জানকী ভীতা হইয়া মনে মনে কহিলেন। এ যে তেজঃপুঞ্জ বিরাট

মূর্ত্তি দেখিতেছি অস্তিসম্পাত করিলে আর উদ্ধার নাই।" প্রকাশ্যে ভগবন্! ক্ষণ কাল অপেক্ষা করুন, এই বলিয়া ভিক্ষোপযোগী উপাদান লইয়া যেমন গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া, লক্ষ্মণের নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন অতিক্রম করিলেন, অমনি রাবণ তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দ্রুত পদে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন।—রাজাদেশে সারথি বায়ুবেগে পুষ্পক চালাইল।

ক্ষুদ্র ভুজঙ্গাকৃষ্ট বৃহৎ ভেকী যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে; দশানন-কর-কবলিত সীতাও হস্ত, পদ ছট্ ফট্ করিয়া—"হা নাথ, রঘু-কুল-পতে! আপনি কোথায় রহিলেন, দেখিতেছেন না, দুরাত্মা দশানন আপনার কুল নাশ করিতেছে। রঘুনাথ! এ আপনার উপেক্ষার সময় নয়, হা লক্ষ্মণ! হা বীরকেশরী! তুমি কোথায় রহিলে, একবার এই দুঃখিনীকে দুরাত্মার হস্ত হইতে উদ্ধার কর। হা মাতঃ বসুন্ধরে! হা ভগবতি বনদেবতে! আপনারা ভিন্ন এ দুঃখিনীর আর অন্য কেহ নাই যে এ

বিজন বনে রঘুনাথকে সংবাদ প্রদান করে। হায় রে বিধাতঃ! জামদগ্ন্য-জেতা-পত্নি হইয়াও সামান্য রাক্ষস করে মান হীনা হইলাম। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালোচিত বিলাপ বাক্য শ্রবণকরিয়া স্থাবর ভূধর জঙ্গমাদিও পরিতাপিত হইল। বসন্তানিলে পুষ্প নিচয় স্খলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন বৃক্ষগণ সীতা শোকে পরিতাপিত হইয়া পুষ্প বর্ষণচ্ছলে অশ্রু বিষর্জ্জন করিতেছে। স্বর্ণ চক্ররথের ঘর্ঘর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পক্ষীনিকর কল্‌কল্‌ ধ্বনি করিয়া বিহায়স পথে উড্ডীয়মান হওয়াতে এই বোধ হইল যেন খগগণ সীতাদুঃখে দুঃখিত হইয়াই রামচন্দ্রকে সংবাদ দিতে চলিয়াছে। কিন্তু বিনয়বধির রাবণ তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া পদে পদে শত্রু-শঙ্কা বিবেচনায় দ্রুতবেগে রথ চালাইলেন।

পঞ্চবটী বন প্রান্তে নিবীড় পল্লবাকীর্ণ এক বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ ছিল; ঐ উত্তুঙ্গ মহীরূহের

বিস্তৃত শিখর দেশে গরুড় সদৃশ বৃহদাকার এক বিহঙ্গ বসিয়া চঞ্চুপুট দ্বারা পক্ষ পরিমার্জ্জনা করিতেছিল। সহসা সীতার বিলাপ বাক্য তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অবলা-মুখ নিঃসৃত অস্ফুট বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিরা জটায়ু সেই দিকে কর্ণপাত করিলেন; বৃদ্ধাবস্থা বশতঃ শ্রুতি জড়তা জন্মিয়াছিল;—সহসা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বহুক্ষণ সেইদিকে শ্রুতিপাত করাতে "হা নাথ রঘু-কুল-ধুরন্ধর" ধ্বনি তাহার শ্রুতি গোচর হইল। নৈসর্গিক কৃপানীলে আকুলিত হইয়া বিহঙ্গ-মন বিচলিত হইল। মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন;—ক্ষণ কাল চিন্তার পর কহিলেন, "হাহা রাম-শব্দ হইতেছে কেন? শুনিয়াছি মিত্র দশরথ রাম-চন্দ্রকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন। তবে কি তাঁহার কোন বিপদ ঘটিল? এ যে অবলাধ্বনি? জনক-তনয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন কি? তবে তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। এই রূপ চিন্তা করিয়া ইরম্মদসম বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া, আকশমার্গে উড্ডীয়মান হই-

লেন ; দেখিলেন এক অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনী, রাবণ-রথে পতিত হইয়া “হা প্রাণনাথ রঘু-কুল-পতে! হে বীর-কুল-মণি লক্ষ্মণ! তোমরা কোথায় রহিলে? এ দুঃখিনীকে বিস্মৃত হইলে কেন? হে বিধাত তোমার মনে কি এই ছিল!” বলিয়া কিরাত-বাণ বিদ্ধা—সিংহের ন্যায় উচ্চৈঃ-স্বরে বিলাপ করিতেছে। তাহার ইন্দীবর অক্ষি যুগল হইতে অজস্র-অশ্রু-জল নিপতিত হইয়া রথ প্লাবিত হইতেছে। তদ্দর্শনে পক্ষী-মনে দয়ার সঞ্চার হইল ; বজ্রনিন্দিত পাখাদ্বারা রাবণের রথ-গতি রোধ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহি-লেন, রে দুরাত্মন্! তুই কার কুল-কামিনী হরণ করিয়া লইতেছিস্?

সীতাকে হরণ করিয়া দশানন মনের আনন্দে নানা প্রকার সুখানুভব করিতেছিলেন, সীতার মোহিনী মূর্ত্তি বারংবার দর্শন করিতেছিলেন, সহসা জটায়ু মুখনিঃসৃত তিরস্কার বাণী তাঁহার শ্রুতিবিলে প্রবেশ করিলে, চকিত নয়নে বহি-র্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ঘনঘটা যেন তাঁহার রথ-গতি অবরোধ করিয়াছে। কিলাল-

ধর জ্ঞানে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, রে দুরাত্মা জলধর! তোর কি অন্তরে ভয় নাই? রাবণ রথের গতিরোধ—এই বলিতে বলিতে জটায়ুর বৃহৎ চঞ্চুঘাত বজ্রবেগে তাহার মস্তকোপরি নিপতিত হইল, সুদৃঢ় আঘাতে রাবণ-শির হইতে ঝর্ ঝর্ শোণিত স্রাব হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন গোমুখী মুখ হইতে মন্দাকিনী ধারা পড়িতেছে। বিষম প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া রাবণ ক্রোধভরে ধনুর্ব্বাণ করে করিয়া ঘন ঘন শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; জটায়ু পক্ষাঘাতে তাহার রথ-ধ্বজ ভগ্ন হইয়া গেল, ঘন ঘোর চঞ্চুঘাতে সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত করিল। তখন জানকী পক্ষী পক্ষ হইয়া মনে মনে দেবতাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে "পক্ষী বলে রাবণ হতবল হউক।" কিন্তু ঘোরতর রণে মুহূর্ত্ত মধ্যেই দশানন শরে জটায়ু পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হইল; তখন তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া দশাস্য আস্য লক্ষ্য করিয়া এমত এক চঞ্চুঘাত করিলেন যে সে ভীষণ প্রহারে রাবণ উন্মূলিত তরুর ন্যায় রথে নিপতিত

হইল। তাহার বদননিকর হইতে ঝলকে ঝলকে শোণিত উদ্গীরিত হওয়াতে বিমানবাসী দেবগণ কহিলেন ব্রহ্মার বর না থাকিলে, এবার রাবণ নিঃসন্দেহ কাল-কবলশায়ী হই-তেন। মূর্চ্ছাবসানে লঙ্কাপতি খরতর শর বর্ষণে জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ করিয়া দিলে পক্ষী ছিন্ন-পক্ষ হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

রাবণশরে ছিন্ন-পক্ষ হইয়া বিহগ-কুল-পতি-তনয় জটায়ু, ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলে, দশানন মায়াবলে কোকিল-কাকলি বিনিন্দিত স্বরে, হতচেতনা সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি! শরদিন্দুনিভাননে! একবার অনল-কমল-পর্ণ বিনিন্দিত নয়ন যুগল উন্মীলন করিয়া দেখ তোমার চিরানুগত কিঙ্কর রাবণের দোর্দ্দণ্ড বলে খগ কুলেশ্বর গরুড়-তনয় বিগত-জীবন হইয়া ধরা-শয্যাবলম্বিত হইয়াছে। প্রিয়ম্বদে! দেখ দেখ স্বর্ণ কিরীটিনী লঙ্কার সুউচ্চ হর্ম্ম্যচূড়াস্থিত কেতনাবলী মৃদুমন্দ হিল্লোলে ঈষদ্ প্রকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন তোমাকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিতেছে। প্রে-

য়সি ঐ দেখ নীলাম্বু-বারিধী-সলিলে বৃহৎ তিমি মৎস্যগণ কেমন ভাসমান হইয়াছে।

রাবণমুখ হইতে এই বাক্য অর্দ্ধস্ফুরিত হইতে না হইতেই নাগান্তক-তনয় ছিন্ন-পক্ষ ভর করিয়া বৃহৎ চঞ্চু ব্যাদানপূর্ব্বক জলদল-স্বরে বলিলেন—রে রক্ষকুলাধম পাপাত্মা রাবণ! রঘু-কুল ধূরন্ধর রাঘব-মহিষীকে প্রেয়সী বলিতে কি তোর অন্তরে ভয় হইতেছে না? রে পর-নারী-হর তোর কি পরিণাম বিবেচনা নাই। নরকের ভয় নাই। শৃগাল হইয়া সিংহ-রমণীকে সম্ভাষণা করিতেছিস্? কি করি, বৃদ্ধাবস্থায় মিত্র-বধূ উদ্ধারে ছিন্ন-পক্ষ হইয়াছি, এখনও ইচ্ছা হইতেছে যে সম্মুখীন হইলে তোকে বজ্র নিন্দিত চঞ্চ্বাঘাতে কাল-কবলে নিক্ষিপ্ত করি। এই বলিয়া জটায়ু বিরত হইল। রাবণ ত্বরিত গমন মানসে অশ্বগণকে ঘন ঘন কশাঘাত করাতে, রথ চপলাবেগে লঙ্কাভিমুখে প্রধাবিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিলাপ।

রামচন্দ্র মায়া মৃগ বধ করিয়া আহ্লাদ মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে দ্রুত গতি চলিয়াছিলেন, সহসা তাঁহার পদস্খলিত হইল। পড়িতে পড়িতে পড়িলেন না, ধনুভর করিয়া উঠিলেন; হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; বাম নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন এ কি, সহসা আমার এ অবস্থা ঘটিল কেন? মায়া মৃগ বধ করিয়া প্রিয়তমাকে শুভ সংবাদ দিতে চলিয়াছি—মনে আনন্দোদয় হইবে, তা না হইয়া চিত্ত বিকল হওয়ার কারণ কি? প্রিয়তমার কি কোন অমঙ্গল ঘটিল? না জানি কি সর্ব্বনাশই হইয়াছে। প্রাণাধিক লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত? বোধ হয় অবশ্যই কোন অনিষ্টপাত হইয়াছে, নতুবা আনন্দের সময় এইরূপ চিত্ত বিভ্রাট কখনই উপস্থিত হইত না। এই স্থির করিয়া শূন্য মনে দ্রুতগতি চলিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া, দেখি-

লেন,—বহু দূরে কোদণ্ডধারী এক বীর পুরুষ দ্রুতপদে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। দূরবর্ত্তী বিধায় রাম দূরাগত ব্যক্তির সর্ব্বাবয়ব পরিদর্শন করিতে না পারিয়া অনুধাবন শক্তিদ্বারা কে আসিতেছে তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। লক্ষ্মণ ভ্রমে আকুল অন্তরে আরো দ্রুত পদে চলিলেন। সৌমিত্রেয় দূর হইতে ভ্রাতাকে সন্দর্শন করিয়া, এমন বেগে আসিতেছিলেন যে রামচন্দ্র পুনরায় বদনউন্নত করিয়া নিরীক্ষণ করিবামাত্রই লক্ষ্মণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। চকিত-নয়নে লক্ষ্মণকে সন্দর্শন করিয়া রঘুবীর শশব্যস্তে কহিলেন;—বৎস এ বিজন বনে জানকীকে একাকিনী রাখিয়া, আমার সমীপে তোমার এত দ্রুতগতি আসিবার কারণ কি? আমি না তোমাকে গৃহান্তর হইতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছিলাম?—তবে কেন এরূপ করিলে; প্রিয়তমার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?

রাম চরণে অবনতশির হইয়া লক্ষ্মণ কহিলেন;—আমি আর্য্যার আদেশে আপনার অনু-

সন্ধানে আসিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন, আপনি চিন্তা করিবেন না।

রাম কহিলেন; তুমি এই কার্য্য অতি মূর্খের ন্যায় করিয়াছ। লক্ষ্মণ কোন উত্তর করিলেন না, উভয়েই ব্যগ্রচিত্তে দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

অনন্তর ক্ষণকাল পরেই রামচন্দ্র কুটীর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, রহস্য-বচনে জানকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি ইন্দিবরাননে! তোমার স্বর্ণ-কুরঙ্গ মারিচ নিশাচর হইল কেন? কোন উত্তর পাইলেন না,—পাইবেন কি, কুটীর সীতাশূন্য। রঘুরথি কুটীর দ্বারে মুখ সংস্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, অয়ি কৌতুহল-প্রিয়ে! এ পরিহাসের সময় নয়,—উত্তর নাই। কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া কহিলেন; দেখ তোমার কি সময় অসময় বিবেচনা নাই! উত্তর পাইলেন না। রোষাবেশে গৃহে প্রবেশ করিলেন; ইতস্তত পরিক্রম ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। চিত্ত অধীর হইল। হা হতোস্মি বলিয়া, প্রভঞ্জন-বলাহত বৃহৎ তরু-

স্কন্ধের ন্যায় লম্বমান হইয়া ধরা পৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, শরীর হইতে অজস্র স্বেদজল বিনির্গত হইয়া বল্কলবাস ও মেদিনী আর্দ্রিত হইতে লাগিল।

অগ্রজের ঈদৃশী দশা দর্শন ও সীতাকে কুটীরে না দেখিয়া লক্ষ্মণ হাহাকার রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে যথা কথঞ্চিত উচ্ছলিত শোক সংবরণ পূর্ব্বক পত্রপুটে সরসী হইতে শীতল বারি আনয়ন করিলেন। বৃক্ষ হইতে সুগন্ধী কুসুম অবচয়ন করিয়া, জীবনে সংস্থাপন পূর্ব্বক, ভ্রাতৃ শরীরে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ-প্রযত্নে স্বল্পক্ষণেই রামের মূর্চ্ছা অবসান হইল; সংজ্ঞা প্রাপ্তে রাম নয়ন উন্মীলন করিলেন। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া উন্মত্তের ন্যায় মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল চিন্তার পর উল্লম্ফনে কুটীর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সরসী অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন; আবার কি ভাবিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি মনে মনে ইহাই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে জানকী বুঝি

জল আনয়নার্থ সরসী তীরে গমন করিয়াছেন; বারি আনিতে গেলে কুটীরে অবশ্য কলসী নাই, এই ভাবিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অর্দ্ধস্খলিত পদে কুটীরে প্রবেশ করিলেন;—দেখিলেন কলসী সেই স্থানে পূর্ব্ববৎ সংস্থাপিত আছে।

যথাস্থানে কলসী দর্শন করিয়া রাম মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অবিরল অশ্রু-জল বিনিসৃত হইয়া, নীলোৎপল বিনিন্দিতবর্ণ সঙ্কলিত বিশাল বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল, কম্পিত কলেবরে চঞ্চল নয়নে এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পুষ্প-চয়ন-পাত্র তাঁহার নয়ন গোচর হইল;—মৃদু মন্দানিলে চয়ন পাত্র দোলায়মান হইতে-ছিল; তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে বিবেচনা করি-লেন যে জানকী বুঝি পুষ্প চয়ন করিয়া এইমাত্র গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এবং আমাকে অদূরে সন্দর্শন করিয়াই বুঝি পরিহাস মানসে শশব্যস্তে গুপ্তভাবে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন; নতুবা সাজী ভুলিবার কারণ কি? এই বিবেচনায় কুটীর দেয়ালে দৃষ্টিপাত করিয়া পরিক্রম করিতে

লাগিলেন। সেই গৃহে কামরা নাই, পরদা নাই, উত্তোলন করিয়া দেখিবেন কি? বালক বালিকাগণ মুকুরে আত্ম প্রতিবিম্ব সন্দর্শন করিয়া যেরূপ বিপরীত দিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে রামচন্দ্রও সেইরূপ কুটীর পটীতে হস্তমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালপরে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। পুনরায় কুটীরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরিক্রম করিয়া দ্রুতপদে প্রাঙ্গনে আসিলেন। এবং ক্রোধান্ধ বচনে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; বৎস আমি জানকীকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না! আমার এই বোধ হইতেছে যে ধরণী নিশ্চয়ই তাঁহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া তনয়াকে আত্ম গর্ভে স্থান দিয়াছেন। অতএব তুমি সত্বর ধনুর্ব্বান আনয়ন কর, আমি পৃথ্বী বিদীর্ণ করিব।

লক্ষ্মণ কোন উত্তর করিলেন না। রাম দ্রুতবেগে অস্ত্র-গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সৌমিত্রি বাজিপদে ভুজ পাশে তাঁহাকে বন্ধ করিয়া বিনয়-

নম্র মধুর বচনে কহিলেন আর্য্য ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, এ ক্রোধের সময় নয়, শোকাভিভূত ক্রোধান্ধ ব্যক্তিরা অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না।' ভবাদৃশ প্রগাঢ় বুদ্ধিশালী লোকেরা যদি বিপদে হত বুদ্ধি হন, তবে ত্রি-লোকে বিপদপাতে কে সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া উপস্থিত ব্যাপারের প্রতিবিধান করিবে? অত-এব আর্য্য ধৈর্য্যাবম্বন করুন।

রাম কহিলেন বৎস কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? আমার সেই প্রেমময়ীর পদ্মকোরকবিনি-ন্দিত বদন কমল! সেই চারু লোচনার সুচারু নয়নভঙ্গী, সেই সুকোমল কমনীয় কণ্ঠ-দেশ! ভুজবল্লী যাহা কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে সুমসৃণ মৌক্তিক হারকেও ধিক্কার করে। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, সেই ভৃঙ্গনীল সুচিক্কণ অলক গুচ্ছ আবার সেই কুন্তলমালা সংমিলিত শ্রুতি যুগল কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব, হায় রে সে চারু অবয়ব যেন এখনও আমার নয়ন অন্তরালে দাঁড়াইয়া নয়নে নয়ন সঙ্কেত করিতেছে। কৈ আহাঃ কৈ সে চারুবদনা, সে রসনা সম্ভূত অমৃত-

ময়ী বচনাবলী যেন এখনও আমার শ্রুতিবিলে প্রবেশ করিতেছে, কথা কহিতেছে। তবে তাঁহাকে কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব ? কোথা প্রমোদিনী, জীবন-তোষিণী, তুমি কোথায় রহিলে ! এই বলিয়া রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পদস্খলিত পথিকের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ! -

লক্ষ্মণ নিতান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া ও বহু যত্নে রামচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন। আর্য্য ! এ অনুশোচনার সময় নয়, বিপদে মতিচ্ছন্ন হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনবধানতা প্রযুক্ত বিপদ উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করা যায় না। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

লক্ষ্মণের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম চন্দ্রের জ্ঞানোদয় হইল, তিনি লক্ষ্মণকে প্রগাঢ় বুদ্ধির আধার বলিয়া জানিতেন। কহিলেন, বৎস আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিলাম। তুমি সীতা অন্বেষণে যত্নবান হও। এই বলিয়া লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া হাঃ জানকী প্রিয়বাদিনী, অরণ্য-বাস-সহচারিণী ! অমময় জীবিতে মধুরভাষিণী ! হৃদি-সরোজ-বিকাশিনী ! প্রেম-তৃষিত-মন-তৃষা

নিবারিণী! হে রঘু-নন্দন-নয়ন-বিনোদিনী! বিজন বিপিনে পয়ঃ-প্রস্রবিণী! তুমি কোথায় রহিলে? প্রিয়ম্বদে তোমা বিহনে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব! একবার শরদিন্দু-বিনিন্দিত-বদন-সুধা বর্ষণ করিয়া শ্রুতিতৃষ্ণা নিবারণ কর। এই রূপে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মিত্র লাভ।

অনন্তর লক্ষ্মণ, বন উপবন, উপত্যকা-গিরি, গহ্বর, নির্ঝরিণী, কুঞ্জবন, লতা মণ্ডপ, প্রভৃতি অটব্যাণি অন্বেষণ করিতে করিতে রাম সমভি-ব্যাহারে, সীতা অন্বেষণে প্রযত্নবান হইলেন। জানকী অন্বেষণ করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণ পথ বিভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, বনস্থিত সুবি-মল সরসী নীরে যে কল হংসগণ কল্ কল্ ধ্বনি করিয়া কেলী করিতেছিল, সেই অব্যক্ত মধুর

শব্দ রামের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। তৎশ্রবণে রঘুরথী মনে মনে কি ভাবিলেন, কেনই বা দ্রুত পদে সেই দিকে প্রধাবিত হইলেন, লক্ষণ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অগত্যা রামের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

এই রূপে রাম সরসী তীরে উপস্থিত হইয়া এ দিক ও দিক পরিক্রম করিতে লাগিলেন, অস্ফুটস্বরে কি কহিলেন লক্ষণ তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ইহাই কহিয়াছিলেন, "জানকী সরসী-জলে কেলি করিতেছে, এই বলিয়া লম্ফ প্রদানে জলে নিপতিত হইলেন। লক্ষণ সত্বর হইয়া তাঁহাকে তীরে উত্তোলন করিলেন। রাম তীরে উত্তীর্ণ হইবা মাত্র এমন ভাবে বসিলেন যে তদীয় পরিধেয় আর্দ্রিত বাসে অনির্ব্বচনীয় শব্দ হইল। তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। লক্ষণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। পরে নানা প্রকার প্রবোধ বচনে তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ধৈর্য্য-

সম্পাদিত হইল না। সৌমিত্রী ভ্রাতার ঈদৃশী দশা দর্শনে শোকাভিভূত হইয়াও উচ্ছলিত শোক সম্বরণ পূর্ব্বক, স্বকরে রাম-করধারণ করিয়া সীতা অন্বেষণে চলিলেন। কতকদূর গমন করিলে পর জানকী-যত্ন-স্খলিত পদাভরণ ও কণ্ঠমালা তাঁহার নয়ন গোচর হইল। আভরণ দর্শনে লক্ষ্মণ সবিস্ময়ে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! ঐ দেখুন আর্য্যা জানকীর পদাভরণ ও কণ্ঠমালা, বোধ হয় কোন হিংস্র জন্তু তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকিবে।

রাম, লক্ষ্মণ প্রদর্শিত ভূষণাবলী অবলোকন করিয়া হা জানকি! কোথা প্রণয়িনী বলিয়া দ্রুত পদে তাহা হস্তে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। বৎস, তুমি যে আমাকে প্রবোধ দাও, সে প্রবোধ বাক্য প্রিয়তমা-বিরহ-নয়ন-জলের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিলুপ্ত হইতেছে। ক্ষণকালও আমার অন্তরাবেগ নিবা-

রণে সক্ষম হইতেছে না।—সে ভুবন মোহিনীকে না দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

অনন্তর সীতা-প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়া রাম ও লক্ষ্মণ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন; অদূরে গরুড় সদৃশ বৃহদাকার এক বিহঙ্গ ছিন্নপক্ষ হইয়া ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে।

বিহঙ্গ দর্শনে "এই বেটাই আমার জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে," অস্ফুট স্বরে এই বলিয়া রাম দ্রুতপদে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন; পক্ষীও রাম-দর্শনে "দূরাত্মা দশানন জনক তনয়া জানকীকে, অপহরণ করিয়াছে।" এই বাক্য মুখ স্ফুরণ করিয়া বিগত-জীবন হইল।

পক্ষী-মুখে সীতা-সংক্রান্ত এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ শোকাকুলিত চিত্তে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পক্ষী-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গরুড় তনয় জটায়ু;—জটায়ু রাজা দশরথের সখা ছিলেন; রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার সেই ছিন্ন কলেবর সন্দর্শন করিয়া "হা

তাত! আপনি অকালে কালশয্যায় পতিত হই-য়াছেন দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হই-তেছে। আর্য্য! গাত্রোত্থান করুন। উভয়ে মিলিত হইয়া সেই দুরাত্মা লঙ্কাপতিকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া, কুল-কলঙ্ক অপনয়ন করি। এই-রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, পিতৃ-সখা পক্ষী হইলেও তাহার সৎকার করা উচিত এই বিবেচনায় রাম, লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন; বৎস অবিলম্বে সুগন্ধি কাষ্ঠ আহরণ কর। পিতৃ সখার সৎকার করিব।

রামের আদেশক্রমে লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বেই কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিলেন। রামচন্দ্র বাণানলে পিতৃ সখার অগ্নি সংস্কার বিধি যথাবিধি সম্পাদন করিয়া গোদাবরী সলিলে প্রেত তর্পণ করিলেন। পরে বৈরনির্য্যাতন মানসে মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যাইতে যাইতে রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্য-মুখ উন্নত ভূধর চূড়ে মনুষ্যাকৃতি অস্পন্দিত কোন পদার্থ অবলোকন করিলেন; জড় পদার্থ বিবেচনায়

এক দৃষ্টে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; একা-ধিক দর্শনে গণনা করিলেন; উহা একাধিক চতুর্থ সংখ্যা হইল, রাম গণনা করিতেছেন এমন সময়ে নগ শিরস্থ পদার্থ ঈষৎ প্রকম্পিত হইল। তদ্দর্শনে রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ঐ দেখ ভূধর শিরস্থ পদার্থ কম্পিত হইতে-ছে, বোধ হয় উহা জড় পদার্থ হইবে না। যক্ষ, রক্ষ কি নর হইতে পারে, বোধ হয় উহারাই জানকীকে অপহরণ করিয়া উন্নত স্থানে বসিয়া থাকিবে; এই বলিয়া রামচন্দ্র দ্রুত বেগে তদা-ভিমুখে প্রধাবিত হইলেন; লক্ষ্মণও তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অনন্তর ভূধর শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন উহারা যক্ষ রক্ষ নর নহে। ভীষণ আকৃতি পঞ্চ কপি, নানা বিষয়িনী আলাপে কালযাপন করিতেছে। রাম লক্ষ্মণ তাহাদের সমীপে উপ-স্থিত হইয়া বিনয়নম্র গলদশ্রু লোচনে গদ গদ স্বরে কহিলেন হে কপিন্দ্র নিকর! আপনারা একজন রমণীকে এই পথে অবলোকন করি-য়াছেন?

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর-শ্রেষ্ঠ কপি কহিলেন, মহাশয়! কিরূপ রমণী! লক্ষ্মণ কহিলেন;—আর্য্য জানকী ভুবন মোহিনী ইন্দীবর বিনিন্দিত চঞ্চল নয়ন যুগল শরদেন্দু নিভাননে খঞ্জন রূপিনী, তদুপরি সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ দেখিলেই বোধ হয় যেন মন্মথ পুষ্পশরাসন চারুবদনার সুচারু নয়ন দ্বয়ের অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শনে লোলুপ হইয়া কালিমা রূপ ধারণকরতঃ তদু পরেই বিরাজমান রহিয়াছে। কাদম্বিনী বিনিন্দিত অলকাবলী, গৃধিনী গঞ্জিত শ্রুতি মূলে হিরক কুণ্ডল, মৃদুমন্দ গন্ধবহভরে ঈষৎ দোলিত হওয়াতে বোধ হয় যেন ঘনাবলী কোলে চপলা খেলিতেছে। ক্ষীণ কটী দর্শনেই যেন অগ্নিবর্ণ হর্য্যক্ষ লজ্জায় ভীষণ বনে গমন করিয়াছে। বালেন্দু নিন্দিত বর্ণ ভাতি! অঙ্গুলি চম্পক কলিকা সদৃশ তদুপরি বিধু নখরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে। স্থল পদ্ম বিনিন্দিত পাদ পদ্ম এই বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের নয়ন যুগল হইতে অবিরল অশ্রুজল বিনিস্থত হইতে লাগিল। আর বাক্য স্ফুরণ করিতে পারিলেন

না। চিত্রার্পিতের ন্যায় অস্পন্দিত, মৌন-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকারী কপি কহিলেন;—হাঁ। রাবণরথে এইরূপ রূপবতী একটী কামিনী অবলোকন করিয়াছিলাম। তাহার "হা নাথ! কোথা লক্ষ্মণ!" বিলাপ-মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া (সুগ্রীবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আমি রাজাকে কহিলাম, রাজন! ঐ যে রাবণ-রথে কামিনী হাহাকার রবে ক্রন্দন করি-তেছে, বোধ হয় উহাকে দশানন অপহরণ করিয়া আনিয়া থাকিবেক, অসহায়িনী রমণীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। আমাকে নিষেধ করিয়া রাজা কহিলেন নিষ্প্রয়োজন।

কপিশ্রেষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, বানর পঞ্চমী সকাশে আত্মসম্বন্ধীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রধান কপির নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুজল নিঃসৃত হইতে লাগিল। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতে লাগিল। অস্ফুট গদগদ স্বরে কি যেন

কহিলেন; তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। রঘুনাথ! আমার নাম সুগ্রীব, এই যে বীর প্রধান কপি আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিলেন; ইনি প্রভঞ্জন তনয়—হনুমান। এই নল, নীল, কেশরী দুদ্ধর্ষ রিপুজয়ী মহাবাহু বীরত্রয় আমার প্রিয় সখা। এই বলিয়া আত্ম বিবরণ সমুদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন; উভয়ের শোকে উভয়ের শোকের কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে, পরস্পর দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়া মিত্র সম্ভাষণ করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে! কালবিলম্বে প্রয়োজন কি? আমি মিত্ররাজ্য উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আপনার রাজ্যাপহারী দুর্ম্মদ বালী কোথায় বসতি করিতেছে? একবার যুদ্ধক্ষেত্র দর্শাইয়া দাও। রামবাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া সুগ্রীবও সীতা-উদ্ধারোপযোগী প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাম কহিলেন সখে! শুভ কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন করাই উচিত।

রঘুনাথের এই বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া স্থগ্রীব, নল, নীল, কেশরী ও হনুমান রাম লক্ষ-ণের সহিত পরম কৌতুকে কিস্কিন্দাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তৎকালে দিনমান অবসান প্রায়; ভগবান কমলিনী নায়ক অংশুমালী, অস্তা-চল গিরিশিখরে উপবিষ্ট হইয়া অল্প অল্প তাপ-দান করিতেছেন, মন্দ মন্দ গন্ধ বহ বৃক্ষ শাখা ঈষৎ কম্পিত করাতে অশোক, কিংশুক প্রভৃতি তরুরাজি হইতে পুষ্পনিকর নিপতিত হওয়াতে এই বোধ হইতে লাগিল যেন, দ্রুম কলাপ রাম-চরণ সন্দর্শনে পুলকিত হইয়াই পুষ্প বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার পদসেবা করিতেছে। পক্ষীগণ কল কল ধ্বনি করিয়া, শ্রেণী সহযোগে বিহায়স পথে উড্ডীয়মান হওয়াতে বোধ হইতে লা-গিল যেন, খগগণ দূর জলদ সমীপে রামগুণ গান করিতেছে। ক্রমে দিনমণি দৈনিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া বিশ্রামার্থ অস্তাচল গুহা অব-লম্বন করিলে, দেখিতে দেখিতেই কলত্র কলাপ পরিবেষ্টিত হইয়া নৈশ গগণে স্থবিমল শুধাকর উদিত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলে

পুলকিত মনে নানা বিষয়িণী আলাপে যামিনী যাপন করিয়া, প্রত্যুষে সপ্ত বীর অরাতি দমনার্থ বদ্ধ পরিকর হইয়া গজারি গমনে কিস্কিন্দাভিমুখে গমন করিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব, বালী-নগরীতে উপস্থিত হইয়া, আপন সহচর নীল দ্বারায় কিস্কিন্দাধিপতিকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। মহাবীর বালী, নীল মুখে সুগ্রীবের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অনিল সংস্পর্শি অনলের ন্যায় যুদ্ধার্থ সংগ্রাম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; তাহার বীর ব্যঞ্জক ভীষণ ভ্রূকুটী পূরিত নয়ন যুগল অবলোকন করিয়া যুদ্ধকরা দূরেথাক সুগ্রীব বাজী পদে সমরক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া প্রধাবিত হইলেন। তদবলোকনে রামচন্দ্র বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া এক সুতীক্ষ্ণ ইরম্মদময় অস্ত্র বালীবক্ষ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রাম-ভুজ নিক্ষিপ্ত সুখর শায়ক মুহূর্ত্ত মধ্যেই কিস্কিন্দাপতির বিশাল বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া মহীতলে প্রবেশ করিল। বিষম প্রহারে হতচেতনা হইয়া বালী মরুৎ চলিত বৃহৎ নগ চূড়ার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপ

তিত হইলেন। তদীয় অঙ্গভরে ধরণী থর থর প্রকম্পিতা হইল।

এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত বালী ধরা শয্যা শায়ী হইলে, বীর সপ্তমী আনন্দিত মনে তচ্ছকাশে উপনীত হইলেন। বীর শার্দ্দূল কিস্কিন্দাপতি সমীপবর্ত্তি রামের বিশাল বীরমূর্ত্তি সন্দর্শনে, কুট রণোল্লেখে তাঁহাকে নানা প্রকার ভৎসনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শিবদূত তাহার প্রাণাপহরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুগ্রীব বালীর নিধনান্তে তদীয় কলেবর যথা-যোগ্য অগ্নি সংস্কার করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র মিত্রকে তারা নাম্নি রাজ-মহিষীর সহিত কিস্কিন্দার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। সুগ্রীব চিরবঞ্চিত রাজ্য প্রাপ্তে প্রফুল্লিত হইয়া, মিত্রকার্য্য সম্পাদনার্থ সৈন্য সমাবেশ জন্য দিগদিগন্তে দূত প্রেরণোদ্যোগ করিতে উৎসুক হইলে, রাম ও লক্ষণ সুগ্রীবকে যথোচিত অভিনন্দন করিয়া মাল্যবান পর্ব্বতা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অশোক বন।

মূর্চ্ছাবসানে সীতা নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, দুগ্ধফেণ সন্নিভ শয্যোপরি শয়ানা আছেন। তরুণবয়স্কা এক নিশাচরী তাঁহার পদ সেবা করিতেছে। অপরা অর্দ্ধবয়স্কা রাক্ষসী-ত্রয় তদীয় চামরিনীর কার্য্য করিতেছে। কর-বালকরা ভীষণা নিশাচরীগণ মূর্ত্তিমতী কৃতান্ত দূতিপ্রায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। সুবর্ণ পিঞ্জরে শুক শারিকা প্রভৃতি পালিত বিহঙ্গগণ মনের আনন্দে মনুষ্যের ন্যায় নানা প্রকার কথা কহিতেছে। সুশিক্ষিত শিখিনীগণ নর্ত্তকীর ন্যায় পক্ষ কলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। নানা বর্ণ বিরঞ্জিত চন্দ্রাতপ তলে, স্বর্ণঝাড় নি-কর হংসদানিলে দোলিতেছে। গজ-দন্ত বিনি-র্ম্মিত পর্য্যঙ্ক উপরে বীণা বেণু, সেতার, রবার, তম্বুরা মরুজ প্রভৃতি যন্ত্রাবলী স্তরে স্তরে সজ্জি-কৃত রহিয়াছে। পৃথক প্রকোষ্ঠে নৃত্য, গীত বীণা বাদন হইতেছে।

জানকী সুবর্ণপিঞ্জরস্থিত বিহঙ্গরাজী দর্শন

করিয়া কহিলেন,—হে কুঞ্জবন বিহারীগণ, তোমাদেরও যে দশা সংপ্রতি এই দুঃখিনীরও সেই দশা ঘটিয়াছে। সীতা অর্দ্ধস্ফুটস্বরে এই কথা বলিলেন; এবং বিবেচনা করিলেন, আমার এই কথা কেহ শুনিবে না। কিন্তু পদসেবাকারিণী রাক্ষসীর কর্ণে সীতার ঐ বাণী অমৃত ধারাবৎ বর্ষিত হইল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে কামিনীর চেতন্য সঞ্চার হইয়াছে। অনন্তর রাক্ষসী জানকীকে সম্বোধন করিয়া কহিল। অই বিধুবদনে! তুমি এত কাতরা হইলে কেন? তুমি যে স্বর্ণলঙ্কাধামে আসিয়াছ, ত্রিদশ বিজয়ী রাবণের প্রিয় মহিষী হইবে, স্বর্ণ-লঙ্কার হৈম সিংহাসনে উপবেশন করিবে। আহা! তুমি কি ভাগ্যবতি? তোমার জনক জননীর নাম কি? তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?

রাক্ষসীর এই বাক্য সীতার কর্ণ কুহরে যেন সতপ্ত লৌহশলাকাবৎ প্রবেশ করিল, নয়নযুগল হইতে অবিরল বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে লাগিল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল।

এইরূপে জানকী অধোবদনে ক্ষণকাল চিন্তা

করিয়া সমীপোপবিষ্টা রাক্ষসীকে কহিলেন আপনি কে? আমি কোথায় রহিয়াছি? বৎস, লক্ষণ এখানে আছেন? রঘুনাথ কোথায়?

রাক্ষসী বুঝিতে পারিল, রমণীর বিবাহ হইয়াছে উল্লিখিত রঘুনাথ বোধ হয় ইহার স্বামী হইবে। সে কহিল বিধুবদনে! এ লঙ্কাপুরী রাজা দশাননের রাজধানী, চতুর্দ্দিক হীরক মেখলাবৎ নিলাম্বু বারিধি, রঘুনাথ এখানে কেমন করিয়া আসিবেন। পরিতাপ ও অনুশোচনা পরিত্যাগ কর। দেখ না তোমার পদ সেবনার্থ কত শত দাসী ও মনরঞ্জনজন্য সুশিক্ষিতা গায়িকা ও নর্ত্তকীগণ নিয়োজিতা হইয়াছে। রাক্ষসী উচ্চৈস্বরে বলিল কোথা মিশ্রকেশী ইনি সচেতনা হইয়াছেন।

রাক্ষসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে বিবিধ ভূষণে ভূষিতা অষ্টাদশবর্ষিয়া ত্রয়োদশ জন অপ্সরা আসিল; তাহাদের কুঞ্চিত কুন্তল জড়িত সুকোমল শ্রুতিমূলে হিরক কুণ্ডল দোলিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন কাদম্বিনী-কোলে চপলা খেলিতেছে। অপ্সরা-

গণ বীণা, বেণু ঝঙ্কার করিয়া সুললিত স্বরে গীতারম্ভ করিল। গৃহ আমোদ ও সুগন্ধে পরিপূরিত হইল; অপ্সরী ও রাক্ষসীগণ নানা প্রকার বিলাপ ও প্ররোচন বচনে সীতার শোকাপনোদন চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ধৈর্য্যাবলম্বিত হইল না। বরং পতি বিরহ দুঃখে ক্রমেই তাঁহার শোক-সাগর শত গুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে সকল-ভুবন-প্রকাশক তিস্মাম্পতি অস্তাচল শিখরে অধিরোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে পদসেবাকারিনী রাক্ষসী সীতার হস্তধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

রাক্ষসী-প্রযত্নে সীতা গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া দেখিলেনঃ—চতুর্দ্দিকে উন্নত পাদপ-প্রাচীর মেঘভেদকরিয়া শীর্ষক শাখা উঠিয়াছে; দেখিলে বোধ হয় যেন আকাশের উচ্চতা পরিমান করিতেই মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। উদ্যান মধ্যে অশোক কিংশুক, মন্দার, পনশ, সহকার প্রভৃতি তরুগণের মূলদেশ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত আলবালে পরিবেষ্টিত, বৃক্ষনিকর ফুল ফল-ভরে অবনত শাখী হইয়া, যেন উদ্ধত ধন-

গর্ব্বিত জনগণকে বিনয় শিক্ষা দিতেছে। শুক শারিকা প্রভৃতি বিহঙ্গ-রাজী আলবাল স্থিত অমলজল পান করিতেছে। কান্তার মধ্যস্থিত সুদীর্ঘ সরসী-নীরে হংস, সারস, কারণ্ডব, প্রভৃতি কলনাদি বিহঙ্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কেলী করিতেছে মৃদুমন্দানিলে পঙ্কজ-দল ইসদ্ দোলায়মান হওয়াতে, এবং অরবিন্দ লোলুপ ভ্রমর পাতি তন্মধ্যে গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করাতে বোধ হয় যেন কেলী পর মরালগণকে মলিনী আত্ম সকাশে আসিবার নিমিত্তই আহ্বান করিতেছে।

উদ্যানের এইরূপ মনহারিণীশোভা, ও সুবিমল স্বচ্ছ সলিলে কলহংস-কেলী সন্দর্শন করিয়া জানকীর নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুবারি বিনিস্থত হইতে লাগিল; কেন না একদা জানকী পঞ্চবটি বনে, সরসীতীরে রাম-সহ একাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, এমত সময়ে দূরাগত কিলাল প্রাণি কলহংস প্রভৃতি বিহঙ্গ শ্রেণী ঐ সরসী নীরে অবগাহন পূর্ব্বক কেলী করিতে আরম্ভ করিল। তদবলোকনে রামচন্দ্রও জানকীকে নানা প্রকার

বিলাস বাক্যে পরিতোষিয়াছিলেন। ঐ সকল কথা সীতার স্মৃতি পথারূঢ় হওয়াতেই, তাঁহার নয়ন ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বৈদেহী রামচন্দ্র প্রমুখাৎ নন্দন বনের বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সংপ্রতি, অশোক বন দর্শনে, সেই সকল কথা স্মরণ হওয়াতেই তিনি অধিকতর বিকলা হইয়া যুথ বিরহিতা কুঞ্জরিণী প্রায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চেড়ীগণ তাঁহার সেই চিত্তবিদারক ভাব দর্শনে নানা প্রকার প্ররোচন বচনে, তাঁহাকে প্রমোদিতা করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইল না। ক্রমে দিবা অবসান হইল; যামিনী তিমির বসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া জগত আক্রমণ করিলে, বিবিধ মণি-জাল বিভায় গৃহান্ধকার দূরীভূত হইয়া-গেল। নিশাচরী ও অপ্‌সরাগণ পুনরায় বীণা বেণু ঝঙ্কার পূর্ব্বক নৃত্য গীত আরম্ভ করিল; বাক্‌চতুরা বিনোদিনীগণ বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া, সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল অই বিধুবদনে! তুমি এত কাতরা ও শোকাকুলা হইলে কেন? চারু-শীলে! তোমার ও তোমার জনক জননীর নাম

কি? কমল লোচনে! আমরা তোমারই পদ সেবিকা দাসী, আমাদের নিকট আত্ম বৃত্তান্ত বলিলে কোন অংশেই আপনার অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই! মৃণাল ভুজে! এই অশোক বন, রাজা দশাননের বিলাস কানন, সৌভাগ্য ক্রমে তুমি ইহার অধীশ্বরী হইয়াছ। আয়ত-লোচনে! দেবেন্দ্রকামিনীও এই বিপিনে বসতি করিতে বাসনা করেন। দেবি! রাবণ ত্রিলোক বিখ্যাত দেব-পূজ্য নরপতি, স্বয়ং অনিলপতি তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ সর্ব্বদা এই বনে বসন্তানিল হইয়া বসতি করিতেছেন। ঋতু-রাজ অনন্যগতি রহিত হইয়া চিরবন্দীর ন্যায় অটবীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই দেখ কম্বুকণ্ঠে! চিত্ত রঞ্জক অশোক কুসুম স্বর্ণ হারের ন্যায় হেলিয়া যেন আপনার চারু কণ্ঠাভরণ হওয়াই অভিপ্রায় জানাইতেছে। অই চারু শীলে! একবার কুরঙ্গ-চঞ্চল অক্ষি যুগল উন্মীলন করিয়া দেখ! চম্পককলিকানিকর প্রস্ফুটিত হইয়া কেমন শোভা সম্পাদন করিতেছে। আ-বার দেখ সুবর্ণ বর্ণ চম্পকোপরি সুনীল ভ্রমর-

পাতি কেমন মনের আনন্দে যামিনী যাপন করিতেছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন হীরা-বিরঞ্জিত চারুগণ্ডাভরণ বৃক্ষ-শাখে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। দেবি! অই দেখুন, নন্দনকানন কুসুম রাজ, উহার নাম পারিজাত অনন্ত যৌবন অর্থাৎ যে ভাবে দেখিতেছেন উহা এই ভাবেই থাকে, অন্যান্য প্রসূনের ন্যায় সৌর করে বিশুষ্ক পর্ণ হয় না। উহা সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন হইয়া এত দিন দেবেন্দ্র রমণী চারুবদনার কেশাভরণ ছিল; সংপ্রতি সুরেন্দ্র বিজয়ী লঙ্কানাথ সপুষ্প বৃক্ষ আনয়ন করিয়া, অশোক বনের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। ইন্দু নিভাননে! এইক্ষণ স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া ভৃঙ্গ-নীল সুদীর্ঘ অলক-শোভা সম্পাদিত করুন।

জানকী অপ্সরা ও নিশাচরীদিগের মুখ-বিনিঃসৃত এই সকল বাণী শ্রবণ করিয়া অধিকতর কাতরা হইলেন। অধোবদনে মনে মনে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রু-জল বিনির্গত হওয়াতে, শরীর ক্ষীণা হইতে লাগিল। তবুও

সুবিমল অঙ্গ-আভা বন-প্রভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

চেড়ীগণ প্রকাশ্যে নানাপ্রকার বিলাস বাক্যে তাঁহার চিত্তবিনোদন চেষ্টা করে—মনে মনে ভাবে কি আশ্চর্য্য, এ রমণী সামান্যা নয়। ইহার ন্যায় পতিপরায়না, শুদ্ধচারিণী রমণী ভূমণ্ডলে দ্বিতীয়া নাই। এই অশোক কানন অপহৃতা ললনার চিত্তবিনোদন নিমিত্তই এই বনের সৃজন হইয়াছে। দেব, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির, রমণীগণ দশানন কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া এখানে আসিলে, বনসৌন্দর্য্য দর্শন ও আমাদের প্রযত্নে ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে পূর্ব্ববিবরণ বিস্মৃত হইয়া, মহানন্দে রাবণ সেবায় নিয়োজিতা হয়, একবারও পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করিয়া অনুশোচনা কিম্বা পরিতাপ করে না। কি আশ্চর্য্য এ রমণীকে এত প্রকার বিলাস বাক্যে বুঝাইলাম; কিছুতেইত চিত্তবিনোদন করিতে পারিলাম না। এখন কি করি, কেমন করিয়া এই পতিপরায়ণাকে বশীভূতা করিব। রমণীকে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে বশীভূতা করিতে না পারিলেও

দশানন, আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইবেন।

এইরূপ ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া চেড়ীগণ পরস্পর কর্ণলোলা হইয়া কহিল; "যখন নানা প্রকার বিলাস বাক্যে ইঁহাকে বশীভূতা করিতে পারিলাম না, তখন ভয় প্রদর্শন ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না। ভয় প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।" এই বলিয়া সম্মুখস্থ অসিধারিণী বজ্রনখা নিশাচরী আরক্ত নয়নে, কোষ হইতে খর কৃপাণ নিষ্কাশিত করিয়া কহিল, দেখ তুমি এখনও আমাদের কথায় সম্মত হও! নতুবা এই খড়্গ-দ্বারা এখনই তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করিব।

বিকট দশনা রাক্ষসীর ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সীতা ভয়ে ভীতা হইয়া বাত সঞ্চালিত কদলি পত্রের ন্যায় কাপিতে লাগিলেন; চেড়ীগণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকার বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। তদবলোকনে জানকী জালাবৃতা সিংহের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সৈন্য সমাবেশ।

নব কিস্কিন্দাপতি সৈন্য সমাবেশ না করিতে করিতেই বর্ষাকাল উপস্থিত। নবীন নীরদ মালা, গগণ মণ্ডল আবৃত করিয়া, ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিল; চাতক চাতকিনীগণ, ধারাবারি পান মানসে প্রফুল্লিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘনাবলীকে স্তুতিবাদ করাতেই যেন নীরদমালা পুলকিত মনে চাতকিনী তৃষা নিবারণ জন্য মুক্তামালা সদৃশ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিলাল বিহারী ভেকগণ উচ্চৈস্বরে ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিল ভেক-মুখ বিনিসৃত কর্কশ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মণ্ডুক দমন জন্য সহস্ত দম্ভোলি নিক্ষেপ করাতে, ইরম্মদ জিমূতেন্দ্রে সহ ঘর্ঘর রবে নিলাম্বরে বিচরণ করিতে লাগিল, জীমূতনাদে আহ্লাদ মনে ভেকনিকর আরও উচ্চ চীৎকার পূর্ব্বক বিমল সলিলে কেলী করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎঝলা চক্ মক্ করাতে, বোধ হইতে লাগিল, যেন,

শক্র বজ্র ভেক দমনে অসমর্থ হওয়াতে সুরবালাগণ বিদ্যুৎরূপ হাসি পূর্ব্বক, তাহার নিন্দা করিতেছে। বর্ষা সমাগত নদ, নদী জল উদ্গিরণ করিয়া, পৃথিবী অবধৌত করিতে লাগিল; পথ ঘাট জলে প্লাবিত হওয়াতে যাতায়াতে অসুবিধা জন্মিল। মেঘ-জালে, গগন মণ্ডল, সর্ব্বদা আচ্ছাদিত থাকাতে অংশুমালী কর তত প্রখর রহিল না। নব কিলাল ধারা-পরে সৌরকর হইয়া নিপতিত যথা সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম গগন নানা বর্ণে বিরঞ্জিত হওয়াতে, বোধ হইতে লাগিল যেন লঙ্কাপতিকে স্বভুজ প্রতাপ দর্শাইবার নিমিত্ত, রামচন্দ্র বিবিধ রতন খচিত কার্ম্মুক, গগন মণ্ডলে সংযোজিত করিয়া রাখিয়া-ছেন। মেঘ গর্জ্জনে প্রফুল্লিত হইয়া কলাপী কলাপ পক্ষরাজী বিস্তার পূর্ব্বক গিরি শিখরে নৃত্য করিতে লাগিল। কেতকী, কদম্ব প্রভৃতি কুসুম নিকর প্রস্ফুটিত হইয়া, বর্ষা-বধূর কবরী ভূষণ হওয়াতে, গিরিবর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সুবিমল সলিলে, হংস, সারস, কারণ্ডব, কলহংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গগণ, কেলী

করিতে লাগিল। তদবলোকনে জানকী-বিরহ রাম-হৃদয়ে শতগুণে বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি অহ-র্নিশ জানকী-গুণ-কীর্ত্তন ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকাল ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈর নির্যাতনের প্রতিকূলাচরণ করাতে, রাম-চন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! বিধি বাম হইলে, ক্ষুদ্র লোকেও মহ-তের অমঙ্গল চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে। এতদিন পরে যদিও সীতা উদ্ধারের উপায় করিলাম, তাহাতেও দারুণ প্রাবীট কাল আসিয়া বিষম বিঘ্ন জন্মাইল; এখন কি করি? কেমন করিয়া প্রিয়তমাকে উদ্ধার করিব! ভাই জানকী বিরহে আমার চিত্ত অধীর হইতেছে; বিধাতা কি চিরকাল দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই আমাকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন? আমি কি হতভাগ্য আমা হইতে ত্রিলোক বিখ্যাত রঘুবংশ অভূত পূর্ব্ব কলঙ্ক পঙ্কে বিলিপ্ত হইয়া কলুষিত হইতেছে। আমি যদি হতভাগ্য না হইব তবে কেন উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবেক, আর 'দশা-

নন্‌ইবা কেন প্রাণসমা প্রিয়তমাকে অপহরণ করিয়া, চিরনির্ম্মল রঘুকুল কলঙ্কিত করিবে? সর্ব্বথা আমার জন্ম ও শরীর ধারণ ক্লেশভোগ নিমিত্তই নিরূপিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র এইরূপে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিহিত থাকিয়া বিবিধ প্রকার প্রবোধ বচনে চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ধৈর্য্য সম্পাদিত করিতে পারিতেন না।

ক্রমে বর্ষা উপগত হইল; প্রখর তপন কীরণে পথ-পঙ্ক সকল বিশুষ্ক হইলে, একদা রঘুনাথ প্রিয়তমানুজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! বর্ষা বিগত হইল কৈ মিত্রবর সুগ্রীব ত জানকী উদ্ধারের কোন উপায় করিলেন না? আমরা দীনের ন্যায়, আনাহারে, সীতা-শোকে অরণ্য পর্য্যটন করিতেছি। একবার তত্ত্বাবধানও করিল না, ইহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মিত্র, রাজ্য প্রাপ্তে, সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছেন। অতএব বৎস তুমি একবার ধনগর্ব্বিত

মিত্রের কুশল ও সীতা উদ্ধারের উপায় করি-তেছেন কি না তাহা জানিয়া আইস।

অগ্রজের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ যথা বিহিত ভ্রাতৃ চরণবন্দনা করিয়া বিশাল হস্তে ভীম কোদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন—আর্য্য কিস্কি-ন্ধাপতি সুগ্রীব মিত্রের অনুচিত ব্যবহার করিলে, এ কিঙ্কর-করে ভ্রাতৃ সদনে গমন করিবে; এই বলিয়া কিস্কিন্ধা অভিমুখে গমন করিলেন।

অনন্তর রামানুজ কিস্কিন্দার সিংহদ্বারে সমু-পস্থিত হইলে, তাঁহার সমুন্নত মনোহর বীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, বানরগণ সসব্যস্তে অন্তঃপুর-স্থিত রাজ-চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সৌমিত্রির আগমন জানাইলে, সুগ্রীব ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদ দ্বারা তাঁহার যথোচিত সম্মান করিয়া অন্তঃপুরে আ-সিতে বলিলেন।

উর্ম্মিলাপতি অঙ্গদ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে, অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুবর্ণমণ্ডিত পর্য্যঙ্ক উপরে সুগ্রীব, তারা ও উমা নাম্নী পরমা রূপবতী দুই ললনার সহিত, মনের কৌতুকে কাল যাপন

করিতেছেন; সুবদনী শত শত কিঙ্করী চামর ব্যজন পূর্ব্বক রাজা ও রাজ্ঞীর পরিচর্য্যা করিতেছে।

দূর হইতে সুগ্রীবের ঈদৃশ ভাব অবলোকন করিয়াই, লক্ষ্মণ-হৃদয়ে রাম-দুঃখ শতগুণে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—বানরপতে! যাঁহার দোর্দ্দণ্ড বলে এ অসীম সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মনের কৌতুকে কাল যাপন করিতেছেন; সেই অমিত তেজাঃ মহাবাহো! দয়িতা শোকে অনাহারে বানাহত সিংহের ন্যায় নিরন্তর অরণ্য পর্য্যটন করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত করিয়াও এইক্ষণ ধনমদে মত্ত হইয়া মিত্র দুঃখ একবার স্মরণ করিতেছ না। পূর্ব্ব বিবরণ কি বিস্মৃত হইলে? বিবেচনা করিয়াছ নিরুদ্বেগে, কিস্কিন্দারাজ্য ভোগ করিবে? এই কি মিত্রের কার্য্য? এই বলিয়া পুনরায় হস্তস্থিত কার্ম্মুক আস্ফালন পূর্ব্বক আরক্ত নয়নে কহিলেন, আপনি গুরুজন-প্রিয়, সুতরাং অধিক

বলিতে ইচ্ছা করি না; মিত্রের অনুচিত ব্যবহার করিলে এখনই বাণানলে কিস্কিন্দা ভস্মীভূত করিব।

বীর কেশরী লক্ষ্মণের রোষ-দম্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব কম্পিত কলেবরে, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যথোচিত সম্মান করিয়া লক্ষ্মণকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং মিত্রবধূ উদ্ধারোপযোগী সমর সজ্জা, সপ্তাহ মধ্যে করিবেন বলিয়া তাঁহার ক্রোধাপনোদন করিয়া তৎ সমক্ষেই সৈন্য সমাবেশ জন্য দিক্ দিগন্তে কামচারী প্রধান প্রধান কপী নিকর প্রেরণ করিয়া; মিত্র সকাশে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন নিমিত্ত লক্ষ্মণকে সত্তর বিদায় করিলেন।

সৌমিত্রি সুগ্রীবের সদ্ব্যবহারে, তাঁহাকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া, আনন্দিত মনে হর্য্যক্ষ গমনে ভ্রাতৃ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, তৎ বিষয়িণী সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠাহের অপরাহ্ন সময়ে দিগ্‌দিগন্ত

হইতে লক্ষ লক্ষ বানর সেনা সমাবেশ করিয়া,—নল, নীল, হনুমান, অঙ্গদ, প্রভৃতি কিস্কিন্দার সিংহদ্বারে সমুপস্থিত হইলে, সুগ্রীব, বানর সেনার বিশাল ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, মিত্র বধূ উদ্ধার ও রাবণ দমনোপযোগী আশা বলবতী জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর সসৈন্যে সুগ্রীব, রাম সমীপে উপস্থিত হইলে, রঘুবর বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক, কিস্কিন্দা-পতিকে, আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া কহিলেন—মিত্র! তোমার আশ্বাসেই এতদিন প্রিয়তমা বিরহে দগ্ধীভূত হইয়াও জীবন ধারণে সমর্থ হইয়াছি। তব ভুজবলে সীতা-উদ্ধার-আশা-প্রদীপ আমার অন্তরে মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে।

এইরূপ নানা প্রকার আলাপের পর সুগ্রীব সীতা-পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; সখে! আর কালবিলম্বে প্রয়োজন কি? স্বভুজবলে কুলকামিনী উদ্ধার করিয়া এ অধীনকে প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্ত করুন।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ

সশস্ত্র সেনা সমভিব্যাহারে, লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বানর যোদ্ধৃ নিকর নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দর, উপত্যকা সমাকীর্ণ করিয়া শায়ক বেগে, প্রধাবিত হইল, তাহাদের পদভরে মেদিনী মুহুঃমুর্হুঃ প্রকম্পিত হইল। এইরূপে রাম বৈরনির্যাতনে সমুৎসুক চিত্তে, তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে, লঙ্কা-বেষ্টন সমুদ্র তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

অনন্তর উত্তাল বীচিমালা সমাকীর্ণ জলধি দর্শনে হতাস হইয়া, রামচন্দ্র সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন। সখে! আর সীতা উদ্ধার হইল না; বৈর নির্য্যাতন-আশা কল্পনামাত্র; এ অসীম জলধি লঙ্ঘন করিয়া রাবণ দমন, স্বপ্ন কল্পিত কাণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই বলিতে বলিতে রামের নয়ন যুগল হইতে অবি-রল অশ্রু-জল বিনির্গত হইয়া, কণ্ঠ অবরোধ হইল, আর বাক্যস্ফুরণ করিতে পারিলেন না।

অগ্রজের এইরূপ অভাবিত ভাব দর্শনে, লক্ষ্মণ ক্ষুন্নমনে, রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। আর্য্য! আপনি এত অধীর ও, হতা-

শ্বাস হইলেন কেন? বিপদে মতিচ্ছন্ন হইলে, কার্য্য সফল হয় না। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, এ কিঙ্করে অনুমতি করিলে, এই মুহূর্ত্তেই দশস্কন্ধ সহিত লঙ্কা ভস্মীভূত করিতে পারি।

রঘুরথী সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া, কিঞ্চিত শান্ত চিত্তে, কপিপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। সখে! হে মিত্র-কুলশেখর! আপনি ভিন্ন এ অতল সমুদ্র সিঞ্চন করিয়া মৌক্তীক উদ্ধার অন্য কে করিতে পারে? বুঝিয়াছি কালভুজঙ্গ কবলিত ভেকোদ্ধার করিতে আপনিই সক্ষম হইবেন।

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব স্মিত-মুখে, জাম্বুবানকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন। মন্ত্রিন্! অবিলম্বে মিত্র-বধূ উদ্ধারোপযোগী উপায় উদ্ভাবন, করুন।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মন্ত্রী কহিলেন; মহারাজ! এ অতলস্পর্শ জলধি বন্ধন ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। কিন্তু প্রথমত আয়াস সাধ্য সমুদ্র বন্ধন না করিয়া, পবন তনয় অমিত তেজা, ঝঞ্ঝানীলগামী, হনুমান দ্বারা, জনক তন-

য়ার অন্বেষণ করান উচিত হইতেছে। কেন না বিপুল পরিশ্রমে অগ্রে সমুদ্র বন্ধন করিয়া যদ্যপি লঙ্কাপুরে তাঁহার অনুসন্ধান না পাওয়া যায় তবে সকল পরিশ্রম পণ্ড হইবে। এই বলিয়া জাম্বুবান বিরত হইলে সকলেই তাহাকে অশেষবিধ প্রশংসাবাদ করিয়া, পবন কুমার হনুমানকে রাম সমীপে আনাইলেন; রঘুবীর সীতা সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞাপন করিয়া, জানকীর অভিজ্ঞান সদৃশ, হিরন্ময় অঙ্গুরী হনুমানকে প্রদান পূর্ব্বক, সীতা অন্বেষণ জন্য লঙ্কাপুরে প্রেরণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

মহাবীর মারুতি সমুদ্র পর পারে উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই দিনমান অবসান হইল। তারা-ময়ী সুনীরদ কুন্তলা যামিনী কৌমুদী-বসনে অবগু-ণ্ঠিতা হইয়া জগত আক্রমণ করিলে, সুবিমল নৈশ-গগনে পূর্ণ শশধর উদিত হইয়া, লোক-মনমোহন

বিভা প্রচার করিয়া, কুমুদিনীকে বিমোহিতা করিলেন। চকোর চকোরীগণ মনের কৌতুকে অম্বর প্রদেশে উড্ডীয়মান হইয়া সুললিত স্বরে গান করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবনে হনুমান মহানন্দে হেমলঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। .মারুতি করী-অরি পদে মুহূর্ত্ত মধ্যে জনপদ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, সুবর্ণ নির্ম্মিত সুপ্রসস্ত প্রাচীর—হেম কাঞ্চীরূপে রাজ-ভবন, পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তদুপরি যোদ্ধৃনিকর শেল, শূল, অসি, নারাচ, বর্ষা, কোদণ্ড, ভিন্দিপাল, প্রভৃতি ভীম প্রহরণ করে করিয়া, সগর্ব্ব পদ বিক্ষেপে পরিক্রমণ করিতেছে। মৃদু মন্দানিলে, উচ্চ হর্ম্ম্য শিরস্থ কেতনাবলী দোলায়মান হইতেছে। প্রাচীর দেয়ালে নক্ষত্র সদৃশ দীপাবলি জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে বীর কেশরী একবার প্রাচীর পরিবেষ্টন করিয়া দেখিলেন ; পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দ্বারে—বীর নিকর কোষ হীন খর কৃপাণ করে দ্বার রক্ষা করিতেছে। প্রবেশের সুযোগ পাইলেন না। পিতৃগতি উত্তরদ্বারাভিমুখে গমন করিলেন। পলক মধ্যে

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; দ্বার অনবরুদ্ধ,—কিন্তু প্রহরি নাই; অমনি তড়িতবেগে প্রবেশ করিয়া, চকিত নয়নে দেখিলেন; ধ্বান্ত বর্ণা বিভীষণা এক কামিনী সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভীম করে ভীষণ ত্রিশূল সঞ্চালন করিতেছে। তদীয় ত্রিশূল ফলকে মণি বিভা প্রতিফলিত হওয়াতে, বিদ্যুৎ সদৃশ চমকিতেছে। ভৈরব ললাটে, দীপ্তিমান বিভাবসু, গলে নৃমুণ্ড মালা দোলিতেছে। আরক্ত শ্রুতিস্পর্শ নয়নযুগল হইতে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতেছে। হনুমান ভামিনীর আপাদ মস্তক ক্ষণ কাল নিরীক্ষণ করিয়া, আনত শিরে কহিলেন;—গিরীশ রাণী! শ্রীরাম কিঙ্কর হনু, শ্রীচরণ পঙ্কজে অভিবাদন করে। কোশলাধিপতি, মহারাজ দশরথের পুত্র স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র পিতৃ সত্য প্রতিপালন জন্য পঞ্চবটী বনে আসিয়াছিলেন। তৎসমভিব্যাহারে জনক তনয়া জানকী ও সুমিত্রা নন্দন শূর শার্দ্দূল লক্ষ্মণও ছিলেন; তাঁহাদের অনুপস্থিতি কালে, দুরাত্মা দশানন লক্ষ্মীরূপা জানকীকে অপহরণ করিয়া, লঙ্কাপুরে আনিয়াছে। রঘুনাথ বৈর

নিধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, জনক তনয়ার অনু-সন্ধান নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব জননী দ্বার মুক্ত করিয়া দিন। আপনি দুরাচারের পক্ষ হইয়া দ্বারাবরোধ করিয়াছেন, ইহাতে আমার অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে। এই বলিয়া হনুমান বিরত হইলে, জলদগম্ভীরস্বরে, চামুণ্ডা কহিলেন ;—হে প্রভঞ্জন তনয় ভূমণ্ডলে আমার অবিদিত কিছুই নাই। বৎস! রাবণ রক্ষণ কপর্দ্দির প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া, আমি এত দিন দুরাচারের আবাশ রক্ষণে বিব্রত ছিলাম ; তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক এই বলিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন।

হনুমান দ্বার অতিক্রম করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে (গুপ্তবেশে) নৃপ-পুরে প্রবেশ করিলেন ; দেখি-লেন সুরম্য নাট্যশালে নর্ত্তকীগণ নৃত্য গীত করিতেছে। মল্ল-গৃহে বীরগণ আয়ুধাসন করে, অস্ত্র-শিক্ষা করিতেছে। দেবী দেউলে অগুরু, ধুপভস্ম ধূম পটল, উত্থিত হইয়া গৃহ সুবাসিত করিতেছে। কোন স্থানে নিশাচরী নিকর মনের কৌতুকে শীধু পানে কাল যাপন করিতেছে।

কোথাও বা উদ্বাহ ক্রিয়া কলাপ সম্পাদিত হই-তেছে।

ক্রমে সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিঃশব্দ-পদ বিক্ষেপে, রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি-লেন; সুপ্রসস্ত গৃহ মাঝে পরম রূপবতী ললনা গণ নানাবিধ ভূষণে ভূষিতা হইয়া, নৃত্য গীত করিতেছে। মধ্য প্রদেশে গজ-দন্ত নির্ম্মিত আসনে, বরবর্ণিনী ইন্দুনিভাননা কামিনী-পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া দশানন তাহার সহিত বিবিধ বিষয়িণী আলাপে কাল যাপন করিতেছে। চামরিণীগণ মনের কৌতুকে রাজ-পার্শ্বে দণ্ডায়-মান হইয়া, স্বুবর্ণদণ্ডসালিনী চামর উদ্বিজন করিতেছে। গৃহ অতি মনোহর, দেখিলে অমরা-বতি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। ভীষণা রাক্ষসীগণ প্রহরণ করে, দ্বার রক্ষা করিতেছে।

হনুমান দশানন পার্শ্বোপবিষ্টা কামিনীর আলৌকিক কান্তি-প্রভা সন্দর্শনে মনে মনে বলিলেন, “এই রূপবতীই রাম দয়িতা হইবেন” এই বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় কহি-লেন; “না স্বয়ং লক্ষ্মী-রূপা জানকী রাবণ-সেবায়

নিয়োজিতা হইয়াছেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব-নীয়” এইরূপ-নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।'

অনন্তর মারুতি সমস্ত রাজভবন, অনুসন্ধান করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বিষাদিত মনে উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, সম্মুখে নিবিড় পাদপ পরি-বেষ্টিত এক মহাটবী সন্দর্শন করিলেন; এবং মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া, বন-প্রান্তরস্থ এক সুদীর্ঘ মহীরুহে আরোহণ করিলেন, দেখি-লেন;—অদূরে এক বৃহৎ অট্টালিকা, সুশুভ্র কীরণ-জালে বনস্তম হরণ করিয়া, শশাঙ্ক কিরণে প্রতি-ভাতিত হইয়া যেন, ধবল গিরিকেই ধিক্কার করি-তেছে। তাহার শ্রেণী নিবদ্ধ গবাক্ষ দ্বারে আলোক জ্বলিতেছে। সুমহান্ সৌধ দর্শনে, মারুতি পুলকিত মনে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, তদভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। মুহুর্ত্ত মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইবা মাত্র, অস্ফুট বীণা, বেণু ঝঙ্কার মিশ্র মৃদু মধুর সঙ্গীত ধ্বনি তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল।

অমনি চকিত নয়নে, নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে গৃহ-গবাক্ষে মুখাবনত করিয়া দেখিলেন ;— পরম রূপবতী, সুসজ্জিভূতা কামিনীগণ বীণা বেণু বাদন পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিতেছে; গৃহ আলোকাধার, মণি-জাল বিভায় তমঃ তিরোহিত হইয়াছে। কতিপয় বিকট দশনা নিশাচরী কৃপাণ করে দ্বার রক্ষা করিতেছে। তদবলোকনে হনুমান এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সুবর্ণ নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক'পরে বাক্ চতুরা দুই জন রমণী বসিয়া বিবিধ প্রকার অর্থাৎ ক্ষণকামোদ্ভাষিত, ক্ষণ-কাল-করুণ-বিনীত, কভু বা গর্ব্ব-কাটুর্য্য, কখনও বা ক্রোধ ভাষিত বক্তৃতা করিতেছে। দূরবর্ত্তী বিধায়, নিমেষ শূন্য নয়নে, বহুক্ষণ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন ; কৌচ মধ্যে আতপ-তাপিতা কালবিষধরী, কিম্বা অশিশ্বিকা পতি বিয়োগ বিধুরা কামিনীর ন্যায়, এক রমণী মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ফুট স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অজস্র বাষ্প-বারি বিগ-

লিত হইয়া, শ্বেত প্রস্তরগণ্ড অবধৌত করিতেছে।

হনুমান কামিনীর নীরদ মালাচ্ছাদিত শারদ-বিধু বিনিন্দিত বর্ণ-ভাতি, ও কঙ্কাল জড়িত সুকোমল কান্তি-লাবণ্য সন্দর্শনে, "এই রাম-মন-মোহিনী" বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। রাক্ষসী পরিবেষ্টিতা জানকীর সহিত কি প্রণালীতে আলাপ করিবেন; রাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয় সীতাকে কি প্রকারে প্রদান করিবেন; এই কি রাম মহিষী, না অন্য কোন রমণী?—হনুমান সন্দেহাকুলিত-চিত্তে, এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন; এমন সময়ে, "হা রঘুপতি আপনি কোথায় রহিলেন" সীতা-কণ্ঠ নিসৃত এই শব্দ তাহার কর্ণ-বিবরে, প্রবেশ করিয়া, অন্তঃকরণ হইতে সর্ব্বতোভাবে, সংশয় অপনীত করিল। মারুতি চিন্তা-নিপিড়িত চিত্তে নিশাচরীগণের ব্যবহার দর্শন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে যামিনী বাড়িতে লাগিল, নিশাচরীগণ নৃত্য, গীত, বাক্য-কৌশলে জানকীকে বশীভূতা করিতে না পারিয়া, সেই বিশাল কক্ষে একাকিনী

রুদ্ধ করিয়া, লৌহময় অর্গলে ভীষণ বহির্দ্ধারাবরোধ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিল।

তদবলোকনে, মারুতি, গবাক্ষ ভগ্ন পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং অতি বিনীত ভাবে পালঙ্কোপবিষ্টা জানকী-চরণে, প্রণাম করিয়া অঞ্জলি বদ্ধ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন; জনকনন্দিনি! শ্রীরাম কিঙ্কর ও পদপঙ্কজ বন্দনা করে আশীর্ব্বাদ করুন।

এই বলিয়া হনুমান রাম প্রদত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়, পালঙ্কোপরি সংস্থাপন করিলেন;—

জনশূন্য রুদ্ধ কক্ষে সহসা বিনয় মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সীতা সশঙ্কিতা হইলেন। হৃদয় কম্পিতা হইল;—রক্ষ কারাগারে ভর্ত্তৃ নাম কে উচ্চারণ করিল, সন্দিগ্ধ চিত্তে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনতিবিলম্বে চিত্তের স্থিরতা জন্মিল, চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন; সম্মুখে করযোড়ে এক কপী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সীতা বানর দর্শনে চকিত মনে নানারূপ চিন্তা করিতেছিলেন; এমন সময়ে হনুমান পুনরায় কহিলেন;—মাত! রাঘব প্রদত্ত

অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় অবলোকন করুন। এই বলিয়া তাহার আগমন বিবরণ আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপন করিল।

জানকী কপী নির্দ্দিষ্ট অঙ্গুরীয় করে করিয়া; হা নাথ বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন; ক্ষণকাল পরে মুর্চ্ছা অবসান হইলে হনুমান প্রমুখাৎ ভর্ত্তৃ বিবরণ অবগত হইয়া, তাঁহার শোক-সাগর প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; নয়ন-পঙ্কজ হইতে অবিরল ধারায় পাষ্প-বারি বিগলিত হইয়া, কণ্ঠাবরোধ হইল; বাক্যস্ফূরণ করিতে পারিলেন না। পরে কথঞ্চিত শান্ত চিত্ত হইয়া, গলিত নয়নে কাতর স্বরে পতি-দূত সমীপে আত্ম বিবরণ আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

রাম-মহিষীর কাতরোক্তি শ্রবণে, হনুমান শোক ভারাক্রান্ত হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন;—কথায় কথায় নিশা অবসানোন্মুখ হইল; বিহঙ্গমপাতি নিকুঞ্জ-বনে কল কল ধ্বনি করিতে লাগিল। তচ্ছ্র-বণে জানকী চকিতা হইয়া, হনুমানকে সম্বো-

ধন করিয়া কহিলেন; বৎস অঞ্জনা তনয়! যামিনী অবসান প্রায়; এখনই চেড়ীগণ প্রত্যাগমন করিবে; আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি ইহা জানিতে পারিলে, তাহারা এখনই উভয়ের জীবন সংহার করিবে। অতএব বৎস! তুমি জীবনেশ্বর চরণে আমার প্রণিপাত নিবেদন করিয়া কহিবে, যে বিচ্ছেদ দিবসাবধি বৎসরান্ত দিবসে, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিতা হইলে, এই দুঃখিনী রক্ষ কারাগারেই জীবন পরিত্যাগ করিবে।

এই বলিয়া জানকী সুকোমল কর হইতে সুবর্ণ অঙ্গুরীয় মোচন করিয়া, হনুমান হস্তে প্রদান পূর্ব্বক, অশ্রু-বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মারুতি অঙ্গুরীয় গ্রহণ করত সীতার চরণে অভিবাদন করিয়া দ্রুত গতি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

রজনী অবসান হইল; ঊষা দিনকর-করজালে বিভূষিত হইয়া, নলিনীকে প্রিয়তমাগম সংবাদ প্রদান করিলে; বিহঙ্গম শ্রেণী অস্ফুট মধুর ধ্বনি করিয়া, গগন-মার্গে উড্ডীয়মান

হইল। বীর-কেশরী আনন্দিত মনে, উত্তরাভি-মুখে গমন করিলেন। দেখিলেন, অতি বিস্তৃত বন, কপোত কপোতীগণ তুঙ্গ মহীরুহ শাখে বসিয়া প্রেমগদ্গদ ধ্বনি করিতেছে। কোথাও বা বকুল, বেল, সেঁউতি ফুলে, পরিমল-লোলুপ মধুপ নিকর গুণ গুণ রবে বিচরণ করিতেছে। সুবিমল সরসী-নীরে কলহংসকুল কেলি করি-তেছে। কোন স্থানে মাধবী, মল্লিকা, লতিকা সমূহ বৃক্ষস্কন্ধ ধারণ করিয়া মন্দানিলে, ঈষদা-ন্দোলিত হইতেছে।

হনুমান এইরূপ বন সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া দেখিলেন, জাল পরিবেষ্টিত রসাল শাখে সুপক্ক চূত ফল সমূহ দোলিতেছে। বানর জাতি বুদ্ধিমান হইয়াও স্বভাব সিদ্ধ লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; লম্ফ প্রদানে বৃক্ষশাখে অধিরোহণ করিলেন; এবং বিপুল ক্ষুধাতিরেক বসতঃ ক্ষণ কাল মধ্যেই সমস্ত সুপক্ক ফল ভক্ষণ করিয়া, অপক্ক ফল ও মুকুল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রভাত সময়ে উদ্যান রক্ষকেরা নিঃশঙ্ক চিত্তে

কার্য্যান্তরে, স্থানান্তর গমন করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা উদ্যানে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল; রসাল-শাখে ফল নাই—ভগ্ন শাখা ভূপৃষ্ঠে বিকীর্ণ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে রক্ষকগণ "হায় কি হইল" বলিয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল;—সহকারস্কন্ধ কম্পিত করিয়া এক ভীষণাকৃতি কপী বিচরণ করিতেছে।

অনন্তর রক্ষকগণ ক্রোধভরে, বানর প্রতি বৃষ্টি ধারাবৎ শর বর্ষণ করিতে লাগিল; হনুমান ব্যাথা সম্বরণ পূর্ব্বক, বৃক্ষ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া, এক বৃহৎ শাল তরু উন্মুলিত করিয়া, পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় রক্ষক নিকরে তরু প্রহার করিলে, বৃক্ষ বজ্রবেগে রাক্ষসোপরি নিপতিত হইয়া, নিশাচর শির বিচূর্ণ করিল।

ভগ্নদূত সসব্যস্তে, সভাসীন রাজ চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিল;—মহারাজ! কোথা হইতে এক দুর্দ্দম বানর আসিয়া আপনার রসালফলনিকর ভক্ষণ ও শাখা ভগ্ন করাতে আমরা তাহার দমন জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু মহারাজ! আমি

ভিন্ন আর সকলেই কাল কবলশায়ী হই-
য়াছে।

দূত-বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া বানর দমন জন্য, আপন তনয় অক্ষয়-কুমারকে যুদ্ধার্থে আদেশ করিলেন; পিত্রাদেশে, কুমার, দশ সহস্র সেনা সহ চূত কাননাভিমুখে, যাত্রা করিলেন;—সৈন্য-পদ-ভরে লঙ্কা কম্পিতা হইল; অশ্ব খুরোত্থিত রজরাসি, গগনাঙ্গন বিকীর্ণ করিলে, প্রভাকর কর তিরোহিত হইয়া, গগন মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমতা জন্মাইল।

এইরূপে কুমার সসৈন্যে, চূত কাননে সমুপস্থিত হইলে, মারুতি প্রকোপ মনে এক সুদীর্ঘ শালতরু উৎপাটন করিয়া মহোল্লাসে সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কুমারও ভৈরব কপি সন্দর্শনে সসৈন্য তদুপরি বারি-ধারাবৎ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; হনুমান, বৃক্ষ ঘূর্ণিত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই রাক্ষস চমূ সংহার করিল।

ভগ্ন দূত দ্রুত, বেগে, রাজ চরণে কুমার নিধন বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলে, পত্র শোকাতুর

রাজা, বীরকেশরী মেঘনাদকে, বানর বন্ধন নিমিত্ত আদেশ করিলেন; দুর্ম্মদ মেঘনাদ কিলাল ধর নাদে রসাল কাননে উপস্থিত হইয়া, পাশ বানে মারুতিকে বন্ধন করিলেন।

রাক্ষস-বানবদ্ধ হনুমান মন-মধ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, অশনি বলাহত মৃত দেহের ন্যায়, ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। শক্রজিতাদেশে লক্ষ লক্ষ নিশাচর হনুমানকে বহিয়া রাজ সভায় উপস্থিত করিলে; নৃমণি পুত্রহা বানরের ভৈরব মূর্ত্তি সন্দর্শনে, রাক্ষস নিকরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—"হে নিশাচরগণ! তোমরা শেল, শূল, পট্টিসাঘাতে এই বানরের জীবন সংহার কর।"

রাজাদেশে লক্ষলক্ষ নিশাচর সজোরে হনুমান পৃষ্ঠে মুদ্গরাঘাত করিতে লাগিল; ধূর্ত্ত মারুতি অতি কাতর স্বরে, নিশাচরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে বীর কেশরী নিকর, আমি যে দুরূহ কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে রাজদণ্ডে আমার প্রাণদণ্ড উচিত বিচার হইয়াছে; জীবন সংহার কর তাহাতে কুণ্ঠিত নহি আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা স্মরণ হইলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুন-রায় কহিলেন ;—আক্ষেপের বিষয় এই যে, অস্ত্রাঘাতেও আমার মৃত্যু হইবেক না। কেন না সংপ্রতি ভূগর্ভ সম্ভবা, পতিপরায়না বিশুদ্ধ হৃদয়া, এক রমণী আমাকে অমর বর প্রদান করিয়া বলিয়াছেন ;--"বৎস! সংগ্রামে প্রহ-রণা ঘাতে দেব, রক্ষ, কিন্নর-করে তোমার মৃত্যু হইবেক না"—অতএব বৃথা কেন তোমরা আমাকে প্রহার করিতেছ? আমি যে কুকর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে মৃত্যু আমার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। অতএব আমার মৃত্যুর উপায় বলি-তেছি ; শ্রবণ কর।

বরপ্রদা জননী বলিয়াছেন ;—"সঘৃত বসনে লাঙ্গুল বন্ধন করিয়া অগ্নি প্রদান করিলে, আমার জীবন বিয়োগ হইবেক"—এই বলিয়া মুদিত নয়নে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

বানর-বাক্য শ্রবণে রাবন, হর্ষ বিস্ফারিত বদনে, কপীলাঙ্গুলে, অনল প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। রাক্ষসগণ আনন্দিত মনে

ভূরী ভূরী বসনে হনুমানের লাঙ্গুল্ জড়াইয়া, অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে; অনল শিখা দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল;— তদবলোকনে মারুতি ভৈরব নাগপাশ মুক্ত করিয়া, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সুউচ্চ হর্ম্ম্যোপরে আরোহণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে স্বর্ণ-কিরীটিনী গৃহ-রাজীতে অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল।—বায়ু সঙ্গমে মুহূর্ত্ত মধ্যেই অনল শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া, গগন স্পর্শ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে লঙ্কাবাসী নিশাচরগণ হাহাকার রবে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইল। ভীষণ বহ্নি অনিবার্য্য শিখা বিস্তার পূর্ব্বক, ক্রমে গৃহ শ্রেণী ভস্মীভূত করিয়া, ধূম পটল উদ্গারণ করিতে লাগিল। তদবলোকনে হনুমান লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সমন প্রবেশ।

হনুমানকে লঙ্কাপুরে প্রেরণ করিয়া, রঘুরথী প্রিয়তমানুজের সহিত সন্দেহাকুলিত চিত্তে

না না রূপ চিন্তা করিতেছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল, কেশরী, সুমালী ও অন্যান্য নেতৃনিকর মারুতির আগমন প্রতীক্ষায় বিষন্নভাবে, মুহুর্মুহুঃ সুদূর দৃষ্টি ও কখনও বা রামচন্দ্রের বিষাদ ঘনাচ্ছাদিত বদন-শুধাকর সন্দর্শন করিতেছেন। এমন সময়ে হনুমান শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, বীর-পরিবেষ্টিত রাম-চরণ বন্দনা করিয়া, হর্ষবিকশিত বদনে কহিলেন;—হে বৈদেহি মনমোহন! শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে এ কিঙ্কর জনক তনয়ার অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এই বলিয়া জানকী-প্রদত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় রামচন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক তাহার লঙ্কা প্রবেশাবধি অগ্নি-দাহ কাণ্ড পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সবিস্তার বর্ণন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র ক্ষণকাল সতৃষ্ণনয়নে হনুমানের বদন নিরীক্ষণ ও সীতা বিলাপান্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া, হা প্রেয়সি! বলিয়া ব্যাধ তাড়িত বিহঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াও—অনুক্ষণ বৈর-নির্যাতন-উপায় চিন্তা করিতে লাগি-

লেন। অঙ্গদ, সুমালী, নল, নীল, সুগ্রীব প্রভৃতি সকলেই রামচন্দ্রের বিষাদে বিষাদিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে রামচন্দ্র শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক হস্ত-কার্ম্মুক আস্ফালন করিয়া কহিলেন;—বৎস! তুমি মিত্রের সহিত বীরেন্দ্র নিকর সহকারে অগ্রসর হও। আমি এই মুহূর্ত্তেই রাবণ নিধন করিয়া কুল-কলঙ্ক অপনয়ন করিব।

চলিল সৌমিত্রি শূর, অগ্রজ আদেশে,
সঙ্গে কপিবৃন্দ, তুঙ্গ তাল তরু সম
ভীম কায়,—পদ ভরে কাঁপিল বসুধা।
উথলিল সিন্ধু-জল,—ভৈরব কল্লোলে,
টলিল কনক লঙ্কা টল্ টল্ টলে,—
হায় রে যেমতি—বীচিমালা পরে ভাসে
তরণী নিকর—প্রবল ঝটিকা যবে
বহে উচ্ছৃঙ্খলে। গর্জ্জিয়া বীরেন্দ্র দল
ভাঙ্গি গিরি চূড়া, নিক্ষেপিলা সিন্ধু-মাঝে,—
নলস্পর্শে ভাসিল পাথর যথা শুষ্ক
তৃণ, কিম্বা শৈবলিনী—জলস্রোত মাঝে।

নির্ম্মাণি আশ্চর্য্য সেতু দশম দিবসে
আক্রমিল রঘু সৈন্য সু-কনক পুরি ;—
হাতে ধনু রঘুবর মিত্রবর সহ
রঙ্গে পার হ'য়ে সিন্ধু চলিলা হরষে !
নলবীর, নীল বলী, কেশরী, সুমালী
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে, বসিলা উল্লাসে,
দক্ষিণ দুয়ারে বীর অঙ্গদ আপনি
যুবরাজ !—সমন বিক্রমে ভীম বাহু
তিন কোটী কপি সহ আক্রমিলা রোষে
উত্তর দুয়ারে বলী কেশরী নন্দন—
কেশরী নন্দন সম ভীম পরাক্রমে,
অবরোধি দ্বার হনু গর্জ্জিলা সঘনে।
আপনি পশ্চিম দ্বারে অনুজ সংহতি
মিত্র সহ রাঘবেন্দ্র, কালসর্প সম—
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে ত্যজিলা নিশ্বাস
প্রবল পবন সম বহিল সে বায়ু।
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয় রাম নাদে,
কাঁপিল্ কনক লঙ্কা বীর পদ চাপে—
পড়িল দেউল ভাঙ্গি মড়্ মড়্ মড়ে
ভূকম্পনে ভগ্ন মূল দ্রুমরাজী যথা।

কনক মন্দিরে, যথা হৈম সিংহাসনে,
বসিয়া রাবণ।—লঙ্কঃ রক্ষঃ শূর মাঝে,
তথায়, পশিল আরাব। চমকি, বলী,
চাহিয়া বাহিরে, সবিস্ময়ে সম্ভাষিয়া,
কহিলা সারণে। "কেন (হে) বুধ কল্লোলিছে
সিন্ধু ধন্ধী বায়ু কূল সহ অবিরাম ?"
উত্তরিলা বুধ শ্রেষ্ঠ—রাক্ষস সুমতি।
"নহে সিন্ধুধ্বনি শূর, আক্রমি লঙ্কা—
নাদিছে রাঘব সৈন্য জল-স্রোত নাদে।
ছাড়িয়া নিশ্বাস, রোষে কহিলা বীরেন্দ্র;—
"কি আশ্চর্য্য কহ বুধশ্রেষ্ঠ কি কৌশলে—
যার পানে,—হায়রে মরি, যার উচ্চ
হর্ম্ম্য পানে—শঙ্কায় সুরেন্দ্র-ইন্দ্র, বায়ু,
সমনে না চায়, হেন হৈম ময়ী পুরী
কোন্ মায়া বলে ঘেরিয়াছে ক্ষুদ্র নর
সৈন্য প্রসরণে। সুষুপ্ত ফণীন্দ্র শিরে
নাচিছে কি মহানন্দে হায় ভেকগণ ?
অথবা শৃগাল দল হ'য়ে সংমিলিত
আইল কি বধিতে বলী! মৃগেন্দ্র ঈশ্বরে?
এত বলি পুনঃ শূর কহিলা গর্জ্জিয়া ;—

মন্দ্রিল অম্বরে যেন কুলিশ ঘর্ঘরে।—
যাও শীঘ্র, রথীশ্বর, সৌদামিনী গতি,
কহ সে পামর নরে, যাইতে স্বদেশে
ভাঙ্গি সিন্ধু-সেতু শীলা রাখিয়া, স্বস্থানে।
নতু নাশিব মুহূর্ত্তে (প্রবল দাহনে
দহে বৃক্ষ রাজী যথা) সে পামর নরে।"
জীমূত ঘর্ঘর স্বনে নাদিলে ভৈরবে—.
চলে যথা—ক্ষণপ্রভা,—হায়রে তেমতি
চলিল সারণ, নমি নৃপেন্দ্র চরণে।
কতক্ষণে মহা যশাঃ উঠি হর্ম্ম্যপরে
চাহিলা সুদূর উচ্চ সিংহ দ্বার পানে।
সচকিতে বীরশূর দেখিলা অমনি
ভীমতম শৃঙ্গ করে—শৃঙ্গ ধর সম
উত্তর কেশরী দ্বারে—কেশরী নন্দনে।
হেরি ভীম বীরে সশঙ্কায় নৃপ-চর
মুদিলা নয়ন।—উন্মীলি নয়ন, পুনঃ
দেখিলা ফিরিছে, পূরব দক্ষিণ দ্বারে
ভৈরব মূরতি অগণ্য বানর ঠাট—
তাল তরু করে; মধ্যে তার সিংহবলী—
বলির নন্দন—মেরুকুলে—মেরুশ্বর

হিমালয় যথা। অর্ব্বুদ সেনানী সহ
ফিরিছে, পশ্চিমে, অপার বানর বৃন্দ—
জয়রাম নাদে। দ্বিতীয় বাসব যেন
রবিকুল-রবি বসেছে, কার্ম্মুককরে
বীরত্বের খনি; দক্ষিণে বানর পতি—
পার্ব্বতী বাহন হরি হায় রে যেমতি,
শৃঙ্গধর ভীম শৃঙ্গ ধরি বাম করে।
সম্মুখে লক্ষ্মণ ধন্বী, ভীম ধনু করে,
শূলী সন্নিধানে সুর তারকারি যথা।
হেরি মৃগেশ্বরে সশঙ্কায় কুরঙ্গিনী
পলায় যেমতি, হায় রে তেমতি চলিল
সারণ, দূর লঙ্কা হর্ম্ম্যতলে যথায়
বিরাজে রাবণ, নিকষা নন্দন শ্রেষ্ঠ
বীর চূড়ামণি। কতক্ষণে দূত শ্রেষ্ঠ
প্রবেশি সভায় দাঁড়াইলা করপুটে—
নমস্কারি নত ভাবে, রাক্ষস শেখরে।
বিষাদ-কুঞ্চিত মুখ সারণে নিরখি
"কি সংবাদ হে বুধ শ্রেষ্ঠ" কহিলা রাবণ
"সত্য কি সমুদ্র লঙ্ঘি আসিয়াছে নর?
বারনারী হর্য্যক্ষ বধিতে সত্য না কি

করিছে মন্ত্রণা, বলী, শৃগালের পালে ?
কহ শীঘ্র সচীবেন্দ্র কহ ত্বরা করি—
কি কারণে মৌন ভাবে দাঁড়াইলা বলী ?”
ভয়-বিকম্পিত স্বরে কহিলা সারণ
“সত্য প্রভু রক্ষঃ-কুল-তমহা-ভাস্কর !
ভূধর শিখরে বাঁধি সিন্ধু পশিয়াছে।
নগর তোরণে, রাম, কপি সৈন্য সহ।—
হায় রে কেমনে নিবেদিব বৈর-গর্ব্ব
ওপদ পঙ্কজে ! স্বচক্ষে দেখেছ, শূর,
লঙ্কার দূষণে, সে হনুর সম তিন
কোটী, কপি সৈন্য-সহ, দেখিনু দক্ষিণে,
বসিয়াছে যুবরাজ-বালির নন্দন,—
দন্তি-যূথ-মাঝে, নাথ যূথ নাথ যথা।
পূরব দুয়ারে নল কালানল শিখা,
নারিনু নির্ণীতে প্রভু ! তার সৈন্য দলে।
জ্যোতিষ প্রভাবে পারি গণিতে, রক্ষেন্দ্র !
নীল-নৈশ-নীলাম্বরে—নক্ষত্র নিকর ;
রত্নাকর—রত্নরাশি ; বৃক্ষে পত্রাবলী
কিন্তু অক্ষম গণিতে, প্রভু, হনুর সেনানী,—
যা দেখিনু মহাতুঙ্গ উত্তর দুয়ারে।

দেখিনু রাঘবে, বলী, পশ্চিম দুয়ারে—
বসিয়াছে মহাবাহু, ভীম ধনু করে,
বীরাধার-ধীর শান্ত মতি ; খনি-মধ্যে
নীলকান্ত হয় রে যেমতি ! কিম্বা, শূর,
ত্রিদশে নমূচি-অরি আখণ্ডল যথা।
সম্মুখে অনুজ শূর লক্ষ্মণ সুমতি
গিরীশ সমীপে গৌরী-তনয় যেমতি
মনোরম স্থূল বপু, বিশাল কোদণ্ড
শোভে, ভীম বাম করে। পশ্চাতে বানর
বৃন্দ, তাদের মাঝারে যম-পুত্র বানর
শেখর—নব কিস্কিন্ধার পতি ! অগণ্য
মৃগেন্দ্র মাঝে হরীন্দ্র যেমতি ভয়ঙ্কর।
কেশরী—কেশরী সম, উজ্জ্বলাক্ষি। আর
নেতা যত কেহ কাল, কেহ পীত, অগ্নি
বর্ণ, কেহ ধূম্রাকার, ধুম কেতু সম
ঘেরিয়া কণক লঙ্কা নাদিছে ভৈরবে।
অনুভবে বুঝি প্রভু ! নারিবে দমিতে
সৈন্য সহ রাঘবেন্দ্র সম্মুখ সংগ্রামে
দিয়া সীতে সীতা-কান্তে তোষ শিষ্টাচারে।
দূত বাক্যে রোষিলা রাবণ ডমুরুর

রবে যথা রোষে ভুজঙ্গিনী অবলেপি,
লোল জিহ্বা ঘন ঘোর স্বনে. " রে পামর
রক্ষঃ-কুল-কালী " কহিলা গম্ভীরে শূর
লঙ্কা অধিপতি মৈথিলি-রঞ্জন-মন-
বিনোদিনীহরণ দূর হ রে দূর-মতি
বীর-কুল-গ্লানি। দেব, দৈত্য, যক্ষ দমি
নিজ ভুজবলে বাড়ানু যে মান আমি
দিব কি রে ডালী তাহা তোর কথা শুনি
বর্ব্বর! সমনে সুরেন্দ্র সহ ভীষণ
আহবে জিনেছি, মুহূর্ত্তে আর শূরেন্দ্র
নিকর—আজ্ঞাকারী দেব মোর বিদিত
সংসারে। পারি উৎপাটিতে গিরি শৃঙ্গ,
লঙ্ঘিতে সাগর, শুষিতে সমুদ্র জল;
মর নরে নৈকষেয় ডরে কি সমরে?
গজরাজ-গতি রোধি নিজ ভুজবলে,
দমিনু ত্রিদিব ঈশে কুমার সহায়ে
মেঘনাদ! পরন্তপ নন্দন আমার
অতিকায় শূরশ্রেষ্ঠ ত্রিলোক বিজয়ী,
ত্রিশিরা-ত্রিশির-বলে জরাসুর যথা।
মহারথী এ ব্রহ্ম মণ্ডলে অকম্পন;

অনুপম ধরাতলে অনুজেন্দ্র মম
কুম্ভকর্ণ! রুদ্রতেজা ভৈরব মূরতি
মরুৎ বিক্রম যার লাঘব বিক্রমে
এত বল কার রে ভূতলে রক্ষাধম?
হে জননী বীরপ্রসূ হৈম লঙ্কা পুরী
কি পাপে ধরিলা গর্ভে হেন মূঢ় জনে?”
এত বলি দম্ভে দম্ভি ছাড়িলা নিশ্বাস।
ভয়ে সভা ত্যজি বুধ চলিলা সারণ
দম্ভে রক্ষরথী কহিলা রাবণ শূর
সৈন্যাধ্যক্ষ দলে;—সাজ ত্বরা বীরবৃন্দ
সাজ শীঘ্র করি, দিব লক্ষ করী, বাজী
দ্বিগুণ তাহার, বীর ভূষা মণিময়
(নীলাম্বর যথা খচিত নক্ষত্রজালে
শারদ নিশীথে জ্যোতির্ম্ময়ী) মনলোভা
যে বাঁধি আনিবে শূর রাঘবে সংগ্রামে।
রক্ষরাজাদেশে, সাজিল রাক্ষসবৃন্দ;
বাজিল বাজনা; কোলম্বক মৃদুধ্বনি
উঠিল গগনে। হ্রেষিল অশ্ব মন্দুরায়;
গর্জ্জিল কুঞ্জর-পুঞ্জ জলদ গর্জ্জনে।
উড়িল কেতনাবলী (সুবর্ণ রঞ্জিত)

হৈমচক্র রথ রাজী চূড়ে আভাময়!
গম্ভীর সুস্বরে, ঘন ঘন বাজিল দুন্দুভি।
ঘোর রোলে স্বর্ণলঙ্কা পুরিল ভৈরবে।
যজ্ঞ গৃহ-মাঝে যথা রক্ষ কুলোত্তম
ধ্যানে মগ্ন হৈম লঙ্কা নিভৃত প্রদেশে
সৈন্য কোলাহল তথা পশিল গম্ভীরে।
যথা কিরাত নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক
সুপ্ত সিংহ-কুম্ভদেশে পশিলে অজ্ঞাতে
উঠে হরি মহা রোষে নয়ন উন্মিলী
মহা উজ্জ্বল,—হায় রে তেমতি মিলিলা
নয়ন শূর বিভীষণ বলী। ভাঙ্গিল
ধ্যান।—টলিল আসন; কাঁপিল দেউল
ঝড়ে বৃক্ষ-শাখা যথা। উচ্ছাসিয়া বারি
বাহিরিল কোশা হতে কল কল রবে।
ভাঙ্গিল মঙ্গল ঘট; অমঙ্গল দেখি
সবিস্ময়ে মহা যশাঃ ভূমে খড়ি পাতি
জানিলা সকল মর্ম্ম জ্যোতিষ প্রভাবে;—
হায় রে অমনি ঝরিয়া নয়ন অম্বু
তিতিল দুকূল। গৃহ ত্যেজি দ্রুতগতি
বাহিরিলা বলী। যথা আনার মাঝারে

পড়িয়া ভীষণ সিংহ নাদিলে গম্ভীরে,
ধায় বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে কিরাত কিরাতী।
মুহূর্ত্তে প্রবেশি বলী রাজ সভাতলে
প্রণমিলা করপুটে অগ্রজের পদে
বিভীষণ! অনুজে নিরখি লঙ্কেশ্বর
আলিঙ্গন পাশে বাঁধি কহিলা গম্ভীরে,
"কেন অশ্রুময় আঁখি বিষাদ কুঞ্চিত
মুখ-ইন্দু, হেরি রে তোমার প্রাণাধিক?
ত্রিভুবন জয়া, ভ্রাতা তব, রক্ষ নাথ!
কুম্ভ কর্ণ মহারথী ত্রিপুরান্তকারী
তেজ ধরে ভুজ যুগে। আপনি রথীন্দ্র
বৃহস্পত্যাধিক বিজ্ঞ বিখ্যাত সংসারে
দিবেন্দ্র বিজয়ী ভ্রাতষ্পুত্র-মেঘনাদ;
বীর বাহু—বীরবাহু সর্ব্বভুক সম;
নরান্তক—নরান্তক সূর-কুল-অরি;
অতিকায় যম জয়ী শূর-চূড়া মণি
কিসের অভাব তব এ ভব মণ্ডলে?
কহ মোরে প্রাণাধিক কি কারণে; হেরি
নয়ন কমল পর্ণে অশ্রু-নীর ধারা
হায় কি কারণে (নিশীথে নলিনী যথা)

বদন পঙ্কজ তব মলিন বিষাদে।”
কহিলা সরমা কান্ত (পিক রাজ যেন
কুহরিল আহা মরি বায়স তাড়নে)
“ছিনু আমি রক্ষঃ নাথ ধূর্জ্জটী দেউলে
ধ্যানে মগ্ন, সহসা পশিল মোর শ্রুতি
যুগ মূলে, গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোর সৈন্য
কোলাহল। অশ্বরব, গজেন্দ্র বৃংহিত;—
সাগর কল্লোল সম দুন্দুভির ধ্বনি।
চমকি আঁখি মেলিনু অমনি। আহবে
কাঁপিয়া দেউল (ভূধর শিখর যথা
ভীম বজ্রাঘাতে) পড়িল ভাঙ্গিয়া দেব
সুমঙ্গল ঘট; কোশা হইতে মন্দাকিনী
মৃদু কলরবে বহিয়া, লাগিল মোর
পাপ পদতলে; আচম্বিতে ফেরুকুল,
নাদিল ভৈরবে; অমঙ্গল দেখি হায়—
সবিস্ময়ে খড়ি পাতি দেখিনু গণিয়া;
হরিয়াছ তুমি, কান্ত ভুজঙ্গিনী সম
শূর্পণখা-মায়া-জালে হইয়া মোহিত
কমলা রূপিনী, বৈদেহী (ডুণ্ডুভ যথা
হঁরে বাজ রাজ শিশু, বজ্র নখ ধারী

শাচানী অবিদ্যমানে পশি তার নীড়ে)
বঞ্চাইয়া রঘু রাজে মারিচ মায়ায়।
বিষ্ণু অবতার রাম সাজি হে সমরে ;
উদ্ধারিতে প্রিয়তমা বধি রক্ষ কুল ;
ভূধর শিখরে বাঁধি সিন্ধু-ভীম স্রোত
কপি বল দলে আক্রমিছে হৈম লঙ্কা ;—
সসৈন্যে তুমিও তেঁই মাতিছ আহবে।
নাহি কাজ রক্ষরাজ তুমুল সংগ্রামে
নাহি কাজ প্রতি বিধানিয়া অপমান,
দেহ জানকীরে, সৌর কুলোদ্ভব শূর
জানকী রঞ্জনে। বিষ্ণু অবতার রাম
কেন মজাইবে কুল তুচ্ছ নারী-তরে
হে রাক্ষস রাজ-কুল-কমল-ভাস্কর।
"কি বলিলি বিভীষণ ?" কহিলা রাবণ
মহারোষে অগ্নি কণা নয়ন নিকর
হইতে বাহিরিল বেগে ; "ত্রিদিব, মর্ত্য,
পাতাল বিজয়ী নামে দিব কি রে কালি
শঙ্কা করি তুচ্ছ নর রাঘবে সংগ্রামে
আসাব কি দেবরাজে অপহৃতা নারী
(কাপুরুষ সম) পুনঃ দিয়ে তার নাথে ?"

হাসাব কি বলি রাজে! আর যোধ যত
এ ভবমণ্ডলে? পাতালে অনন্ত নাগে?
দিয়ে ঢোল গাইব কি কুল-অবমান?
এত বলি দন্তে নাথি মারিলা অনুজে
রক্ষরাজ! পড়িল ভূতলে বিভীষণ
বজ্রাঘাতে অভ্র ভেদি গিরি-চূড়া যথা।
হাহা-আরাব উঠিল চৌদিকে; সচিব
বৃন্দ চলিল ধাইয়া—চক্ষু ঘুরাইয়া
নিষেধিলা রক্ষঃ শূর ধরিতে অনুজে।
চেতন পাইয়া বলী সরমা বিলাসী
পুনঃ দাঁড়াইলা, (অগ্রজের পদ পান্তে)
অভিমানে নত শির অশ্রুময় আঁখি!
দেবরাজ যেন তাড়ক দানব-করে
হ'য়ে অবমান দাড়াইলা শূলী পাশে
ভীমশূল ধারী। কহিলা, "নাহি কাজ
লঙ্কা নাথ সম্মুখ সংগ্রামে বিনশ্বর
দেহ বৈদেহীরে রঘু-বংশ অবতংশ
জিষ্ণু রঘু নাথে! রক্ষঃ-কুল-রাজ-ইন্দ্র
কেন মজাইবে কুল, তুচ্ছ নারী তরে"
নিরবিলা বিভীষণ নিরবে যেমতি

কুহরি গদ্গদ স্বরে পিক রাজরাণী.
যবে বনে কিরাত দুর্ম্মতি, বিঁধে স্বর
লক্ষ্য করি, খরতর শরে, কুঞ্জবন
সখি-গৃবা, বিষম আঘাতে। উঠাইলা
পদ পুনঃ রাবণ দুর্ম্মতি, অনুজে
অভিমানে মহা অভিমানী বিভীষণ
চলিলা তড়িৎ বেগে রাঘব সকাশে
(উজলি অম্বর দেশ ছুটিল নক্ষত্র
কিম্বা উল্কা পিণ্ড যথা) অধর্ম্মের ভয়ে
রমা ধর্ম্ম পাশে যেন, লইলা স্মরণ
রাক্ষস কুলের ধর্ম্ম শ্রীরামের পদে।
হেথা সাজি যোদ্ধৃ ব্যূহ মাতি রণ মদে
নাদিলা ;—ভীষণরবে—পূরিল দিগন্ত।
বাজাই বাদিত্র নাচিল বাদক দল ;
নাচিল তুরগ তুঙ্গ রণ বিশারদ—
চপলা নাচয়ে যথা ঘনাবলী কোলে।
মাল সাটে উঠিলা সুস্যন্দনে রথীন্দ্র ;
গজে সাদি ; বাজীন্দ্র উপরে অশ্বারোহী
খর অসি করে। পদাতিক যম জয়ী ;
অংসোপরে সুফলক, তীক্ষ্ণ ভল্লকরে,

বাহির হইল ঢালী সমন বিক্রমে।
উড়িল রাক্ষস ধ্বজ,—ধ্বজ বহকরে ;—
খগ রাজ যেন বিস্তারিয়া হৈম পাখা
উড়িছে গগনে। সৈন্যে সম্ভাষিয়া শূর
অতিকা কহিলা "কি কাজ বিলম্বে আর
চল যোদ্ধৃগণ! দেখ না ঘেরিছে লঙ্কা
তুচ্ছ কপি নরে।" দম্ভোলী নির্ঘোষ স্বনে
আস্ফালি বিশাল ভুজ কহিলা সেনানী,—
"কি কাজ বিলম্বে চল লঙ্কার ভূষণ
যোদ্ধৃ সজ্জা সমাধান্তে যোধ শুভক্ষণ।"
জন্মভূমি স্বর্ণ লঙ্কা বিখ্যাত সংসারে
বীরযোনি! দেবেন্দ্র পূজিত, দেব, যক্ষ,
রণ-জয়ী রক্ষ-রাজ-চমূ; দিবে কাঁপে
দেবরাজ লঙ্কেশের নামে, থর থরে;
কেন ডরাইব মোরা কপি নরাহবে।
উঠ রথে মাল সাটে কাঁপাও ধরণী;
কাঁপুক, সরগে দেব; পাতালে বাসুকি;
কাঁপাও বানর নরে; ভৈরব হুঙ্কারে,
উথলাও সিন্ধু-জল নর রক্ত স্রোতে।
(জল-প্লাবনে যেমতি) আর্দ্রাও ধরণী

দেখাও ভুজের বল বধি কপি নরে ;
ভুঞ্জাও নরের রক্ত সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে।”
সুগভীর স্তবস্বরে কহিলা সেনানী,
“চলরে সত্বর চল লঙ্কার ভূষণ
কি কাজ বিলম্বে আর, উঠ মহা রথে,
দেখাও ভুজের বল বধি কপি নরে
আর্দ্রাও শাণিত অসি নরের শোণিতে।”
এই রূপে রণোন্মত্ত রক্ষ-রাজ চমূ
বাহিরিল মহোল্লাসে সমর প্রাঙ্গনে
যথা দৈত্যপতি শুম্ভ ভীমার গর্জ্জনে
বাহিরিলা সত্য যুগে তড়িল্লতা বেগে—
অতিকায় রথীশ্বর স্বর্ণ চক্র রথে ;
বায়ু গতি দুই অশ্বে সাদীন্দ্র ত্রিশিরা,
অকম্পন ; ধুম্রাক্ষ, ধুমলাক্ষ, সুদক্ষ
ধূমল বরণ ; নিসাদীন্দ্র বীর বাহু—
দেব দত্ত গজ'পরে—ভীষণ মূরতি—
হিমাদ্রি শিখর যথা হিম-গিরি দেহে
কিম্বা গজ-রাজ পৃষ্ঠে দেব আখণ্ডল।
আর সৈন্য যত, বিড়ালাক্ষ, মকরাক্ষ,
দুর্ম্মদ নিকুম্ভ, কুম্ভ,—কুম্ভকর্ণ সুত।

বক্রদন্ত, সিংহদন্ত, সিংহ তেজ ভুজে !
দেব জয়ী রক্ষ যত কে বর্ণিতে পারে ?
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে কিম্বা ঝড়ে পাতা।
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘুরিল রথের চক্র,
কেতু কুল—উড়িল গগনে আভাময়—
হৈম ধ্বজ চূড়ে। অশ্ব খুরোত্থিত রজ
গজ কর্ণ বাতে উড়ি ঘন ঘনা কারে,
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল নীল নভস্থল।
"জয় লঙ্কা পতি জয়" নাদিল রাক্ষস
ত্রিদিব, পাতাল, বন, পুরিল আরবে।
করিণী গর্জ্জনে যথা গর্জ্জে কেশরিণী
শুনি সে আরাব নাদিল রাঘব সৈন্য
"জয় রাম নাদে" মহীরুহ ব্যূহ যথা—
কপি পদ চাপে ;—লঙ্কা কাঁপিল সঘনে।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ কপি, রক্ষঃ, নরে
পড়িল রাক্ষস কপি হস্ত বিনিক্ষিপ্ত
মেরু-চূড়াঘাতে অসংখ্য—ধাইল ত্রিশিরা
সৈন্য ধ্বংস হেরি রোষে ভীম ধনুর্দ্ধর!—
দম্ভে উঠিলা স্যন্দনে,—মনরথ গতি
চলিল স্যন্দন বর—ঘুরিল ঘর্ঘরে

কাল চক্র সম চক্র গভীর নিস্বনে !
ঘন শরজালে বিমুখি কপি নিকর
প্রবেশিলা ব্যূহ মাঝে দেব-কুল-অরি—
বর্ম্ম-তেজ রবি তেজ হ'য়ে সংমিলিত
কালানল শিখা-তেজে ঝলসিল আখি ;
বাত বিলোড়নে যথা উঠে বীচিমালা
সমুদ্রে ! উথলিল রণ-সিন্ধু, দিগন্ত
কাঁপিল ঘন ভীম সিংহ নাদে। পড়িল
কপি মেদিনী ঢাকিয়া রক্ষ যোধ শরে !
চলিল শোণিত স্রোত কল্ কল্ রবে
ভঙ্গ দিয়া নেতৃ যূথ পলাইল ত্রাসে।
রোষে রঘু-কুল-রথী পশিলা সংগ্রামে
শূর লক্ষ্মণ সুমতি—শৈল চূড় হস্তে
হুহুঙ্কারি কপি বৃন্দ ধাইল পশ্চাতে।
টঙ্কারি নির্ঘোষে ধনু ভীম ধনুর্দ্ধর
নিক্ষেপিলা মুহুর্মুহুঃ অগ্নিময় শর
মহা পরাক্রান্ত রৌদ্র, সুমিত্রা নন্দন !
পড়িল সে শরাঘাতে রক্ষ রাজ চমূ
হয়ে ছিন্ন বপু কেহ হস্ত হীন ভিন্ন
দেহ, ভগ্ন কটী হ'য়ে কেহ ভীষণ

মুসল আঘাতে পড়িছে ধরায় ; আহা
মরি তরু রাজী ভীম ব্লাতে যথা হয়ে
ভগ্ন-শাখী ঘোর বনে, পড়ে মড়্ মড়ি
কাঁপায়ে উদ্ভিজ-প্রসূ বিশাল মেদিনী।
দুই খণ্ড হ(ই)য়ে কেহ ত্যেজিছে পরাণ
বলবান কত শত যোধ চূড়ামণি
হয়ে ভগ্ন ঊরু ভাসিল শোণিত-নদ
কুম্ভিরিনী যথা। কেহ হস্ত পদ শূন্য
উল্কা পিণ্ড বেগে হইয়া স্যন্দন চ্যুত
পড়িছে ধরায়। পড়িল পদাতি পুঞ্জ ;
অসংখ্য তুরগ, দন্তী ; গর্জ্জি ভীম রবে
ভীম দন্ত, ঘাতি, ক্ষিতি, ত্যেজিল জীবন।
রণস্থল হুলুস্থূল হ'ল অচিরাৎ
আষাঢ়ের প্রবাহিনী ছুটে যথা বেগে
উগারি নির্ঘোষে নীর তীর ডুবাইয়া
চলিল শোণিত-স্রোত প্রণালির পথে
ভাসিল রুধির পরে লক্ষ প্রহরণ
মুসল, মুদ্গার, তুণ, ভল্ল, খরশাণ,
ভগন বিশিখ ব্রজ, ভিন্দিপাল আদি
পরস্ত, ত্রিশূল, শূল, প্রহরণ যত ;

কুণ্ডল, নুপুর বর্ম্ম—বীর-আভরণ।
শরাঘাতে শত খণ্ড হৈম রথ ধ্বজ।
কে পারে সহিতে মর্ত্যে লক্ষ্মণের বল ?
প্রাক্তনের গতি রোধে হেন সাধ্য কার
এ ব্রহ্ম মণ্ডলে ? পড়িল রাক্ষস বল,
সুর-কুল-ত্রাস, প্রচণ্ড মরুৎ ভরে
দ্রুমরাজী যথা পড়ে হয়ে ভগ্নকাণ্ড
নীবিড় কাননে। এত দিনে রাবণের
(মৃত্যু শূন্য) হৈম ময় গেহে, ভীম দণ্ডধর
সমন পশিলা শূর সৌমিত্রি সহায়ে
গুপ্ত বিভাবসু যথা পাংশু জাল মাঝে।
হেথা বিকটাক্ষ যুদ্ধ শেষ সৈন্য সহ
হাহাকার রবে কাঁদি ফিরিলা লঙ্কায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

চূতোদ্যান।

লঙ্কার উত্তর প্রান্তে চূতোদ্যান মাঝে
শোভে দিব্য হৈম গেহ সুশীর্ষক যার
উঠিয়াছে অভ্রভেদি দূর শূন্য দেশ,

দেখিলেই বোধহয় সুনিপুণ ধাতা
অম্বরের কেন্দ্রদেশ সংযোজিয়া তায়
রাখিয়াছে নীলাম্বর বিচিত্র কৌশলে!
যার ক্ষুদ্রতম স্তম্ভরাজী শিরে, সদা
উড়িছে কেতন পুঞ্জ শূন্য-গর্ভ মৃদু
বাতে ইসদ্ কম্পিয়া ; যার পাদ দেশে
রক্ষ শিল্পিরাজ খাত চারু সরোবরে
খেলিছে অলক নন্দা ভোগবতী সহ
দক্ষিণা পবনে নিত্য কল কল স্বনে।—
যেথা সচ্ছসর নীরে কল হংস কুল,
হংসীনী সহিত, রঙ্গে পঙ্কজিনী দলে—
করি কেলি নিরবধি মনের উল্লাসে—
সু-উচ্চ মধুর স্বরে প্রচারিছে সদা—
জগতে এ চূতোদ্যান সুখময় স্থান।
সেই মনমুগ্ধ প্রমোদ মন্দিরে এবে
বসিয়া রাবণ।—আহ্লাদে নিমগ্ন মন
হর্ষ-উৎফুল্ল আঁখি! সদা রণ জয়ী
পুত্র শূরগণে প্রেরি নশ্বর সংগ্রামে
"বধিবে রাঘবে অনুজ সহ, কপীন্দ্র
সুগ্রীবে! আর লঙ্কার দূষণে ; বাঁধিয়া

আনিবে মূঢ় ভ্রান্ত বিভীষণে মুহূর্ত্তে
এই কল্পনায়(ই) সদা মুগ্ধ লঙ্কাপতি !
নাচিছে নাটিকা ব্রজ ; গায়িছে গায়িকা,
কিন্নর নিন্দিত স্বর তম্বুরা মিশ্রিত।
ব্যজনিছে সু-চামর চামরিণী শত
বিচিত্র বসন পরি বিবিধ ভূষণে
কলাপিনী কুল যথা বিস্তারি কলাপ
নাচে গিরিশৃঙ্গদেশে জলদ গর্জ্জনে।
কোথাও বাদক বৃন্দ মরজু, সেতার,
কোলম্বক, ভেড়ী, বাঁশী, আদি যন্ত্রাবলী
বাজাইছে মৃদু মৃদু মহোৎসবে মাতি।
কোথাও বেদজ্ঞ বিজ্ঞ রক্ষঃ পুরহিত
উচ্চৈস্বরে করিতেছে বেদ অধ্যয়ন
জ্বলিছে অগুরু, ধূপ গুগ্‌গুল প্রভৃতি
গন্ধ উপাদান দ্রব্য (বিস্তারি সুগন্ধী
ধূম) স্বর্ণ ধূপ দানে। মহা সমারোহে
যজ্ঞ গৃহে কতযজ্ঞ করিছে ব্রাহ্মণ,—
রক্ষগণ মহা যজ্ঞ আমোদে মাতিয়া
বিধু পঞ্জরেতে ছেদি সু-দৃশ্য ছাগল
ঘৃতাক্ত করিয়া হোমে দিতেছে আহুতি—

বাজিছে যজ্ঞিয় শঙ্খ ঘণ্টা ভীমরোলে।
অনন্ত কানন প্রান্তে, কুহরিছে সুখে
কুঞ্জবন সখি পিক সুমধুর স্বরে,—
পারাবত, সারি, শুক, শিখিনী, সুশ্যামা
উড়িছে ডাকিছে কেহ পানিছে সলিল।
কুঞ্জবনে পুষ্পপরে মধুকর চয়
গুন্ গুন স্বনে স্বনি লুঠিছে পীযুষ
ভুবন মোহন স্থান অতুল জগতে?
লো হৈম লঙ্কাপুরি! বিধাতা কি তব
তুষ্টিহেতু স্বকর কমলে সৃজিয়া এ
সু-ভূষণ সাজাইছে তোরে—প্রমোদভরে।
সে গৃহ অনতি দূরে শিক্ষা রণাঙ্গন
প্রাচির বেষ্টিত স্থান দেখিতে ভীষণ—
নিলাম্বুধি ভীম যথা বেলা ভূমি কোলে।
শিখিছে তথায় রক্ষ-কুল শিশু ব্রজ
বিশিখ চালন—ভীষণ আয়ুধাসন
ধরি বাম করে; কোন শিশু সম কক্ষ
অন্য শিশু সনে, ঘুরাইছে ভীম গদা
হুঙ্কারি ভৈরবে। কেহ (বা) শিখিছে ভল্ল
চালন কৌশল। কেহ বর্ষা, কেহ শূল,

কেহ ভিন্দিপাল। কোনও যুবক চড়ি
ভীম বাজী'পরে চালাইছে সুকৃপাণ,
ধরি বজ্র করে, তুঙ্গ তুরঙ্গম মাতি
সমর তরঙ্গে চঞ্চলা তড়িৎ বেগে
করিছে গমন—কভু শূন্যে, কভু ভূমে,
কখন(ও) প্রাচিরে—ঘূর্ণ বাতে পোত যথা
বিশাল তরঙ্গ ময় সমুদ্র সলিলে।

শত রক্ষ-কুল-যুবা স্যন্দনে চড়িয়া,
ছাড়িছে একত্রে রথ সদাগতি বেগে,
মুখে হুহুঙ্কার—করে ভীম শরাসন—
খরশর পূর্ণ তূণ শোভে পৃষ্ঠদেশে
সাপুড়িয়া পৃষ্ঠে বিষাধার ফণী পূর্ণ
পেটিকা যেমতি; ফলক আলোকাধার
গ্রহপতি রবি যথা মধ্যাহ্ন গগনে।
তুরী, তূর্য্য, ভেরী আদি আহব বাদিত্র
বাজিছে মধুর ক্কণে শুনি সে নিস্বন
নাচিছে যুবক ব্রজ করবাল করে,
হায় রে যেমতি দনুজ সমরক্ষেত্রে
শঙ্কর মহিলা, সমর রঙ্গিনী ভীমা—
ভীম খড়্গ পানি! কিম্বা অহিতুণ্ডিকের

ডমুরুর নাদে, বিচিত্র কঞ্চুকাবৃত
ফণা বিস্তারিয়া নাচে ফণী বৃন্দ যথা
পুচ্ছভড়ি উর্দ্ধফণে নিশ্বাসি সঘনে।
শিশুগণ শস্ত্রক্রীড়া দেখিছে রাবণ
এক দৃষ্টে চিন্তাকুল প্রগাঢ় চিন্তায়
যেন নিমজ্জন মন। নিস্পন্দিত আঁখি।
নীলোৎপল পর্ণ যথা হেরি দীননাথ।
শ্রবণে কি শুনিতেছে—শুনিতেছে যেন
হত রণে রঘুরাজ অনুজ সংহতি;
কপি সৈন্য বল দলে সুগ্রীব নিহত
রণে ভ্রাতষ্পুত্র সহ;—হত হনুমান;
নর-রণ-জয়ী রক্ষ পটহ নিনাদ
সদাই মানস কর্ণে মুগ্ধ লঙ্কাপতি!
ভাসিছে কৌতুক নীরে নিশাচরগণ,
সে চূত কানন মাঝে,—হায় হেনকালে,
রোদন নিনাদে মিশি মৃহু বাদ্যধ্বনি
গভীর নিক্কণে সভা পূরিল সহসা—
চমকিল রক্ষ ব্রজ, চমকে যেমতি
জননীর কোলে শিশু দম্ভোলি নিনাদে,
কিম্বা ভীরু রণোন্মত্ত শূরসিংহনাদে।

দেখিলা রাক্ষসপতি চাহি দূরদেশে—
মায়া বলে রক্ষ দৃষ্টি চলে যতদূর,
তার প্রান্ত ভাগে আসিছে বিকট রক্ষ,
ভগ্ন অসি করে—ভীমমূর্ত্তি শোণিতার্দ্র
রক্তিম বরণ যথা গণপতি—ভব-
ভামিনী নন্দন—কিম্বা গ্রহগণ পতি
দ্বাদশ মূরতি ধর দেব ত্বিষাম্পতি,
মধ্যাহ্ন গগন ভালে এক চক্র রথে।
আসিছে পশ্চাতে নিরুৎসাহ ধ্বজ বহ
ভগ্ন ধ্বজ করে। বাজিছে সমর বাদ্য,
মৃদু মন্দ রুণে। হায় যে বাদিত্র স্বনে
উথলে শূরেন্দ্র হৃদে সমর-তরঙ্গ
উঠিছে সে ধ্বনি সহ, গগন বিদারি
এবে হাহাকার রব। বিভ্রাট নেহারি—
ক্ষোভে রাজেন্দ্র রাবণ বসিলা নিশ্বাস
ছাড়ি সিংহাসনে এবে জড়পিণ্ড যথা।

কতক্ষণে ভগ্নদূত প্রবেশি সভায়
রক্ষনাথ পদতলে রাখি ভগ্ন অসি
কহিলা কাঁদিয়া হত হে রাক্ষসপতি!
নশ্বর সংগ্রামে রাঘবের শরে আজি

দেব, যক্ষ, রণজয়ী সুত ব্রজ তব
সসৈন্যে। এই দুর্ভাগ্যে হে শূরেন্দ্র-জিবে
মাত্র শূরকুল মাঝে” বলি মনস্তাপে
কাঁদিলা ভগন দূত, বিষম ব্যাথায়
ধরি রিপু শরাহত ভীম বক্ষস্থল।
দূতের মুখেতে শুনি অশুভ বারতা
নিশ্বাসি গভীর স্বরে কহিলা রাবণ ;—
রে দূত! বিহঙ্গিনী ভরে কিরে ভাঙ্গিল
ভূধর? প্রাণ কি ত্যজিল হরি শৃগালী
দংশনে? বিকটাক্ষ! এ সপন কল্পিত
ভাষ না হয় প্রত্যয়? খগেন্দ্র বিগ্রহে
যথা নগেন্দ্র শেখর হ(ই)য়ে শির চ্যুত
রাবণের শির-রত্ন পড়িল ভূতলে
অকস্মাৎ। চমকি বিষাদে দীর্ঘশ্বাস
ছাড়ি পুন কহিলা রাবণ;—“জানিনুরে
হয় বিনাশিতে ক্ষম ক্ষুদ্রতম ব্যাধ
কৌশলে নাশিতে হয় দুর্ম্মদ বারণে।
নিশ্চয়(ই) রাবণ-গৃহে পশেছে কৃতান্ত
নতুবা হৃদয় মম হোতনা কম্পিত।”
এত বলি মৌনভাবে রহি ক্ষণকাল

গভীর নিস্বনে শূর রাজেন্দ্র কহিলা ;—
জাগাও নিদ্রিত ভ্রাতা কুম্ভকর্ণে মম
অচিরে, সে বিনে কে অনায়াসে সম্মুখ
সংগ্রামে বিনাশিবে ভুজবলে দুর্ম্মদ
দ্বিষিত। এ বাণী বিষাদে বটে কহিলা
রাবণ—কিন্তু না ঝরিল নয়ন-অম্বু,
সে রক্ষ নয়নে। নাহি কিরে স্নেহ-রস
বীরেন্দ্র হৃদয়ে ? পারিস কাঁদাতে মাত্র
রে স্নেহ শলাকা তুই (প্রবেশি কোমল
বক্ষে) ললনা নিকর—আর মূঢ় জনে।
পালিতে বিষম আজ্ঞা শত নিশাচর
ধাইল পবন গতি—সে নিদ্রা মন্দিরে—
যথা কুম্ভকর্ণ—চির নিদ্রা-অভিভূত—
মুকুতা খচিত চারু হৈম কৌচ'পরে।
প্রবেশি তথায় দ্রুত অসংখ্য কৌশলী—
কৌশল করিলা কত না যায় বর্ণন—
ভাঙ্গিতে সে ঘোর নিদ্রা,—বাজাইলা ঘন
দামামা, পটহ, তূরী, যন্ত্র নানা বিধ।
অবরোধে উচ্ছ্বাসিল শোক নির্ঝরিণী।
পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতৃ শোকে,—কাদম্বিনী-অম্বু

যথা ঝরয়ে শ্রাবণে ঝরিল রাক্ষসী
নেত্র, তিতিয়া দুকূল আদ্রাইল ধরা
মরি সে শোক-সলিল। হায় চিরানন্দ
লঙ্কা পুরি কাঁদিলা আতঙ্কে অকস্মাৎ
কাঁদেরে যেমতি নিশিতে কুস্বপ্নে হেরি
ভীম ভুজঙ্গিনী জননীর কোলে শিশু
জাগিয়া তরাসে,—অস্ফুট-মৃদুল স্বরে
হাহাকার রব। "হা নাথ হা প্রাণেশ্বর
হৃদয়রতন, কোথা গেলা অধীনীরে
ত্যাজিয়া অকালে? হে প্রাণেশ দয়াশীল!
প্রণয়-বন্ধন কেমনে ছিঁড়িলা তুমি?
(নির্দয় কুঞ্জর মরি স্বর্ণ-লতা যথা) নাথ!
ভুলিয়া দাসীরে? এইরূপে বিলাপিলা
বীরাঙ্গনা কুল স্মরি স্বস্ব প্রাণেশ্বরে।
অসহ্য জঠর তাপে বীর প্রসবিনী
ধূলি ধূসরিত অঙ্গে—ঘোর আত্মনাদে
বিলাপিলা কত মর্ত্ত কে বর্ণিতে পারে?
বিষম শোকের বেগে হায় নিরবধি—
কাঁদিলা কনক লঙ্কা হাহাকার রবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

লঙ্কা-গন্ধ-গ্রাস।

নিদ্রা ত্যজি মহাবাহু রাবণ অনুজ—
বসিলা পর্য্যঙ্ক পরে, সিংহ যথা রোষ ভরে,
উন্মীলি উজ্জ্বল আঁখি গহন কাননে,
উঠে নিদ্রা পরি হরি ব্যাধের তাড়নে।

কিম্বা যথা গজ রাজ নগেন্দ্র কন্দরে,
মৃগেন্দ্র নিনাদ শুনি, ঊর্দ্ধে ঘন কর হানি,
গভীর বৃংহিত ছাড়ি মহা বেগ ভরে
উঠিয়া ভূধরোপরে সুদূর নেহারে।

অকাল-সুষুপ্ত-ভঙ্গ-অলস শরীরে—
ভীম বাহু ক্ষণ-কাল, প্রসূতি কপোল, ভাল
রক্ষ গণে সম্বোধিয়া কহিলা গম্ভীরে,—
কেন হে তোমরা এত বিরস অন্তরে,

দাঁড়ায়েছ দীন বেশ মলিন বদন?
কেন মৃদু বাদ্য ধ্বনি, নিরুৎসাহ বীর বাণী
সহ মিসি উঠিতেছে গগন বিদারি—
কেন বা কাঁদিছে উচ্চে লঙ্কা-পৌর নারী?

হৈম-লঙ্কা পুরে নাহি যমের প্রভাব ;—
কৃতান্ত কিঙ্কর প্রায়, লঙ্কেশের অনুজ্ঞায়,
বাজি পাল সহ পালে তুরগ নিকর
তবে কেন শুনি হায় হাহাকার স্বর ?

অভিমানে সুরেন্দ্র কি পাতি ইন্দ্র জাল ;
শূর রথীগণ সঙ্গে, সাজিয়া সমর রঙ্গে,
থানা দিয়া বসিয়াছে সুবরণ দ্বারে।
দাও তবে ধনুর্ব্বান দেখাইব তারে।

বলি পরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ বলবান—
সঘন-নিশ্বাস ছাড়ি, ভ্রূভাগ কুঞ্চিত করি,
ভীম দৃষ্টি নিক্ষেপিলা নীলাম্বর পানে—
কুম্ভ-চক্র-সম-নেত্র ঘূরিল সঘনে।

ভয়ে কুম্ভোদর—মহা ভীষণ রাক্ষস
কহিলা বিনীত স্বরে, যেরূপে দূষণ মরে,
খরসহ, রক্ষ চমূ পঞ্চবটী বনে,
কি হেতু বিবাদে নর, রাক্ষসের সনে,

কি হেতু রাঘব জায়া হরি রক্ষ নাথ
রেখেছে অশোক বনে, লক্ষ্মণের খর বানে,

শূর্পনখা—নাসা, কর্ণ—ছেদন কারণ
আদ্যন্ত সমস্ত বলী,—করি বিজ্ঞাপন—;

দাড়াইলা কর যোড়ি ; নেত্রাম্বু ঝরিল—
বহিয়া কপোল তল, ভীম গণ্ড বক্ষঃস্থল,
সুসিক্ত করিল বীর-অঙ্গ আভরণ
গিরিদেহে পড়ে যথা জলদ জীবন।

কলঙ্ক বারতা শুনি সজল-নয়নে,
প্রলম্ফে উঠিলা শূর, কাঁপিল রাক্ষস-পুর
পদ যুগ ভরে ;—বেগে বহিল নিশ্বাস।
প্রহারকে হেরি যথা বহে অহিশ্বাষ।

কহিলা সমর দক্ষ কুম্ভকর্ণ বলী ;—
"হা ধিক্ লঙ্কেশ তব, সৌর্য্য বীর্য্য স্থ-বৈভব,
ধিক্ লঙ্কা পতি নামে নৈকষ প্রধান—
থাকিতে জীবন হায় হেন অবমান—

সহিছ কেমনে তুমি? রেখেছ জীবন ?
না বধি সে ক্ষুদ্র নরে, এখনও রয়েছ ঘরে,
নাশিছ সমরে প্রেরি বংশধরগণ
প্রতিহিংসা তব কিহে রমণী হরণ ?

জগত নৃপতিগণে দমি ভুজ বলে,
পৃথ্বী জন পদ রূপে, শাসিছ বিপুল দাপে,
শূর-কুল-পতি তুমি রাজেন্দ্র রাবণ
প্রতিহিংসা তব কিহে রমণী হরণ ?

তব কুল-মান—দৈত্য মাৎসর্য্য জিনিয়া
সৌর-অংশু বাসী প্রায়, তব গুণ-কীর্ত্তি হায়
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বালে লোক মুখে অনুক্ষণ
প্রতিহিংসা তব কিহে রমণী হরণ ?

রক্ষ রাজ বালা গর্ভে জনম তোমার
রক্ষ রাজ চূড়ামণি, শূর শ্রেষ্ঠ অভিমানি
পরিচয় তার, ভাল করেছ জ্ঞাপন
প্রতিহিংসা, বাহু-বল রমণী হরণ ?

জন্ম তব চন্দ্র বংশে ওহে মহীপাল !
ভেবে দেখ মনে মনে, তব গুণ-কীর্ত্তি গানে
অবিরত,—রত দিবে বিবুধা রতন
প্রতিহিংসা তব কিহে রমণী হরণ ?”

বলিতে বলিতে বলী উন্মাদের প্রায়—
নেত্র দ্বয় ঘূরাইয়া, কুম্ভোদরে সম্বোধিয়া

সুগম্ভীরতর স্বরে ছাড়িলা নিস্বন
"প্রতি হিংসা তব কিহে রমণী হরণ ?"

সাজরে সমর সাজে রক্ষ অক্ষৌহিনী—
পশিব সংগ্রামে এবে, সংহারিব ঘোরাহবে,
অরাতি মণ্ডল কুল-কলঙ্ক ঘুচাব
নৈকষেয় ভুজ-বল রাঘবে দেখাব।

ভীমাজ্ঞা পালিতে রক্ষ বাহিনী সাজিল
বাজিল দুন্দুভি ভেরী, দামামা পটহ তুরী
ঘন ঘন রণ-তূর্য্য নিনাদ হইল,
দন্তী যূথ রণোল্লাসে ভীষণ গর্জ্জিল।

হেন কালে সেথা কেশরী গর্জ্জন শুনি
নিবিড় নগেন্দ্র বনে, কিরাত প্রফুল্ল মনে
বন আন্দোলিয়া যথা ধায় বায়ুগতি।
শস্ত্রপাণি—সঙ্গি-সঙ্গে-ভীষণ মূরতি,—

আইলা লঙ্কেশ শূর অমাত্য বেষ্টিত ;
হইল দুন্দুভি ধ্বনি, পদাতিক ভীমপাণি
দাঁড়াইলা ঋজু হয়ে, নিষ্কোষি কৃপাণ
তরল কিরণে দিশি হইল দীপ্তি মান।

অগ্রসরি রাজ-পদে নমিয়া অনুজ—
দাঁড়াইলা আহা মরি, তুহিন আবৃত গিরি,
ঊষার ললাট দেশ ভেদিয়া যেমন
বন্দে পঙ্কজিনী-পতি-তপন-চরণ।

বাহু পসারিয়া স্নেহে, রাজেন্দ্র রাবণ
ধরিলা-অনুজে ভুজে,— জড়াইয়া ভীমভুজে
আলিঙ্গন দিলা দোঁহে, ভূধর যেমন।
অন্য কোন গিরি-দেহে হইল পতন।

দাঁড়াইলা এবে হায় মলিন বদন ;
মন-খেদে পরস্পর, না করি কোন উত্তর
রহিলা স্তম্ভিত ভাবে, কিছুকাল পরে
রাবণ কহিলা ; খেদ-সুগম্ভীর স্বরে,

না স্ফুরিতে বাক্য তার "কি শুনিব হায় !—
আমি বুঝেছি সকল, কর্ব্বুরেন্দ্র ভুজ বল"
অধর কম্পিত স্বরে কুম্ভকর্ণ কহিল
গিরি গহ্বরেতে যেন সিংহ নিনাদিল।

কি শুনিনু ? লঙ্কানাথ থাকিতে জীবন
থাকিতে বিপুল ভুজ, যাহার প্রতাপে কুজ,

রাহু, কেতু, শনৈশ্চর, গ্রহগণ পতি—
দ্বাদশ মূরতি ধর কাঁপে বৃহস্পতি!

যেবিপুল ভুজ-দণ্ড, হেরি দণ্ড-ধর
ভীম-দণ্ড ফেলি দূরে, সমরে আতঙ্ক ভরে,
পলায় মৃগেন্দ্র ভয়ে কুরঙ্গিনী প্রায়,
দিবে দেবরাজ কাঁপে, যাহার শঙ্কায়।

থাকিতে সে ভুজ যুগ, থাকিতে জীবন,
বহিতে বিশাল বক্ষে, ধমনী হৃদয়ে কক্ষে,
শোণিত ভীষণ স্রোত, থাকিতে জীবন,
হে লঙ্কেশ এ শ্রবণে করিনু শ্রবণ,—

নর করে নাসা হীনা ভগিনী রতন—
সহোদরা শূর্পণখা, হেন অবমান-শিখা,
হৃদয়ে কি রক্ষোত্তম, যায় হে ধারণ—
দেহ অনুমতি দাসে নৈকষা রতন।

বিনাশিব, শত্রু এবে পশিয়া সংগ্রামে
ভীম পদাঘাতে তুণ্ড, সহ মর্দ্দি শত্রু মুণ্ড,
উড়াইব, বায়ু অস্ত্রে রজ রাশা হেন,
নতুবা, এ শেষ দেখা, শেষ আলিঙ্গন।

বলি দাঁড়াইলা বন্দী, প্রকম্পিত পদে।
স্ফুরিত নাসিকা রন্ধ্রে; নিশ্বাস বহিল মন্দ্রে,
প্রস্থত হৃদয়, রোষে হইল কম্পিত,
ঘাতকে নেহারি যথা ফণী হয় স্ফীত।

অনুজোত্তেজিত বাক্যে, সানন্দে রাবণ—
আনি মন্দাকিনী জল, গন্ধ মাল্য পুষ্পদল,
বসাই অনুজে চারু সিংহাসনোপরি,
ঢালিলা মস্তকে বীর, হেম কুম্ভ ধরি।

পুষ্প মাল্যে সাজাইয়া অনুজে, রাজেন্দ্র!
মহা অভিষেক করি, সেনাপতি পদে বরি,
সাজিতে সৈনিক বৃন্দে ঘোষণা করিল,
স্বকরে লঙ্কেশ, প্রিয়ানুজে সাজাইল।

পরিলা বীরেন্দ্র ভীম বক্ষে, সন্নহন,—
অভয় রচিত নানা, কারুকার্য্যে সুশোভনা
সৌর করে প্রভান্বিত নীরদ যেমন,
শত্রু-প্রহরণ পক্ষে বিকট সমন।

কটিবন্ধে ভীম কটি—আঁটি বীরবর
ঝুলাইলা কোষে অসি, হায় রে উজলি দিশি

গুরু উরু স্পর্শিয়া, খর অস্ত্র শোভিল ;—
কপর্দ্দী-কটিতে যেন কঞ্চুকী ঝুলিল।

শিরস্ত্রাণে, শির আঁটি, রক্ষ চূড়ামণি,
কুম্ভকর্ণ শিরদেশে, যতনে রসানে ক(হি)সে,
স্বর্ণ মুকুট দিলা—হীরা বিমণ্ডিত
কাদম্বিনী শিরে যেন শোভিল তড়িত !

নিষঙ্গের সঙ্গে, পৃষ্ঠে দোলিল কার্ম্মুক,
নির্ম্মোক ত্যজিতে যেন, ফণীন্দ্র দোলিছে ঘন
উমেশ ধূমল জটাজুটে জড়াইয়া—
প্রশ্বাস ছাড়িয়া বেগে—ফণা সঙ্কোচিয়া

সাজাই অনুজে (হর্ষে) রাজেন্দ্র রাবণ
বীরেশে সম্ভাষি সুখে, স্নেহ বিকশিস মুখে
"যাও অরিন্দম, দমি অরাতি মণ্ডল—
প্রচার এ ভূমণ্ডলে তব বাহু-বল ;"

কেশরী গর্জ্জ-স্বনে রক্ষরাজ কহিল,—
হেন কালে রণতূরী, ধ্বনিতে ব্রাহ্মাণ্ড পূরি,
প্রমত্ত সৈনিক স্বন উঠিল গগন—
শত বজ্র রোষে যেন করিল গর্জ্জন।

সে হ্লাদ শ্রবণে কুম্ভকর্ণ মহাশূর,—
নমিলা অগ্রজ পদে, মাতিয়া সমর-মদে,
ছাড়ি হুহুঙ্কার নাদ ; করীপদে ধা(ই)ল,
ত্রিপুরে বধিতে যেন ত্রিশূলী চলিল।

অতিক্রম করি, পুর-প্রাচীর শূরেশ !
প্রলম্ফে উঠিলা রথে, রথ-ধূর শূন্য পথে,—
থর-থর-থর থরে, ঘন বেগে কাঁপিল ;
রক্ষ-কুল-বালা মিলি মঙ্গল গায়িল।

ধন্য হে ! রক্ষেন্দ্র তব সমর উল্লাস ?
যে কাল তরঙ্গ স্রোতে, শত অক্ষৌহিণী সাতে
অসংখ্য ঔরষ-শূ ত্যজিল জীবন,
সানন্দে অনুজে তাহে করিছ ক্ষেপণ।

চক্ষুর নিমিষে, রথ চলিল ঘর্ঘরি—
লৌহ বিনির্ম্মিত চক্র, শূর ভরে আধ বক্র,—
হইয়া, করিল বেগে অগ্নি উদ্গীরণ,
হেষিল শতাঙ্গ-অশ্ব হ(ই)য়ে বিবরণ।

অসংখ্য-শূর-স্যন্দন ছুটিল পশ্চাতে,
অশ্বারোহী অগণন, শূলপাণি আধোরণ,

চলিল পশ্চাৎ—মরি বিদ্যুৎ যেমন,—
সর্ব্ব অগ্রে ধ্বজবাহ করিল গমন।

সাংগ্রামিক তূর্য্য, ভেরী দামা যন্ত্রাবলী
বাজিল গম্ভীর রোলে; যন্ত্র-তালে, মৃদু বোলে—
যন্ত্রিদল-পদে ঘন নূপুর বাজিল।
সৈন্য-কোলাহলে দিবে দেবেন্দ্র কাঁপিল।

মুহূর্ত্তে সমর ক্ষেত্রে হ'য়ে উপনীত
বীর বৃন্দ সমস্বরে, নিনাদিলা একেবারে
"জয় লঙ্কা-পতি জয় ত্রিদশ পূজিত"
ধনুঃর্জ্যা নির্ঘোষে মিশি উঠিল তরিত—

সে শব্দ গগন মার্গে। কাঁপিল সে রবে
বৈজয়ন্তে সুর-বল, নভোচর জীবদল
অতল জলধি-জলে, জলচরগণ
বনে বন হস্তীগণ গর্জ্জিল ভীষণ।

গত বাণাভিজ্ঞ মাংসাহারী খগ কূল—
শকুনী গৃধিনীগণ, বিকীর্ণি গগনাঙ্গন
আইল প্রফুল্ল মনে শোণিত আশায়
ব্যোম দেশ নিশ্বাসিল পক্ষ-শাট বায়।

শৃগালীনী, দ্বীপী, শুণী, শবমাংসাহারি
ক্ষুদ্র হিংস্র জন্তু রঙ্গে, পিশাচ পিশাচীসঙ্গে
বিশাল-রণ-ক্ষেত্র প্রান্তভাগে গর্জ্জিল।
চমকি শিবিরে, মিত্রে রাঘব কহিল,—

"হে মিত্রেন্দ্র রক্ষশূর ! দেখ নিরখিয়া—
ভীষণ সমরাঙ্গন ? করি ধনুর্জ্যা নিস্বন
পশিছে গম্ভীর স্বরে রক্ষ রাজ চমূ
সাঁজোয়া স্পর্শিয়া যেন বিচরিছে ভানু।

সুবর্ণ মণ্ডিত বর্ম্মে ভৈরব মূরতি—
ওই কোন মহা রথী, স্যন্দন শীর্ষকোজ্জ্বলি
বিদ্যুৎ বেষ্টিত কাল মেঘ প্রায় শোভিছে
জগতের বীর্য্য যেন ঐ অঙ্গে খেলিছে।"

নিরখি সমরাঙ্গন কহে বিভীষণ,—
হে মিত্র শূরেন্দ্র ধীর, ওই কুম্ভকর্ণ বীর,
দ্বিতীয় নৈকষ জগদেক মহাশূর
পরাক্রমে শুম্ভ'পম বিজেতা ত্রি-পুর।

ইন্দ্র-গর্ব্ব-মাত্র ভীম বজ্র প্রহরণ
সুরেন্দ্রং বিজয় রণে, ভীষণ সমরাঙ্গনে

ক্রোধে যবে বজ্রক্ষেপে সুর-কুল-নাথ
ধরিলা প্রলম্ফে বলী প্রসারি বাঁ হাত

হায় রে যেমতি, ক্রীড়াক্ষেত্রে শিশুগণ
দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সম্মুখীন ঋজু হ'য়া,
বর্ত্তুল তাড়িত বেগে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপিয়া
একে ছাড়ে অন্যে লোফে প্রলম্ফ ছাড়িয়া।

কিন্তু হায় রঘুনাথ বিদরে হৃদয়—
হেন বীর আজি রণে, মরিবে তোমার বাণে
অগ্রজের দোষে বলী জাগিয়া অকালে
নতুবা কে বিনাশিত শেষ কঞ্চুকালে।"

এত বলি বিভীষণ রক্ষকুলোজ্জ্বল,—
বিষাদে প্রশ্বাস ছাড়ি, বসিলা কপোল ধরি,
মিত্র-শোকে রঘু-নাথ প্রশোক অন্তরে
কহিলা,—মিত্রেশ! কেন আকুলিতান্তরে—

করিছ বিষাদ আজি অনভিজ্ঞপ্রায়;
বুঝাও আমায় তুমি, ধর্ম্ম-প্রায় জাগি যামি
প্রাক্তন বিভাষে জীবমাত্র লয় হয়
সে বুদ্ধি কি মিত্র তব হইয়াছে লয়?

অথবা ভ্রান্তি তামসী কুমুদ বান্ধবে
জ্যোতির্ম্ময়ি হেরি রোষে, হিংসাতুরা হিংসারসে
(কাল ভুজঙ্গিনী যথা অনন্ত আসন)
রোধিছে মানস মার্গ করিয়া বেষ্টন।

দিবে না উদিতে আলোক আগারে শশী!
প্রচারিতে অংশু রাশী, আলোকিতে কান্তি নিশী
ধ্বান্তবলে কৌমুদী কি হবে হীন বল?
পার্ব্বেনা কৌমুদী! ধ্বান্তে করিতে বিকল?

মৃগেন্দ্র কি মৃগী রণে হইবে বিনাশ?
পার্ব্বেনা নাশিতে তায়, অবশ্য পারিবে হায়—
বিজেতার গতি রোধে হেন সাধ্য কার?
উঠ মহা-মিত্র ত্যজি বিষাদের ভার?

আজ্ঞাদেহ সৈন্য বৃন্দে করিতে সাজন
অরাতি শিবির দ্বারে, দেখ হুহুঙ্কার ছাড়ে
কোন্ শূর শত্রু-নাদে থাকে হে বসিয়া?
মিত্র বাক্যে মহাবলী কহিলা গর্জ্জিয়া;—

পশ কপিবৃন্দ রণে; বীর হনুমান,
অঙ্গদ সমর দক্ষ, নল, নীল বিরূপাক্ষ

সাবধান! কুম্ভকর্ণ আইলা সমরে—
এ বীরে নাশিলে বটে উদ্ধারি সীতারে;

নগ চূড়া করে—ছাড়ি ভীম হুহুঙ্কার,
ধাইল পবন গতি, মহাবলী সুমারুতি
পশ্চাৎ ছুটিল অঙ্গদ মহাবল
নল, নীল আদি যত বানর মণ্ডল।

উত্তরি সমরাঙ্গনে রোধি রথ গতি,
কুম্ভকর্ণে সম্বোধিয়া, বীর গর্ব্বে হুঙ্কারিয়া—
শ্লেষ স্বরে হনুমান কহিল গম্ভীরে;—
হে শূরেশ! তুমি বলী লঙ্কার ভিতরে,

কিন্তু বলী কেন তুমি সংগ্রামের বেশে
এসেছ সমরাঙ্গনে? উচিত কি আমা সনে
করিতে সংগ্রাম তব ওহে বাহুবল?
যবে লঙ্কাপুরে তুমি নিদ্রায় বিহ্বল—

ছিলা স্বর্ণ খট্টা'পরে, উজ্জ্বল অনলে
স্বর্ণ চূড় গৃহাবলী, পোড়ায়ে করিনু ধূলি;
বীরেশ শূরেশ মিত্র এ হেতু অনল!
না দিনু তোমার গৃহে ওহে মহাবল!

সে হইতে মিত্র তুমি আমি মিত্র তব
যাও লঙ্কাপুরে, বলি ! ল’য়ে তব সৈন্যাবলী
নিদ্রাপ্রিয় নিদ্রা যাও মনের উল্লাসে
কে কোথা মিত্রেশ ! মিত্রে সমরে সম্ভাষে,

ষান্মাসিক নিদ্রায় কি পুরে নাই আশা
মহানিদ্রা অন্বেষিতে, এসেছ সৈনিক সাথে,
সাংগ্রামিক অস্ত্র সহ ওহে মহাবল ?
এস তবে এস ত্বরা, বিলম্বে কি ফল !

হনূ বাক্যে কুম্ভকর্ণ প্ররোষ অন্তরে
হুঙ্কারি ভৈরব স্বরে, দাপটে কার্ম্মুক ধ’রে,
না করি উত্তর, ঘন ধনুর্জ্যা টঙ্কারি
নিক্ষেপিলা তীক্ষ্ণ শর হনূমান’পরি।

ছুটিল নিমেষে রথ, রথী অগণন
পদাতিক আধোরণ, অশ্বারোহী সৈন্যগণ ;
ঘুরিয়া তড়িৎ বেগে কৃপাণ হানিছে,
পলকে পলকে কপি সৈনিক পড়িছে।

রক্ষ চমূঃ পৃষ্ঠে ঘন গম্ভীর নির্ঘোষে,
দামা, তূরী, রণ-ভেরী, বাজিছে গগন যুড়ি

উঠিছে সে ধ্বনি অশ্ব হ্রেষারব সঙ্গে
কপিগণ তূর্য্যনাদে তাণ্ডবিয়া রঙ্গে

ভাঙ্গিছে রথের ধ্বজ প্রলম্ফ ছাড়িয়া ;
নখে সারথির মুণ্ড, ছিঁড়িয়া করিছে খণ্ড ;
নাশিছে নিষাদী, সাদী পদাঘাত হানি ;
পড়িল অগণ্য রক্ষ ভঞ্জিয়া বাহিনী।

পলাইল প্রাণ ভয়ে রক্ষ অনিকিনী
যথা ব্যোম মার্গে শ্যেনী, হেরি করি কলধ্বনি
ধায় ক্ষুদ্র পক্ষীগণ আতঙ্কে আকুল ;—
ছুটিল রাক্ষস সৈন্য বিষাদে ব্যাকুল।

তা দেখি নিমেষে, ধনু ফেলি গদা করে—
ছুটিল বিদ্যুৎ গতি, কুম্ভকর্ণ মহারথী
ত্যজি রথ মহালম্ফে সিংহনাদ করি,—
পুনঃ রক্ষ অনিকিনী আইল হুঙ্কারি।

ঘুরায়ে ভীষণ গদা ঘুর্ণি বায়ু প্রায়—
ঘাতিল বানর শিরে, অমনি পড়িল ঘুরে—
রঘুরাজ বল-দল হায় রে যেমন,—
বৃষ্টি ধারা সঙ্গে শিলা হইল পতন।

ভগ্নোদ্যম কপি-দল হইল সহসা—
হেরি অনুজের সঙ্গে, ধনুর্জ্যা টঙ্কারি রঙ্গে,
পশিলা সমর ক্ষেত্রে রঘু-কুল-মণি
আকর্ণ টানিয়া ছিলা ছাড়িলা তথন—

মুহূর্ত্তে সহস্র শর,—ছুটিল ত্বরিত—
আলোকে উজ্বলি শূন্য; সে ঘাতে রাক্ষস সৈন্য
(নিরস পত্রিকা যথা মৃদুল হিল্লোলে)
হ'য়ে শত খণ্ড ভিন্ন পড়িল ভূতলে।

ত্যজি গদা পুনঃ রথে উঠি মহাবলী
নিকষা নন্দন হরি, ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ি,
টঙ্কারিলা ভীম ধনু;—শিঞ্জিনী কর্ষিয়া
তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিলা রাঘবে লক্ষিয়া।

অংশুমালী—অংশুস্পর্শে শাণিত বিশিখ
অনলের শিখা প্রায়, ছুটিছে; ত্বরিত—হায়
অর্দ্ধ পথে রাম-শরে হয়ে দ্বিখণ্ডিত
নক্ষত্র সদৃশ বেগে পড়িল ভূমিত।

লক্ষ্মণ বীরেন্দ্র শূর মহাধনু ধরি—
অপূর্ব্ব প্রথায় শর, ক্ষেপিছে দ্বিষিত পর

খর শর সৌরকরে হয়ে প্রজ্জ্বলিত,
ছুটিছে খমুখে বেগে যেমন তড়িৎ—

লক্ষ লক্ষ শর স্বস্ব লক্ষ্য লক্ষ্য করি
অম্বর প্রদেশে হায়, ছুটিছে বিদ্যুৎ প্রায়
পড়িছে বিপক্ষ বক্ষে ভীষণ আঘাতে
করকা নিপরে যথা ভূধর অঙ্গেতে।

সহসা প্রবল বায়ু বহিলে যেমন,
আন্দোলিত হ(ই)য়ে পাশী, বিস্তারি তরঙ্গরাশী
অতর্কিত নাবিকের পোত ভগ্নকরি
প্লাবনে ভাসায় নর ভীম মূর্ত্তি ধরি ;—

তেমতি বিশাল লোহ তরঙ্গিণী মাঝে
ভাসে রক্ষ অনিকিনী, শকুনী গৃধিনী শ্যেনী
উঠি, পড়ি, শবোপরে ভীম চঞ্চু ঘায়।
উপাড়ি মেদের রাশী মহানন্দে খায়।

পিশাচ, পিশাচী সঙ্গে, অট্ট অট্ট হাসি
দুই করে ফেল ধরি, পানিছে উদর পুরি
নাচিছে কৌতুকে ঘন অঙ্গ ভঙ্গ করি
মুহূর্ত্তে সংগ্রাম ক্ষেত্র হ'ল ভয়ঙ্করী।

বিদ্যুদ্দাম বেগে ঘুরে কুম্ভকর্ণ রথ
সমর প্রাঙ্গণ যুড়ি, চতুর্দ্দিকে ঘুরি-ঘুরি
ক্ষেপিছে নৈকষ অগ্নি ময় তীক্ষ্ণ শর—
সে ভীম আঘাতে, রাম, হইয়া জর্জ্জর,

কাল তেজ বিনির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ শায়ক
বিচিত্র আয়ুধাসনে, যুজিয়া, ভীষণ স্বনে
দিলা ছাড়ি শত্রু বক্ষ লক্ষ্য করি রোষে
ছুটিল ভৈরব বান গভীর নির্ঘোষে

উগারি কালাগ্নি শিখা, অম্বর প্রদেশে—
ঘুরি লক্ষি লক্ষ্য স্থান, করিয়া বিকটস্থান
ভূধর কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ করিল
সে ঘাতে রাবণানুজ কাঁপিতে লাগিল,

যথা দৈত্য বিনাশিনী, চণ্ডী-শূলাঘাতে
দনুজেন্দ্র মহীপতি, শুম্ভ তড়িল্লতা গতি,
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তকাল ভ্রমি ব্যোম দেশ
পড়িলা সমর ক্ষেত্রে মৃত কল্পশেষ,

পড়িল রাক্ষস শূর—হায়রে তেমতি,—
সুবর্ণ সতাঙ্গ হ'তে, বসুধা কাপিল ঘাতে,—

থর থরে। নেত্র মুদি ছাড়িলা নিশ্বাস
লঙ্কা-গর্ব্ব-সৌর-চির রাহু কৈল গ্রাস।

প্রধূর্ত্ত বায়স বধি বজ্র নখী শ্যেন—
উড়ে যবে ব্যোম মুখে, নখা ক্লিষ্ট কাকে দেখে
উচ্চে বলী ভুকাবলী কল্ কল্ রবে—
কাঁদে যথা ভগ্ন স্বরে—কাঁদিল ভৈরবে।—

অবশিষ্ট সৈন্য বৃন্দ শূরেন্দ্রের শোকে,
চলিল কনক পুরি, অজয় পতাকা ধরি,
তরঙ্গে ডুবিলে নৌকা নাবিক যেমন
যায় ঘরে কাঁদি কাঁদি মুচিয়া নয়ন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অস্তাচল।

যোদ্ধৃ সভাগারে, এবে বসিয়া রাবণ,
চতুর্দ্দিকে বীর বূ্যহ ভীম অস্ত্র পাণি
বসিয়াছে নত ভাবে, হায় রে যেমতি—
নগেন্দ্র শিখরে ঘেরি শাল দ্রুমগণ।

বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন রাক্ষসের পতি !
সে বিষাদে নিরানন্দ বীরাবলি এবে,—
ত্রিদিবে ত্রিদিব-পতি, আখণ্ডল যথা
ভীম বজ্রপাণি শূর, সুর দল সহ
(সুর সভাগারে) বিত্রাসুর-রণে হায়—
হ'য়ে অবমান। কতক্ষণে রক্ষোরাজ
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা গম্ভীরে ;—
"হে রথিক পতি ব্রজ বল হে আমায়
কেমনে রাঘবে দমি এভুজ প্রতাপ
প্রকাশি এ ভূমণ্ডলে কলঙ্ক ভুঞ্জায়ে ?"
উত্তরিলা বীর-আবলী, হায় রে মরি
অসংখ্য মৃগেন্দ্র যেন ভূধর গহ্বরে—
দম্ভোলি নিনাদ শুনি গর্জ্জিল ভীষণ !
হে রাজেন্দ্র শির-রত্ন রক্ষ-কুল-মণি !
তোমার প্রতাপে কাঁপে চরাচর জীবী
বৈজয়ন্তে সচি পতি, পাতালে বাসুকি,
ভীষণ অনন্ত ফণা সঙ্কোচি বিষাদে,
কিন্তু এ কলঙ্ক, মহাবলী, তব ভালে
বিধির(ই) লিখন। নতুবা কি রক্ষেন্দ্র !—
সুরাসুর যক্ষ জয়ী, রক্ষ-কুল-ধর

অসংখ্য শূরেশ মরে মানবের করে ?
দেহ আজ্ঞা আমা-সবে মণ্ডলিকে ঘেরি,
(কিরাতের দল বধে মৃগরাজে যথা)
অসংখ্য বিশিকাঘাতে বধি রঘুবরে ?"
এইরূপে বীর ব্রজ উচ্ছ্বাসে লঙ্কায়,
হেনকালে ঘোর রোদন নিনাদ ধ্বনি
উঠিল গগণে। চমকিলা রক্ষ নাথ
হৈম সিংহাসনে—আতঙ্কে, কুঞ্জরিনী যথা
শুনি দূর গিরি-বনে শার্দ্দূল নিনাদ।
কতক্ষণে ভগ্ন দূত প্রবেশি সভায়
নৃপে নমি কর যোড়ি কহিলা কাঁদিয়া ;—
"হে নৈকেষ কুল-ইন্দ্র ! নিকষা নন্দন
শূর গিছে অস্তাচলে" লৌহ পিণ্ড গলে
যথা প্রচণ্ড অনলে ; দাহিল রাবণ—
হৃদি ভ্রাতৃ শোক দাহে। শত পুত্র বধে,
যার নয়নের কোণে, না ঝরিল অশ্রু,—
সে শূরেন্দ্রে নেত্র-জলে, হইল প্লাবিত।
হাহাকার রবে সম্ভাষি ভগন দূতে
কহিলা রাবণ,—রে দূতেশ বিড়ালাক্ষ
জাগ্রতে কি আমি দেখিনু স্বপনাবেশে,

ত্রিপুর দাহনে দহিল ত্রিপুরাস্থর
সম্মুখ সংগ্রামে ? পক্ষীন্দ্র গরুড় কি রে
ত্যজিল জীবন দূত ! পন্নগ দংশনে ?—
একি সপ্ন নয় ? নিশ্চয়ই রাবণের
সহোদর-শশী গ্রাসিয়াছে দ্বিতীয়ায়
রাহু দুর্ব্বিনীত ? হায় ভ্রাত ! হা শূরেন্দ্র !
কুম্ভকর্ণ বলী কোথা গেলা ছাড়ি মোরে ?
হা নৈকেষ কুল চূড়া ! নগেন্দ্র কন্দর—
ছাড়িয়া তমাল বনে বিচরে কি হরি ?
হা ভ্রাতেশ ! ভ্রাতৃ মণি ! ফণী-শির-মণি
রতনে কি অযতনে নিক্ষেপি ধূলায়—
চলি যায় কাল ফণী তিমির গহ্বরে ?
ত্রিশূলী-স্থভাল-শশী চন্দ্র চূড়ে ছাড়ি—
বাসনা করে বাস চির রাহু গ্রাস ?
হে রাবণ-বাহুবল-বীরেন্দ্র কেশরী !
বাহুবলে ঘাতিতে না পারি অরি লজ্জা
পরবশে হায় ত্যজিছ জীবন রত্ন—
অতুল জগতে ? উঠ বলী ভীম বাহু—!
মিলিয়া দু ভাই ভীষণ সমরক্ষেত্রে
নরপালে ঘাতি ধৌত করি ভুজ পঙ্ক

নর-রক্ত স্রোতে ?” এইরূপে বিলাপিয়া
রক্ষ-কুল-নিধি সৈন্যগণে সম্ভাষিয়া
কহিলা গম্ভীরে ;—“সাজহে বীরেন্দ্র ব্যূহ ;
আজি কাল রণে সংহারিয়া দ্বিষিদল
ভ্রাতৃ শোক নীরে ভাসাইব শত্রুকুল ;
কুটি খণ্ড করি বাণে শত্রু মেদ রাশী
উড়াব গগণ মার্গে, মাংসাহারি খগ
কুল, ভুঞ্জিবে হরষে, ব্যোম পথে পাতি
চক্ষু মাংস পিণ্ড রাশী। হে রথীকবৃন্দ
অক্ষম যদ্যপি, মন-কল্পনা তোষিতে
অতল জলধি জলে নিশ্চয় পশিব,—
অন্বেষিব হৃদোজ্জ্বল ভ্রাতৃরত্ন কোথা ?”
একে কুম্ভকর্ণ শোকে সেনানী আকুল
তাহে রাজ রণাদেশ ভীষণ কল্পনা—
পালিতে উন্মাদপ্রায় ছাড়িলা নিস্বন ;
গর্জ্জিল কুঞ্জর-আবলি ;—হেষিল অশ্ব,
লৌহস্তরাবৃত খুরে, স্বর্ণ লঙ্কা ঘাতি ;—
সে শব্দে মিলিয়া,—ভীম রণ তূর্য্য ধ্বনি—
উঠিল গগণ মার্গে—ভৈরব আরবে।
প্রেমিলা মন্দিরে বসি বীরেন্দ্র কেশরী

মেঘনাদ, তোষিছে কৌতুকে ললনা মন
প্রেম আলাপনে, অকস্মাৎ চমকিল—
সে ঘোর আরাবে শূর-ইন্দ্র শক্রজিৎ ;
পক্ষীন্দ্র পক্ষ নিস্বনে, যথা কাল ফণী
আতঙ্কে আনত ফণা ঈষদূর্দ্ধ করি—
ধায় বায়ু গতি ;—চলিলা বীরেন্দ্র, যোদ্ধৃ
সভাগার মুখে। উত্তরি সভা মন্দিরে
দেখিলা বীরেশ।—ক্ষোভ স্রোতস্বতীজলে
বসিয়া জনক—চারি দিকে জলচর
নক্র, হস্তী রূপে ভাসিছে রথীন্দ্র দল—
শোকাশ্রু প্লাবনে ; প্রলয় মন্থন অন্তে
রমা-শোকে যাদোপতি করিছে ক্রন্দন।
জনকে প্রণাম করি মেঘনাদ শূর
বিষাদে কহিলা বলী জনকের পদে,—
হে রাজেন্দ্র রক্ষ-রত্ন এ আচার কভু—
সাজে কি তোমারে, তুমি শূর-কুলেশ্বর
সুর-কুলপতি ইন্দ্র তব পদানত।
আমি ইন্দ্রজিৎ থাকিতে নন্দন তব,
নিরানন্দ তুমি? এ কলঙ্ক-নীরে কেন
ভাসাও অধীনে? হে নরেন্দ্র আজ্ঞা দাও,

এ তব কিঙ্কর এখনই মুহূর্ত্ত রণে.
বিনাশিবে শত্রু-দল্ ; তীক্ষ্ণ শরজালে •
দুই বার আমি বধিনু রাঘবে সসৈন্যে
হে নরেন্দ্র বাঁচিল মানব মায়া বলে
এবার বধিয়া শব আনি দিব পদে।—
করিব উজ্জ্বল-তব বদনমণ্ডল—
লইবে কি বাক্য মোর ? যদ্যপি লইবে—
ডুবাব্ এ ভুমণ্ডল প্রলয়ের জলে—
ডুবাব ত্রিদিব ;—নরে অতল সলিলে।
ইন্দ্রজেতা-তেজ বাক্যে তেজস্বী রাবণ
হৃদে, রণ কল্লোলিনী ঘনতর বেগে ঘন
উঠিল নাচিয়া ; কহিলা লঙ্কেশ;—
হে পুত্রেন্দ্র শক্রজিৎ বীর চূড়ামণি !
যে কাল তরঙ্গ স্রোতে ভাসিল সসৈন্যে
কুম্ভকর্ণ বলী—ভাই মম প্রাণাধিক !
ভীষণ অশনী ঘাতে ঘাতি বক্ষস্থল—
প্রাণ প্রিয়তম পুত্র বীরবাহু বলী,
অতিকায়, অকম্পন, ত্রিশিরা সুবাহু,—
কেমনে ভাসাই তোরে সে কাল সলিলে ?
হায় পুত্র মেঘনাদ, বীরকুলমণি।

উচ্ছৃঙ্খল ঝঞ্ঝাবাতে অম্বুনিধি যবে,
উত্তুঙ্গ তরঙ্গে ঘাতি তরঙ্গ মালায়—
ঘন গরজে ভীষণ কোন্ ধনবান
ধন পরিপূর্ণ পোত ভাসায় তখন
সেই ভীম পারাবারে? তবে বল? ওহে
বৎস! করগে সংগ্রাম যাও অস্তাচলে
আশু রক্ষ-কুল-রবি। তুমি মোর বংশধর
বংশোজ্জ্বল শশি—হৃদি-সর-রুহ-রবি—
গগন রতন রবি দিনমণি যথা—
উত্তরিলা বীরগর্ব্বে মেঘনাদ ধীর ;—
"হে তাত রাক্ষস চূড়া বীরেন্দ্র কেশরি!
মহীপতি ইন্দ্র! অসংখ্য বারণ-ঘাতি
মৃগেন্দ্র নিরখি আতঙ্কে নিবাসে কভু
বসে কি কিরাত? হরিষে নাশিতে বরং
করে বহু ক্রম। দাও অনুমতি দাসে
নিশ্চয় নাশিব রিপু ও পদ প্রসাদে"
"না বীরেন্দ্র" কহিলা লঙ্কেশ মৃদুস্বরে—
"দিব না তোমায়, আমি করিতে সংগ্রাম
তুমি এবে পুত্র মাত্র রাবণ ভরসা
নৈকষ কুলের গর্ব্ব মম বংশধর—

থাক লঙ্কাপুরে তুমি পশিয়া সংগ্রামে
ভ্রাতিঘাতি শূরে আমি দমি ভুজবলে।"
পিতৃপদে নমি পুন কহে মেঘনাদ
হে তাত নৃপেন্দ্র শূর আমা বিদ্যমানে
তব সাজে কি সমর ? কোন মহীপতি
সেনাপতি বিদ্যমানে প্রবেশে সমরে ?
শক্রজেতাধিক তেজা ধরে কি মানব ?
হে নরেন্দ্র দেহ অনুমতি এ কিঙ্করে
অবশ্য নাশিব রিপু তোমার আশিসে
"নিতান্তই রণে তুমি যাবে ইন্দ্রজিৎ !
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করি প্রবেশ সংগ্রামে—
মদ্দি শক্রে নিরাপদে প্রবেশি লঙ্কায়
বিপুল যশ ভূষণে সাজাও তাহারে ?"
এত বলি মহানন্দে নিশাচরপতি
বরিলা নন্দনে, শূর, সৈন্যাধ্যক্ষ পদে
গঙ্গোদকে পবিত্রিয়া অভিষেক করি,
মত্ত রক্ষ কুল-রথী গম্ভীরে নাদিল—
"জয় লঙ্কাপতি জয়" উঠিল গগণে—
মিলি রণ বাদ্য সহ। নমি পিতৃপদে,
জননীর পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা

প্রবেশিল মহানন্দে মেঘনাদ শূর।
হেথা মিত্র রক্ষসহ রঘুকুলমণি
আনন্দে জলধিকুলে, ভ্রমেন বেলায়—
বেলা অবসানে, দেখিয়া নৃমণি রাম,—
বিচিত্র গগণ-পটে, বার্দ্ধক্য বিভায়—
শোভিছেন দিননাথ অস্তাচল চূড়ে
প্রতপ্ত কাঞ্চন যেন, সে কান্তি ভীষণ।
হেনকালে রাঘবের শ্রুতি যুগমূলে
পশিল রাক্ষস-ধ্বনি ;—চকিতে সম্ভাষি
মিত্র বরে, রাঘব কহিলা ; "হে মিত্রেশ !
এই মাত্র লঙ্কাপুরি (পতিশোকে নারী
যথা আলুলিত কেশ) কাঁদিলা ভৈরবে—
রক্ষকুল মহাবল,—কুম্ভকর্ণ শোকে—
ওই এবে শুনি কেন মত্ত বীরদাপ ?"
মিত্রবাক্যে নতশিরে চিন্তি ক্ষণকাল,
বিষাদ কম্পিত স্বরে, ছাড়িয়া নিশ্বাস
কহিলা মিত্রে সম্ভাষি—বিভীষণ বলী।—
হে কাকোস্থ বংশোজ্জ্বল মিত্র চূড়ামণি !—
ভ্রাতৃ শোকাতুর কর্ব্বূরেন্দ্র মহীপাল,—
সেনাপতি পদে বরি মেঘনাদ শূরে—

দমিতে অরাতি দলে করেছে আদেশ ;—
সাজিছে কুমার-সৈন্য মত্ত বীর দাপে
তেঁই লঙ্কা সেনা রবে গরজিছে ঘন।"
এত বলি বিভীষণ মত্ত করী-গতি—
চলিলা মিত্রেন্দ্র সহ শিবিরে ত্বরিত ;—
উত্তরি শিবিরে তবে বিভীষণ শূর—
বসিলা আনত তুণ্ডে মুণ্ডে কর হানি
সিন্ধুকুল (উপল খণ্ডোপম) সৈকত
আসনে-ম্রিয়মান। ঝর ঝর ঝরিল
নয়ন যুগ পদ্ম পর্ণস্থিত সলিল
যেমতি আহাঃ—প্রভঞ্জন বলে হ'য়ে
আকুলিত। চিন্তাকুল চিত্তে চিন্তা করি
ক্ষণকাল, হর্ষোৎফুল্ল মুখে মিত্রে
সম্ভাষি কহিলা শঙ্কাতুর। হে মিত্রেশ!
কি চিন্তা তোমার? বলী শুন মন দিয়া,—
যবে মেঘনাদ শূর সুরেন্দ্র বিজেতা
হৈম লঙ্কা মাঝে (বিকট ভীষণ স্থানে)—
নির্ম্মাণি অপূর্ব্ব হোম ক্ষেত্র, নিকুম্ভিলা
যজ্ঞ বলী করে সমাপন ; ছিনু মাত্র
সঙ্গে আমি তার ; হে নরেন্দ্র মহাবলি—

নানাবিধ উপহারে পূজি ইষ্টদেবে
যথা বিধি, মুদিত নয়নে পড়ি মন্ত্র ;
পরিশেষে শেষাহুতি উজ্জ্বল পাবকে
নিক্ষেপিলা মহানন্দে ; হবির স্পর্শে অগ্নি
উঠিল অনল শিখা দ্বিগুণ জ্বলিয়া।
শূরেন্দ্র সুকৃতি ফলে অনতি বিলম্বে
আবির্ভাবি শূরে বর দিলা সর্ব্ব ভুক,—
নীরদ গম্ভীর স্বরে কহিলা কৃশানু,—
ধন্য তুই রক্ষ কুলে শূরেন্দ্র কেশরী
মেঘনাদ ;—যে দিবস নিকুম্ভিলা যজ্ঞে
তুষ্টি মোরে, পশিবি ভীষণ রণে—তুই
পারিবি থাকিতে রিপু-চক্ষু অগোচর
মেঘ অন্তরালে ব্যোম মার্গে পক্ষী, কিম্বা
অভ্ররাজী যথা ;—নারিবে স্পর্শিতে তোরে
শত্রু খর শর ; পারিবি দমিতে তুই
আমার প্রসাদে, ত্রিলোকের শূর কুলে
মুহূর্ত্ত সংগ্রামে ; কিন্তু বলী যে ভাঙ্গিবে
তব যজ্ঞ, পশি যজ্ঞাগারে, মহাশূর !—
মরিবি তাহার করে তুই, মেঘনাদ !”
এত বলি বিভা বসু হ(ই)লা অন্তর্দ্ধান।

দেহ আজ্ঞা রঘু মণি সৌমিত্রি লক্ষ্মণ
সহ পশি যজ্ঞাগারে—ভাঙ্গি যজ্ঞ আশু
নাশি দম্ভি মেঘ নাদে ? ওই দেখ, বলী,
উঠিছে বীরেন্দ্র-যজ্ঞ-ধূম শুন্য মুখে
এখন 'ই' আহুতি দানে, তোষি ইষ্ট দেবে
পশিবে সংগ্রামে শূর ;—দেহ আজ্ঞা ত্বরা
নতুবা শূরেন্দ্র-শরে, হইব বিনষ্ট।"
উত্তরিলা রঘুনাথ,—"হে মিত্র শেখর !
যে মৃগেন্দ্র রূপ হেরি সুরেন্দ্র বাসব
আতঙ্কে দম্ভোলি ফেলি ধায় বায়ুগতি ;
কেমনে কিশোর ভ্রাতৃ রতনে আমার
সমর্পিব তার করে—করিতে ভক্ষণ ?"
অগ্রজের বাক্যে রুষি সুমিত্রা নন্দন,
অস্ফালি যুগল—কোদণ্ড টঙ্কারি—
নীরদ নিন্দিত স্বরে কহিলা গম্ভীরে ;
হে নৃপেন্দ্র রঘুনাথ—সাজে কি তোমারে
(তুমি ক্ষত্র কুল মণি, বীরেন্দ্র কেশরী)
হেন কাপুরুষ ভাষ ? জনম আমার
সূর্য্য বংশে হে নরেশ !—তোমার অনুজ—
ডরে কি সমর-ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র রক্ষ যোধ—

মেঘনাদে ? দেহ অনুমতি চির-দাসে—
এ তব কিঙ্কর এখন(ই) বধিয়া রিপু,
পূজিবে চরণযুগ বিজয়.উল্লাসে।
অনুজের, তেজ বাক্য, শ্রবণি নৃপেন্দ্র—
ঈষৎ লজ্জিত স্বরে, সুমিত্রে সম্ভাষি—
কহিলা মৃদুল স্বরে, নিতান্ত মধুর,—
" যাও মিত্রে শত্রু ঘাতি আসিও ত্বরিত,
কিশোর লক্ষ্মণে, আমি সমর্পিনু তোমা—
প্রাণাধিক!"—আজ্ঞা পেয়ে বীর দ্বয়, নৃপে
নমস্কারি, চলিলা বিদ্যুৎ-গতি, লঙ্কা-
অভিমুখে, কতক্ষণে উতরিলা দোঁহে
অন্য অগোচর ঘোর যজ্ঞাগার পথে।
হেথা রাঘবেন্দ্র রথী, চিন্তাকুল চিতে,
চিন্তা করি ক্ষণ কাল, হনুকে সম্ভাষি,—
কাণে কহিলা সুস্বরে ;—অঞ্জনা-নন্দন !
একক প্রেরিনু আমি কিশোর লক্ষ্মণে
দুর্গম রাক্ষস-গেহে রাক্ষস সংহতি
চলিল হরিষে ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান—
কুসুমেষু। কি জানি কি ঘটে আজি এই
আশঙ্কায়, আতঙ্কে কাঁপিছে হৃদি মোর—

যাও তুমি লঙ্কা ধামে অলক্ষ্যে থাকিও—
বীর দ্বয় যেন তব না পায় সন্ধান—
বলাবল বুঝি, বলী, বধিও রাক্ষসে ?”
আজ্ঞা পেয়ে নমি পদে কেশরী নন্দন
চলিলা জনক গতি যজ্ঞশালামুখে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কূটরণ।

মণ্ডূক বিবরে, নিশঙ্ক হৃদয়ে যথা—
পশে কালফণী পশিলা লক্ষ্মণ শূর,
সহ মিত্র বিভীষণ, লঙ্কার ভিতরে।
কতক্ষণে বীরদ্বয় উতরিলা বেগে,
যথা ইন্দ্রজিত, অর্গলে কবাট রোধি,
নিকুম্ভিলা-গারে ; ধ্যানে মগ্ন ঊর্দ্ধবাহু,
বৃত্রাসুর যেন মুদিয়া নয়ন যুগ,
করিছে শিবের ধ্যান হিমাচল শিরে।
হায় রে ! বিভীষণাদেশে পদাঘাতে,
কবাট ভাঙ্গিলা শূর, লক্ষ্মণ কেশরী ;—
পড়িল ঝন ঝনে চূর্ণ হৈমময় দ্বার,

ঘোর শব্দে। নয়ন মিলিলা ইন্দ্রজিত,
দেখিলা চমকি বলী, লক্ষ্মণ সংহতি,
পশিছে মন্দিরে, খুল্লতাত বিভীষণ,—
অগ্নি শিখা তেজে ; বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে হেরি,
রাবণ-নন্দন-ভয়ে-মুগ্ধ-মেঘনাদ—
বাহ্য দাপে কহিলা গম্ভীরে,—রে বর্ব্বর,
সৌমিত্রি কুমতি চৌরবেশে প্রবেশিলি
কেন হেথা ? (মৃগেন্দ্র নিবাসে যথা শুনি) *
ক্ষত্রকুল গ্লানি জীবনের আশা কি রে
ত্যজিলি দুর্ম্মতি ? যা ! চলি ফিরিয়া দেশে
ক্ষমা মাগি লঙ্কেশের শ্রীপদ রাজীবে।
উত্তরিলা বীর গর্ব্বে, ঊর্ম্মিলা বিলাসি,
শমন আমি রে তোর ! কূট রণ প্রাসি,
মেঘনাদ মর্দ্দিব এখনি শির তোর,
মূঢ়মতি, ভীম পদাঘাতে। বাসনা,
যদি রণে উঠরে সত্বর ধর অসি
কিম্বা গদা অথবা ভুষণ্ডি মল্লযুদ্ধে
বিনাশিব তোরে রে,—দুর্ম্মতি ! পাইয়াছি
যজ্ঞাগারে ; কেমনে পশিবি এবে মেঘ

* কুকুরী।

অন্তরালে মায়াময়! কৃপাণ আঘাতে
মায়া চূর্ণি বিনাশিব আজি আমি তোরে
রাঘব রক্ষণ শূর মিত্র বরাদেশে।
এত বলি মহা যশা, উলঙ্গিয়া অসি,
ঘুরাইলা শিরোদেশে, কাল চক্র যেন
ঘুরিল শাণিত খড়্গ ঝলসি নয়ন!
শত্রু-বাক্যে অভিমানি মেঘনাদ শূর
ধরিলা সদম্ভে, বলী স্নমিত্রা নন্দনে—
তিলোত্তমা রূপে মহি পুরাকালে যথা
ধরিলা দুর্ম্মদ সুন্দ, উপসুন্দ শূরে,
গম্ভীর হুঙ্কার স্বনে পুরিল মন্দির;—
কাঁপিল সঘনে লঙ্কা, বীর যুগ ভরে!
কতক্ষণে রামানুজ, ভীম বাহু-ঘাতে,
নিক্ষেপিলা ইন্দ্রজিতে, দেউল প্রাচীরে,—
প্রতিঘাতে পড়িলা ভূতলে মেঘনাদ।
ধমনীতে রক্ত স্রোত, নাচিল কল্লোলে।
চেতন পাইয়া, বলী, উঠিয়া সত্বরে—
হানিলা মুদ্গর, রোষে, লক্ষ্মণ উরসে,
পড়িল বীর কুঞ্জর, কুঞ্জর যেমতি,
(ভীষণ শার্দ্দূল নখে বিদারিলে শির)

পড়ে ভূমে হাটুগাড়ি, নগেন্দ্র কন্দরে।
নিমিষে চেতন্ন পাই উঠি মহাবাহু
হানিলা কৃপাণ লক্ষি মেঘনাদ শূরে।
আমূল বাজিল অস্ত্র ইন্দ্রজিত বুকে,
হায় রে অমনি, মহাবাহু, ছটফটি,
পড়িলা ভূতলে, সর্প দষ্ট নর, কিম্বা
ব্যাধ শরাঘাতে, বনে মৃগেন্দ্র যেমতি।
শোণিত প্লাবন স্রোতে আর্দ্রিল ধরণী।
কাঁপিলা কনক লঙ্কা থর থর থরে।
রাবণ-কিরীট ভূমে পড়িল খসিয়া,
অকস্মাৎ মন্দোদরী নেত্র নীর শুষিলা
ধরণী, অধীর হইলা ধীরা প্রমিলা
রূপসী; উথলি সিন্ধু নাদিলা কল্লোলে,
লঙ্কা ত্যজি রাজলক্ষ্মী চলিলা বৈকুণ্ঠে,—
চিররুচি হাস্যময়ী বদন চন্দ্রিমা,
মলিন বিষাদে মরি রক্ষকুল দুখে!
বৈজয়ন্তে ঘোর রোলে বাজিল দুন্দুভি,—
হুলুধ্বনি দিলা যত সুর বালা মিলি—
গাইল গন্ধর্ব্ব; নাচিল অপ্সরা বৃন্দ;—
বর্ষিয়া মন্দারপুঞ্জ লক্ষ্মণের শিরে।

রাবণ ঔরষোৎপল তেজস্মী ভাস্কর
গেলা চলি অস্তাচলে মধ্যাহ্ন গগণে।
সশঙ্কায় বীরদ্বয় দেউল হইতে
বাহিরিলা দ্রুতগতি। ভয়াকুল,
পলায় যেমতি চৌর রত্নরাজী হরি
গৃহিণী অবিদ্যমানে আতঙ্ক হৃদয়ে!
কিম্বা সুতীক্ষ্ণ শায়ক ধারি, কিরাতের
অজ্ঞাতে, নাশি তার সুশিক্ষিত পালিত
বিহঙ্গ, পলাইল বাজ-রাজ-প্রাণ লয়ে
যেন। অথবা মার্জ্জার, তুইরে যেমতি,
গৃধিনী অবিদ্যমানে, নাশি তার শিশু,
নামিলি রে দ্রুত গতি, উচ্চ তরু হ'তে।
সাহ্লাদে শঙ্কায় শূর বিভীষণ বলী,
চলিলা লক্ষ্মণ সহ শিবির উদ্দেশে,
যথা প্রভু দাশরথী-রক্ষকুল অরি;
উত্তরি শিবিরে, নমি অগ্রজের পদে,
নত ভাবে কর যোড়ি কহিলা অনুজ
শূর লক্ষ্মণ সুমতি। "ও পদ আশিসে
এ কিঙ্কর করে রঘু মণি! যজ্ঞাগারে
ত্যজেছে জীবন আজি মেঘ নাদ শূর।"

শ্রবণি অনুজ বাক্য আলিঙ্গি শূরেশে,
বিপুল আনন্দে—চুম্বিলা কপোল তার
ধীর রঘুনাথ!' মত্ত হরি বৃন্দ যথা,
গর্জ্জিল রাঘব সৈন্য ঘোরতর স্বরে,—
"ধন্য ইন্দ্র-জেতা জিৎ শূরেন্দ্র লক্ষ্মণ"
ধ্বনি উঠিল গগন মার্গে,—সিন্দু গর্ভে
বাজি পুনঃ হ(ই)ল প্রতিধ্বনি—মহাশব্দে
"ধন্য ইন্দ্র জেতা জিৎ শূরেন্দ্র লক্ষ্মণ"
যথা ব্যাধ বিনিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ শায়ক-
পাশ আচম্বিতে শার্দ্দূলের কণ্ঠ দেশ
বিদীর্ণি তীব্রাঘাতে বজ্রোপম, পশিল
রাবণ-কর্ণে সে শব্দ ভীষণ! প্রচণ্ড
কুলিশে যেন মর্দ্দিল হৃদয়! প্রলম্ফে
উঠিলা শূর রাজাসন ত্যজি; পুনঃ—
বসিলা ঘুরিয়া হৈমময় সিংহাসনে;
উন্মত্তের প্রায়—হায় থাকি ক্ষণ কাল
সভাসীন্ মন্ত্রি শ্রেষ্ঠে সম্ভাষি কহিলা;
"হে বুধেশ! বল মোরে সারণ সুমতি
গরজিছে কেন কপি গম্ভীর নিস্বনে?
কেনই বা মন্ত্রি মম শ্রবণ বিদারি

পশিল সহসা, "ধন্য ইন্দ্র জেতা জিৎ
শূরেন্দ্র লক্ষ্মণ" স্বনে দম্ভোলি নিনাদে?
দেখিনু কি স্বপ্ন আমি সিংহাসনে বসি)
অথবা মায়াবি মানব ব্যাকুলিতে মন
মম, কল্পিত নিনাদে করিছে বিকট
ভাষ! স্বপ্ন অকল্পিত ? হে মন্ত্রিন্ ওই
শুন কুমার সৈনিক নাদিছে ভৈরবে—
গর্জ্জিছে সমর রঙ্গে মাতি দন্তী কুল—
অশ্বব্রজ খুরে খুঁড়ে-লঙ্কা-আস্তরণ –
হ্রেষিছে সমরোল্লাসে তূর্য্য ধ্বনি শুনি ;
বোধ হয় এখনও বীরেন্দ্র কেশরী
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজে ইষ্ট দেবে,
না পশিতে রণ-ক্ষেত্রে রণ-জয়ী শূর ;
হে মন্ত্রিন্ কেন আমি করিনু শ্রবণ
"ধন্য ইন্দ্র জেতা জিৎ শূরেন্দ্র লক্ষ্মণ ?"
কেন বা আতঙ্কে মোর কাঁপিছে হৃদয় ?
ওহে মন্ত্রি !—বল মোরে কারণ বিচারি ?"
কর যোড়ি নমি নৃপে কহিলা সারণ ;
" হে রাজেন্দ্র বিজ্ঞোত্তম ! এই লয় মনে
পরম মায়াবি রাম মায়াবি লক্ষণ

মন্ত্রণা করিয়া (ইন্দ্রজিত বলী যথা
মায়া সীতা বধি) ব্যাকুলিতে মন তব—
ভাঙিতে সংগ্রামোচ্ছ্বাস করিছে গর্জ্জন।"
" সত্য যা কহিলে মন্ত্রি সম্ভবে রাঘবে
মায়ার নিদান রাম ; মায়াবি লক্ষ্মণ,—
বিশেষতঃ কাল সর্প সম বিভীষণ—
বেষ্টিয়া তাহায়, দংশিতে আমাকে সদা
প্রসারিছে ফণা ; জানি আমি, কিন্তু মন্ত্রি—
হৃদয় আমার ঘন হ(ই)তেছে কম্পিত—
অমঙ্গল ঘটিবার পূর্ব্বক্ষণে যেন।"
অতএব মন্ত্রি ! তুমি আশু গতি বেগে,
যজ্ঞাগারে পশি, মেঘনাদ-শুভবার্ত্তা
জ্ঞাপনি—আমার চিত্ত, কর বিনোদন।"
পালিতে রাজেন্দ্র আজ্ঞা নমি রাজ-পদে,
সারণ সুমন্ত্রি শ্রেষ্ঠ—বুধঃ চূড়ামণি—
বিদ্যুন্মালা গতি গেলা নিকুম্ভিলাগারে।
হায় রে অমনি ভগ্ন দ্বার দেখি মন্ত্রি-
হৃদয় কাঁপিল ; কাঁপে যথা কুঞ্জবন-
পত্রাবলী, ভীম বাত্যা তেজে ঘন বেগে।
আতঙ্কে মন্দিরে পশি দেখিলা সারণ ;

যজ্ঞ কুণ্ড পার্শ্বে পড়ি সুরেন্দ্র বিজেতা—
খড়্গাঘাত ভীম বক্ষ-দেশে! বহিছে
কল্লোলে লৌহ কল্লোলিনী তাঁয় আদ্রায়ে
মন্দির ঘন কল্ কল্ নাদে। আঃ মরিঃ
মুদিত নয়নে এবে পড়ি মহা শূর
রুদ্র তেজে দক্ষ যথা যজ্ঞ কুণ্ড পাশে।"
শার্দ্দূল নিনাদ শুনি করভ যেমতি—
ভয়াকুল মৌনভাবে থাকে দাঁড়াইয়া
তেমতি রহিলা বলী সে ঘোর বিভ্রাটে;
হেনকালে সর্ব্বভুক্ সারণের কাণে
কহিলেন স্বপ্নবৎ—"যজ্ঞাগারে পশি
নাশিল শূরেশে আজি বীরেশ লক্ষণ
কহিও রাবণে, মন্ত্রি! এ অশুভ বাণী"—
এত বলি কিভাবসু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
দৈব বাণী শুনি, মন্ত্রি কাঁদিতে কাঁদিতে
চলিলা কুঞ্জর-গতি রক্ষরাজ যথা।
প্রবেশিলা যবে মন্ত্রি যোধ সভাগারে
তখনই, রাবণ হেরি সারণের ভাব—
বুঝিলা সকল মর্ম্ম। ভাসি অশ্রু-নীরে
রাজেন্দ্র গদ্গদ স্বরে সারণে কহিলা;—

হে মন্ত্রিন্! বুঝিয়াছি—জীবন পীযূষ
নিশ্চয়ই হরেছে আজি গরুড় দুর্ম্মতি!
বলিবে কি তব ভাবে তাহাই প্রকাশ!
"হা বৎস! হা ইন্দ্রজিত বীরেন্দ্র কেশরী"
বলিতে বলিতে ঘাতি ভালে করতল
মূর্চ্ছিত হইয়া ঘুরি পড়িলা রাবণ।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া দশানন
মুছি চক্ষু-জল-ধারা, কহিলা বিষাদে,—
হে মন্ত্রিন্ কে বধিল মেঘনাদে? বল
ত্বরা করি?—হায় রাঘবের করে? কিম্বা
কোন সৌর করে, ভীম রাহুর নিধন?

কর যোড়ি নত শিরে কহিলা সারণ;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কুমতি
পশিয়া, রাজেন্দ্র! নাশিছে অন্যায় যুদ্ধে
ইন্দ্রজিত শূরে! এ বাণী স্বপনবৎ
আমার শ্রবণে কহিলেন বিভাবসু
মেঘনাদ গুরু। কি আর কহিব বলী—
দেখিনু বীরেশে ভূপতিত; এক মাত্র
খড়্গ-কাল ভীম বক্ষ দেশ বিদীর্ণ
করিয়া যেন শূর-জীব, হরি পশেছে

পাতালে ;—তব ভয়ে লৌহ নদে ডুবিয়া
সহসা ; বহিছে কল্লোলে বীর-শোণিত
প্রণালী-পথে, আদ্রায়ে মন্দির ঘন
কল্ কল্ নাদে। গত প্রাণ মহাবাহু
মুদিত নয়নে ভূমে—হায়রে যেমতি
রুদ্র তেজে দক্ষ রাজ যজ্ঞ কুণ্ড পাশে।
মন্ত্রি বাক্যে বজ্রাহত গিরি শৃঙ্গ প্রায়
পড়িলা রাবণ শূর সিংহাসনোপরে।
আমাত্য মণ্ডলি ঢালিলা যতনে শীত-
গন্ধ-রস-বারি নৃপ শিরদেশে ; কেহ
ব্যজনিল সুচামর নেত্র-নীরে ভাসি।
চেতন পাইয়া কাঁদি কহিলা রাবণ ;—
"হাঃ পুত্র ! হাঃ বীর শ্রেষ্ঠ মেঘনাদ বলী—
হৃদয়ে বিষম শেল যাতি অনায়াসে
গেলি কি রে এবে তুই ছাড়িয়া আমায় ?
হে পিতৃ বৎসল ! সংগ্রামে তুঙ্গ সিন্ধু
বীচিমালা পরে, ভাসায়ে জনকে, উচিৎ
কি তব (বীরেন্দ্র কেশরী তুমি) নিভৃত
প্রদেশে পশি লভিতে বিরাম ? হে বৎস
রাক্ষস-কুল-গৌর-কেতু ! আজি কেন ?

বিরত হে তুমি—পালিতে বীরের ধর্ম্ম—
পশিতে সংগ্রাম ক্ষেত্রে—দমিতে দ্বিষিত ?
হা বিধাত এ কি তব উচিত বিধান ?
আগে তোষি, এ অধীনে, বিবিধ রতনে,
সম্পদ বিভব বীর্য্য গরবে সাজায়ে,
পরে নিবে একে একে (বঞ্চায়ে আমায়)
খুলিয়া ভূষণাবলী ! হায় রে কেমনে
দেখাব এ মুখ আমি দেবেন্দ্র বাসবে
অধিপতি হয়ে তার অধীনতা বেশে ?
হা বিরিঞ্চি সর্ব্বভুক—দেব বিভাবসু—
তোমায় পূজিতে রত বীর ইন্দ্রজিৎ—
ইষ্টদেবোচিৎ বর দিলা কি তাহায় ?
হাঃ বীরেন্দ্র শূর চূড়া,—সুর কুলপতি
আখণ্ডলে, দমি ভুজে মরিলা অকালে
শৃগাল সদৃশ ধূর্ত্ত লক্ষ্মণের করে ?
হায় শূর্পণখে ! ভীম বজ্র নখি সিংহী
স্ববর্ণ কুরঙ্গ জালে করিয়া বন্ধন,
কেন আনিলাম আমি, তোর কথা শুনি ?
অভাগিনী ! নাশিল সে ভীমা, একে একে
সুত-কুল,—ভ্রাতৃ রতন সহ,—আমার

জীবন রতন, রাবণ ভরসা, রাক্ষস
কুলের গর্ব্ব, মেঘনাদ শূরে! হাঃ পুত্র,
হায় বীর রত্ন! কেমনে ধরিব প্রাণ—
তোমার বিহনে? হে বীরেশ! মধুতাপে
বিজন-কাননে জীবে কিরে ঝিল্লিপোকা?—
যদি জীবে, কে জানে,—কে শুনে তার রব!
এইরূপে বিলাপিলা নিকষা নন্দন—
শূরশ্রেষ্ঠ! পুত্র-শোকে উচ্ছ্বাসি সঘনে!
হায় রে মরি দশরথ-মুখে শুনি
সিন্ধুর নিধন, হাহাকার রবে যথা,
কাঁদিলা অন্ধক মুনি গহন কুটীরে—
যবে অজাঙ্গজ শব্দ ভেদি শরে ঘাতি,
মুনীন্দ্র নন্দনে, কহিলা বারতা ক্ষোভে,
অশ্রু নীরে ভাসি, অন্তঃপুরে বিলাপিলা,
রাণী মন্দোদরী, ধূলি ধূসরিত অঙ্গ,
অবগাহি অশ্রুনীরে, হাহাকার রবে।
যথা কুটীরে সিন্দুর মাতা পুত্র শোকে—
আকুলা ঘাতি ভালে, বক্ষে কর ভীষণ
আঘাতে, স্মরি শেষ জীবনের নিদান,
এক মাত্র পুত্র মুখ হৃদয় রতন!

মুহূর্ত্তে রাবণ হৃদে, উচ্ছ্বাসিল, রণ-
তরঙ্গিণী, প্রতি বিধিৎসিতে পুত্র শোক,
সেনাপতিগণে লক্ষি্য, গর্জ্জিয়া কহিলা,—
সাজরে সৈনিক বৃন্দ; "পশিব সংগ্রামে
ঘাতিব পুত্রেন্দ ঘাতি, শূরে, কাল রণে,।"
রাজাদেশে, সৈন্যবৃন্দ সাজিয়া ত্বরিত,
ঘন মন্দ্র স্বনে,—ঘন করিল গর্জ্জন।"
মহাশক্তিশেল করে—ছাড়ি হুহুঙ্কার
রাবণ,—চলিলা পবন গতি,—উঠিতে
স্যন্দনে বেগে বাড়াইলা পদ। হেনকালে
পুত্র শোকাতুরা, রাণী আলুলিত কেশে
ধূলি ধূসরিত করে, ধরিলা প্রাণেশে
মন্দোদরী, অকস্মাৎ হেরি মহিষীরে
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি হায় কহিলা রাবণ,
'কেন রোধ গতি মোর, রাণী মন্দোদরী;
যে শোক প্রতপ্ত-লৌহ, হৃদয় আমার
বিদারিছে অবিরত, হায় নির্ব্বাণ কি
হবে তাহা, থাকিতে জীবন! হবে না গো,
তবে কেন, রোধিছ আমায়? দেহ ছাড়ি,
পুত্রঘাতি শূরে ঘাতি, এ শক্তি আঘাতে,

দেখি লাঘবিতে কিছু পারি কিনা দাহ !'
'হায় নাথ' ! উত্তরিলা কেঁদে মন্দোদরী,
শক্তিশেল ধারি ময় দানব-দুহিতা,
ক্ষোভ-গদগদ স্বরে মুছি অশ্রুনীর-
ধারা, রতন অঞ্চলে ; নাথে সম্বোধিয়া
পুনঃ কহিলা যুবতি ! "হা প্রাণেশ তোমা
কি বুঝাব আমি (বিজ্ঞোত্তম তুমি শূর
এ ধরণী ধামে) ললনা হৃদয় মম—
নিতান্ত অবোধ ! বিশেষতঃ হে প্রাণেশ !
নন্দন-নিধন-শোক-প্রচণ্ড অনল,
জ্বলিছে হৃদয়ে মোর,—সাগর গরভে
নাথ ! বাড়বাগ্নি যথা। এ ভব মণ্ডলে
রমণীর এক মাত্র সন্তান ভরসা
স্নেহের পুতলী হৃদি আকাশের শশা—
সে শশী আমার, নাথ, কবলিছে রাহু
আলোকিতে উঠিবে না এ হৃদয়াকাশে ?
এত বলি কাঁদিলা নীরবে রাণী ;—মুছি
পুনঃ অশ্রুধারা পতি-পদ ধরি বামা
কহিলা কাঁদিয়া,—"দিব না তোমায়, নাথ,
করিতে সংগ্রাম—যাইতে সে রণ ভূমে—

কৃতান্ত কবলে। হে জীবেশ! যদ্যপিও
সুত রত্ন এ জগন্মণ্ডলে, জননীর
স্নেহাধার, কিন্তু নাথ! ভেবে দেখ মনে,
পতি বিনা, কে বিনোদে বিনোদিনী মন?
এত বলি মনস্তাপে, নীরবিলা রাণী—
সান্ত্বনিয়া তায়, কহিলা রাবণ;—দেও
অনুমতি বীরাঙ্গনে! বীরেন্দ্র প্রসূতা
তুমি, ত্রিলোক পূজিতা! কি ভয় তোমার
সতি—সুচারু বদনে? যাও অন্তঃপুরে—
মুহূর্ত্তে সমরক্ষেত্রে এ শক্তি আঘাতে
পুত্র নাশি শূরে, নাশি পশিব লঙ্কায়—
রোধি পরে পুরদ্বার—রাম রমণীকে
(চির তমাচ্ছন্ন) ঘোর কারাগারে রোধি—
থাকিব তোমার পার্শ্বে,—হব না বাহির।"

এত বলি রক্ষঃশূর উঠিলা স্যন্দনে
দ্রুতগতি,—চলিল ঘর্ঘরি মহারথ;—
চলিল সৈনিক মত্ত—রণ ক্ষেত্র মুখে।
কাঁদি রাণী অন্তঃপুরে পশিলা ত্বরিত।

উভরি সমরাঙ্গনে, যোগেন্দ্র রাক্ষস,
ঘন হুহুঙ্কার ধ্বনি ছাড়িলা গম্ভীরে!—

সে রবে প্রমত্ত বাহিরিল রঘু সৈন্য—
সংগ্রাম উল্লাসে।—বাজিল তুমুল যুদ্ধ;
কতক্ষণ, ঘোরতর রণে রক্ষরাজ!
বিমুখি কপিশে, করিলা ভৈরব স্বন;
সে শব্দ শ্রবণি, রোষে, পশিলা সংগ্রামে,
কোদণ্ড টঙ্কারি, ঘন শিঞ্জিনী কর্ষিয়া,
শূর সুমিত্রা নন্দন,—ছাড়িলা সহস্র
শর, পলকে, পলকে, পড়িল রাবণ
সৈন্য, যুড়ি রণাঙ্গন, বহিল রাক্ষস
রক্ত স্রোত অবিরাম; লোহিত সমুদ্র
যেন দেখিতে ভীষণ! সৈন্য ধ্বংস হেরি,
রোষে রাজেন্দ্র রাবণ, "রে লক্ষ্মণ মূঢ়
নর, কপট সমরি, দেখ্—রাবণের
বল, প্রতি হিংস কত" বলি হুহুঙ্কারি,
বিপুল দাপটে দিলা মহা শক্তি ছাড়ি,
উজলি অম্বর (বিকুট সমন যথা)
চলিল সুবেগে, অগ্নি উদ্গিরণ করি,
শত্রু বিনাশিনী, লক্ষ্য মুখে, বিনাশিতে
শত্রু অস্ত্র, ধনুর্জ্জ্যা টঙ্কারি মুহুর্মুহুঃ;
ছাড়িলা সহস্র শর, লক্ষ্মণ সুধন্বী—

সূর্য্য বংশ অবতংশ রাঘব অনুজ।
কিন্তু খগরাজ মুখে কালফণী ; কিম্বা
উজ্জ্বল পাবকে, না গলিয়া কতক্ষণ
থাকে লৌহ শলা ? হইল বীরেন্দ্র অস্ত্র,
শক্তি মুখে লয় ! পলকে দনুজ শেল,
ভীম মূর্ত্তি ধরি, পড়িলা বীরেন্দ্র বক্ষে ,—
পড়িল লক্ষ্মণ, পক্ষীন্দ্র গরুড় ভরে,
শত বাহু বট যথা, ঘোর মড় মড়ে ।
রঘু সৈন্যে হাহা রব হৈল আচম্বিতে !
পুত্র নাশী শূরে, নাশী, বিজয় উল্লাসে,
চলিলা লঙ্কায়—রক্ষ রাজেন্দ্র রাবণ,
বাজিল, বিজয়ী বাদ্য, গম্ভীর নির্ঘোষে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চিতা-ধূম।

অস্তগত হ(ই)ল ভানু আইলা যামিনী ;
(ভালে শশী-সিন্দুরের ফোঁটা-আভাময়)
সুনীল নিবিড় কেশ গুচ্ছে, একে, একে,
বসাইতে ; বসাইতে, হিরক-কলিকা ;—

দেখিতে বদন-শোভা,—ভূষণ বিন্যাস ;
দর্পণ সদৃশ সচ্ছ অতল সলিল—
পূর্ণ, বারিধি-পুলিনে ! বহিল মরুৎ
মন্দ, বৃক্ষ কাঁপাইয়া, কূজনি কুলায়ে
পাখী লভিল বিরাম ; নিশাচর খগ
কুল, উড়িল গগনে—ভীম রবে ; আইল
গর্জ্জিয়া শিবাকুল ;—সকৌতুকে পিশাচ,
পিশাচী, পালে পালে দ্বীপি, সুচিত্র ব্যাঘ্র,
নেকড়িয়া আদি, মাংস ভোজী, জীবগণ,
ভীষণ সমর ক্ষেত্রে শব মাংস লোভে !
সুখ নিশীথিনী যোগে, লঙ্কাপুরে আজি
উৎসব হিল্লোলে ভাসে নিশাচরগণ !
বিজয় সঙ্গীতে মত্ত আনন্দ সলিলে !
বিশ্বচর জীব-কুল, কৌমুদি নিশীথে
সকলেই, মহানন্দে লভিছে বিশ্রাম।
কেবল লক্ষ্মণ শোকে, রাঘব সেনানী
নল, নীল, বীরহনু, অঙ্গদ সুমতি,
বিষাদে শূরেন্দ্রে বেষ্টি, আকুলিতান্তরে,
কাঁদিছে অধীর, পড়ি সৈকত শয্যায়।
হায় রে যেমতি কলাধরে রাহু গ্রাস

নিস্ফল, দেখিয়া, সুবিমল নীলাম্বরে
তারকা মণ্ডল ; চতুর্দ্দিকে অংশু হীন—
বিষাদে মলিন! প্রিয়তমানুজে অঙ্কে
করিয়া রাঘব, পতিত সমর ক্ষেত্রে
দৈত্য পতি যথা শুম্ভ। সুমেরু প্রাঙ্গনে
চণ্ডী-কর-খড়্গাহত অনুজে নিরখি
বসি শিরোদেশে তার কাঁদিল অধীর
শোকে ; বীর গর্ব্বে ভাসি, চেতন পাইয়া
রাম, কহিলা বিষাদে ! রে লক্ষ্মণ ! সৌর
কুল-বিজয় কেতন ! কেমনে সংগ্রাম
স্রোতে ভাসায়ে আমায় লভিছ বিরাম
তুমি ধরণী শয়ানে ? উঠ প্রাণাধিক—
বৎস উঠ ত্বরা করি মিলিয়া নয়ন—
ওই শুন রণোল্লাসে বিপক্ষ মণ্ডলি,
গরজিছে সিংহ সম বিজয় উল্লাসে—
হে বাহু বলেন্দ্র, কুটীর অনতি দূরে
সিংহ নাদ শুনি, দুর্জ্জয় কিরাত কভু
থাকে কি ঘুমায়ে—হে রথীশ ধনুর্ধর
ধনুর্জ্যা টঙ্কারে, কোন্ ধনুর্ধর থাকে
নিদ্রায় বিহ্বল ? হে বীরেন্দ্র মহাবলী

কোন্ মহাবলী স্বহস্তে অগ্রজে ক্ষেপি
হর্য্যক্ষ সম্মুখে, ঊর্দ্ধ,শ্বাসে গৃহে পশি
রোধে হে কপাট? হায় ভ্রাতঃ, তবে কেন
(শূর-চূড়ামণি হয়ে) ভাসাও আমায়
তুমি, কৃতান্ত কবল সম এ অতল
জলে? প্রাণাধিক রে লক্ষ্মণ! তুমি ভিন্ন
কে আর আছে রে মোর এ জগতি তলে?
কে রক্ষিবে রক্ষোরিপু, তোমার রক্ষিত
রাঘবে রাক্ষস-রণে—রজনী প্রভাতে?
উদ্ধারিবে কেবা সীতা তব কুলবধূ—
যারে তুমি মাতৃ সম করিতে মাননা।
কেমনে রাক্ষস করে সমর্পি তাহায়
নিদ্রাবেশে আছ বলি! উঠ ত্বরা করি
মহাবাহু; বাহু বলে ঘোরতর রণে
কাটি প্রচণ্ড রাহুর গ্রীবা, কণ্ঠ, হস্ত,
পদ কোটি খণ্ডে; মুরিলা কি ছিন্ন মুণ্ড
দশন দংশনে? প্রাণাধিক উঠি ত্বরা
বধিয়া লঙ্কেশে কুলকলঙ্ক ঘুচাও।”

এইরূপে বিলাপিছে রঘুকুলমণি।
ক্রমে ত্রিযামার যাম হইল বিগত।

শান্ত মূর্ত্তি ধরি নীলাম্বরে সুধানিধি
হাসি সিন্ধুগর্ভে শত কান্তি প্রকাশিলা।
হেনকালে রাঘবের শ্রুতিযুগ মূলে,
কহিলা মধুর স্বরে দৈব-বাগ্বাদিনী!
"কেন বিলাপিছ বৃথা হে রঘুনন্দন!
বাঁচিবে তোমার ভাই লক্ষ্মণ সুমতি—
মরে নাই, আছে শূর জীবিত নিদ্রায়,
যথা ভুজঙ্গ দংশনে, নর হলাহল-
তেজে থাকে মুদিত নয়নে! আছে বলী
সেইরূপ ভীম শক্তিঘাতে হতচেত।
নিস্কাশিলে বিষ যথা নিদ্রা পরিহরি
উঠে শব, মহানন্দে উঠিবে এখন(ই)
ভাই তব প্রাণাধিক! হে রঘু নন্দন।
সুগন্ধমাদন গিরি নব শৃঙ্গধর—
স্বর্ণ শৃঙ্গে ফলে তার বিশল্যকরণী—
নামে নর-কুল-সুধা (বৈজয়ন্তে, সুর-
সুধা যথা) আশু জীবন-দায়িনী। প্রেরি
হনূমানে, বলী, থাকিতে যামিনী, আন
সে ঔষধ—ধৌত করি সিন্ধু-পূত নীরে—
(ওই দেখ মহাবলী ভেষজ-থলিকা)

মর্দ্দিয়া উহাতে, বিলেপিও শূর অঙ্গে—
সঞ্জীবনী বলে, মুহূর্ত্তে উঠিবে বলী,
ধরিয়া দ্বিগুণ তেজঃ মহৌষধি-তেজে !”
এত বলি দৈববাণী হইলা নীরব !
নীরবিল যেন পিক চিত্ত বিনোদিয়া
বসন্তে,—বসন্ত-সখা, উষা সমাগমে !
নিষ্ফল স্বপনে হেরি অদ্ভুত ব্যাপার
ভ্রান্ত নর-কুল, যথা চাহে চতুর্দ্দিকে
সফল বাণীর ভাষে ! চকিত নয়নে
চাহি দেখিলা রাঘব। শোভিছে অদূরে
হীরক মণ্ডিত, চারু ভেষজ-থলিকা—
(সুনীল অম্বরে যেন পূর্ণ শশধর
হাসিতেছে মৃদু মৃদু অংশু ছড়াইয়া)
আভায় জ্বলিছে রণ-ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর !
সবিস্ময়ে রঘুরথী—সম্ভাষি কৌতুকে
কহিলেন হনূমানে,—ভীমপরাক্রম !
“ সুগন্ধমাদন গিরি, নব শৃঙ্গধর,
হনূমান ! সুবরণ শৃঙ্গে, তার, আছে
সঞ্জীবনী মহৌষধ বিশল্যকরণী.
থাকিতে শর্ব্বরী বলী, আনি সে ঔষধ—

বাঁচাও লক্ষ্মণে তুমি বাঁচাও রাঘবে !
কি আর কহিব শূর—সহিছ কতই
ক্লেশ রাঘবে তুষিতে—অধিরত রণে,
দূর পর্য্যটনে,—অনাহারে জাগি নিশি ;
বধিছ কত যে রক্ষ ভীম ভুজবলে
তোমরা, হায় তাহা কে পারে বর্ণিতে !
অচিন্ত্য,—কল্পনাতীত,—সাধিছ কতই
কর্ম্ম ; জলধি বাঁধিতে সয়েছ যে ক্লেশ
সব পণ্ড, যদি আজি না জীয়ে লক্ষ্মণ !”
“কি চিন্তা তোমার দেব থাকিতে কিঙ্কর ;
আনিব এখনই মহৌষধ, থাকিতে
যামিনী হে রঘুনাথ ! রক্ষ ক্ষণ-কাল
(এ রাক্ষস-মায়াপূর্ণ বিশাল প্রদেশে)
সতর্কেতে মহাশূর শূরেশ লক্ষ্মণে”—
বলি নমস্কারি করপুটে, রঘুবর-
পদে, মহারুদ্রতেজা—উঠিলা বিমান
মার্গে,—প্রলম্ফ ছাড়িয়া ; ক্ষণপ্রভাগতি—
চলিল মরুত ভরে, মরুত-নন্দন,—
গর্জ্জি ভীম রবে—ঝঞ্ঝাবায়ু-বলে যেন—
ছুটিল জলদপুঞ্জ,—দূর শূন্য মুখে।

হনূ-বাক্যে কথঞ্চিত শোক পরিহরি
বিরাজে রাঘব সৈন্য—শূরেন্দ্রে বেষ্টিয়া ;
ক্রমে তিল তিল করি সে শোক শর্ব্বরী
ধরিলা তিমির ভাব ;—কুমুদ-বান্ধব
লক্ষ্মণের শোকে যেন লাগিলা কাঁদিতে—
ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্র ফোটে হায় অনিবার—
ঝরিল নয়নে অশ্রু—শিশির কণিকা—
ওষধি তরুর পক্ষে সুধাবিন্দু ধারা !

এতক্ষণ দৈব-বাক্যে হনূর আশ্বাসে
ছিলা রঘুমণি ; ঈষদ প্রফুল্ল মনে
শঙ্কা পরিহরি। সহসা প্রভাতী তারা
নেহারি গগনে বিলাপি আক্ষেপে বন্দী
লাগিলা কাঁদিতে। রাম শোকে রাম-চমূ
উঠিল কাঁদিয়া হায় হাহাকার রবে।

হেন কালে ভীম ধ্বনি হইল খ মুখে।
সবিস্ময়ে রঘুনাথ চাহিলা অম্বরে,—
দেখিলেন মহামতি,—দূর শূন্য দেশ
আচ্ছাদি সবেগে সহস্র নীলিমা যেন
আসিছে গর্জ্জিয়া ;—দেখিতে দেখিতে
শৈল সহ হনূমান নামিলা ভূতলে !

রাখি শৈলে—রণাঙ্গনে, রঘুবর-পদে
নমি, কহিলা মারুতি,—"আপনি ঔষধ
দানে বাঁচাইতে লক্ষ্মণে, হে রঘুমণি !
মেরু-কুল-পতি মম শিরে চড়ি, দেব,
এসেছে এ দেশে। যাও ত্বরা মহারথী
আনিয়া ঔষধ আশু বাঁচাও লক্ষ্মণে।"
আনন্দে শিখরী-পার্শ্বে, চলিলা বীরেন্দ্র।
"নরকুলোত্তম তুমি সৌর-কুল-মণি,
কি চিন্তা তোমার বলী—বাঁচিবে এখন(ই)
ভাই তব মহা ধন্বী শূরেন্দ্র লক্ষ্মণ !
ওই দেখ স্বর্ণ চূড়ে বিশল্যকরণী,
নরসুধা (উঠি মমস্কন্ধে) ; যত ইচ্ছা
লও বৎস ! বাঁচাও লক্ষ্মণে !" কহিলা
গিরীন্দ্র " পাখা নাই হায় দেব ! সে পাখা
যদ্যপি মম থাকিত, রাঘব তবে কি
ও চারু আঁখি, ঝরিত এরূপে, ভ্রাতৃ-শোকে
অনিবার ! থাকিত কি এতক্ষণ ভূমি
শয্যাপরে সুলক্ষ্মণ ! কি করি, অচল
হইয়াছি দৈব-বশে !—বিধির ছলনে !
তবুও হে রঘুমণি হেরিতে তোমার

চারু বদন চন্দ্রিমা ; হেরিতে লক্ষ্মণে
আসিয়াছি হেথা। ধন্য রথী ! চর তব
পবন-নন্দন হনূমানে,—পরাক্রমে
ধন্য তার ! হেন দাস যাহার, শূরেশ—
কি আছে অসাধ্য তার এ ভব মণ্ডলে ?”
এত বলি গিরীশ্বর হইলা নীরব।
নমি গিরিবরে লয়ে মহৌষধ আশু—
ধৌত করি (দেবাদেশে) সিন্ধু-পূত-নীরে
পরম যতনে মর্দ্দিয়া সুবর্ণ খলে ;
লেপিলা অনুজ অঙ্গে স্বহস্তে রাঘব।
হবিস্পর্শে যজ্ঞ-কুণ্ডে বিভাবসু যথা,
নির্ধূম, গগন স্পর্শি, শিখা বিস্তারিয়া,
উঠে, শত গুণ তেজে, সঞ্জীবনী গুণে
দ্বিগুণ প্রতাপে, মুহূর্ত্তে উঠিলা শূর
লক্ষ্মণ সুরথী,—ছাড়ি হুহুঙ্কার ধ্বনি !
ঝঞ্ঝনিল তূণে শর ;—করে সুকার্ম্মুক
শিঞ্জিনী সহিত রঙ্গে কেলি করি সুখে।
আনন্দে রাঘব সৈন্য গর্জ্জিল ভৈরবে ;
কাঁপিল কনক লঙ্কা ঘনতর বেগে—
বসুন্ধরা যথা—বসুন্ধরা-ধর ফণী

মস্তক তাড়নে। "জয় রঘুপতি,—
জয় জানকীরঞ্জন" ধ্বনি উঠিল গগনে।
রঘুবরাদেশে (প্রচণ্ড কুলিশ যথা).
রাখিতে শৈলেশে পুনঃ চলিলা মারুতি।
সংগ্রাম বিজয়ী প্রমোদে উন্মত্ত যথা
প্রমত্ত রাবণ, রঘু-সৈন্য কোলাহল
পশিল সে স্থলে; কাঁপাইয়া রাবণের
হৃদয় কন্দর (কন্দরে দাবাগ্নি যথা)
পশিল রাবণ কর্ণে হায়! অকস্মাৎ—
"জয় রঘুপতি—জয় জানকীরঞ্জন"
ধ্বনি ভীমতম বেগে। চমকি কহিলা
রাজেন্দ্র,—সভাসীন মন্ত্রি শ্রেষ্ঠে সম্ভাষি
বিষাদে!—কি হেতু মতিমন! শার্দ্দূল
সুমতি! গরজিছে রঘুসৈন্য পরম
উৎসাহে,—ইতি পূর্ব্বে যারা মহাশোকে
শিশুহারা করীপ্রায় কাঁদিল ভৈরবে!
হায় মন্ত্রি! বাঁচিল কি পুনঃ রামানুজ
মায়া বলে,—মায়াময় লক্ষ্মণ কুমতি?
উত্তরিলা সচীবেন্দ্র সজল নয়নে!—
হায় লঙ্কাপতি! কি কাজ বিস্তারি কথা

সে আক্ষেপ কথা—কহিতে বিদরে হৃদি—
ধমনী শুখায়! ইন্দ্র দেবরাজ হায়
দেব (যে তোমার মালা পূর্ব্বে যোগাইত
সদা) দিয়াছে বলিয়া আকাশ-বাণীতে
রাঘবের কাণে লক্ষ্মণের জীবনের
উপায় বিধান! কক্ষচ্যুত উল্কাগামী
হনূ-শিরে চড়ি, শূর, আসিয়া অচল—
সুগন্ধমাদন গিরি মহৌষধ দানে
দিয়াছে জীবন দান রাঘব-অনুজে।
তেঁই কপিব্যূহ মত্ত—নাদিছে উল্লাসে।”
“কি কাজ বিলাপি বৃথা” কহিলা লঙ্কেশ
ঘনঘটা বিনিন্দিত গম্ভীর নিস্বনে,—
“হে শার্দ্দূল! সচীবেন্দ্র আজ্ঞা দেহ ত্বরা
সাজিতে সেনানীবৃন্দে,— রজনী প্রভাতে
আজি পশিয়া সংগ্রামে বধিব রাঘবে,
পরে দেখিব দেবেন্দ্র-ভুজে আছে কত
বল।” বলি রক্ষোরাজ “হায় ইন্দ্রজিত”
বলি ছাড়িলা নিশ্বাস—বহিল রে যেন
অনন্ত ফণীন্দ্র-শ্বাস কাঁপায়ে মেদিনী।
প্রভাতিল বিভাবরী কনক লঙ্কায়।

পূর্ব্ব দিক্ আলোকিয়া সহস্র কিরণে
সহস্র কিরণমালী উদয়-অচল-
চূড়ে, উদিলা ত্বরিত! বাজিল প্রভাতী
বাদ্য, পরম উৎসাহে-সাজিতে লাগিল
রক্ষোরথী অগণন। রণ-তূর্য্য-ধ্বনি
ঘন উঠিল গগনে। গরজিল দন্তী-
যূথ, ভীম দন্তধর মদে মত্ত ঊর্দ্ধ-
শুণ্ডে; ঊর্ম্মি-কুল সিন্ধু গর্ব্বে যথা। হ্রেষি
বায়ুগতি, বাজীরাজি নাচিল উল্লাসে।
ঘুনু ঘুনু বোলে বাজে ঘুঙ্গুরাবলী
হয়-গলদেশে। সমর তরঙ্গে মাতি—
রক্ষোরাজ চমূ নাদিলা ভৈরবে রঙ্গে
সুকৃপাণ-করে—হায় রে যেমতি
অন্নদা-প্রদত্ত অন্ন পীযূষ ভক্ষিয়া
কৈলাশে নাচেন শূলী ভুজঙ্গ-ভূষণ!
গন্ধবহ সম বেগে আইল সাজিয়া
বিচিত্র মার্গণপূর্ণ সুচিত্র পুষ্পক—
চারু কুবের-স্যন্দন। উজলি অম্বর।
শোভিল বিশাল কেতু দূর শূন্য মুখে।
লম্ফ ত্যজি রক্ষঃ-শূর উঠিলা সে রথে।

চলিল ঘর্ঘরি—বায়ুগতি সুস্যন্দন—
উড়াইয়া বায়ু-কেতু রণক্ষেত্র মুখে।
ছুটিল পশ্চাতে ঘোর মহারথী
রথ অগণন। দন্তী-পৃষ্ঠে ভীমদণ্ড-
ধারী সাদিকুল, মহিষের পৃষ্ঠে যথা
কাল দণ্ডধর—প্রেত-পতি! অশ্বপৃষ্ঠে—
অশ্বারোহী, ছুটিল মানসগতি—অভ্র
পুঞ্জ বায়ুবলে শূন্য-মুখে যথা। দুই
পার্শ্বে অগ্রে অগ্রে ছুটিল পতাকীদল
হৈমধ্বজ করে! উড়িল রাক্ষস-ধ্বজ-চূড়ে
কেতুকুল সুরঞ্জিত, পক্ষ ছড়াইয়া যেন
অসংখ্য বিহগাবলী উড়িল গগনে।
প্রবেশি সমরাঙ্গনে রক্ষঃ অনীকিনী
নিনাদিল সমস্বরে—বাদ্য সহ মিশি
"জয় লঙ্কাপতি" ধ্বনি উঠিল গগনে।
সে রবে সমরাঙ্গনে পশিতে ত্বরিত
আজ্ঞা দিলা বিভীষণ কপি-সৈন্যদলে!
নিনাদিলা সুবিষাণ কপীন্দ্র সুগ্রীব।
সে শব্দে আইল নল সৈন্যবৃন্দসহ,
কালানল শিখা যথা ধূম-পুঞ্জমাঝে।

কেশরী কেশরীসম বৃন্দ ঠাট সহ
আইলা আস্ফালি পুচ্ছ গর্জ্জি ভীম রবে।
স্ববলে আইল সুষেণ—বৃদ্ধ প্রচণ্ড
বানর। যথা দূর হইতে শুনি ক্ষুদ্র
বিহঙ্গিনী-রব, বিস্তারি ভীষণ পাখা.
আইসে বায়ুগতি, বাজপতি শব্দ-
অভিমুখে, আইল সুষেণ পুত্র হনূ
সৈন্য সহ। হুঙ্কারি আইল নীল—নীল
বর্ণ মেঘ যথা মেঘপুঞ্জ সহ। দ্রুত
নামিলা অঙ্গদ শূর রঘুবরপদে;
কহিলা রাঘব সম্ভাষি সমরদক্ষ
কপীন্দ্র নন্দনে! "মহারোষে লঙ্কাপতি
পশিছে সংগ্রামে যুবরাজ! হে রাক্ষস-
রিপুবৃন্দ, বল কি রূপে যুঝিবে আজি,
ঘোরতর রণে রক্ষঃ সহ। গত রণ
স্মরি ভয় হইতেছে আমার—কাঁপিছে
হৃদয়—কি জানি কি ঘটায় দুর্ম্মতি!
উত্তরিলা বীর দর্পে অঙ্গদ সুমতি!
"কি চিন্তা হে রঘুমণি!—আজ্ঞা দেহ ত্বরা
পশি রণক্ষেত্রে নাশি দুর্ম্মতি রাক্ষসে।"

দিলা আজ্ঞা রঘুনাথ সস্মিত-বয়ান
(হেরি অঙ্গদের দর্প সমর-উল্লাস)
জলদ-বিমুক্ত চারু চন্দ্রিমা যেমতি !
পশিতে বানর-সৈন্য উদ্যত সংগ্রামে।
হেনকালে শূন্য হইতে নামিলা সমর-
ক্ষেত্রে বীর হনূমান—হেরি ভীম শূরে
গর্জ্জিল রাঘব-সৈন্য "জয় রাম নাদে।"
ভীষণ কাননে দূরে হেরি মৃগপালে
মৃগেন্দ্র যেমতি ধায় বেগে ভীমপদে
প্রলম্ফ ছাড়িয়া, পুচ্ছ আস্ফালি সঘনে,
শৈল হস্তে কপিবৃন্দ পশিল সংগ্রামে।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ ; বাজিল বাজনা
রক্ষঃ-অনীকিনী পৃষ্ঠে ঝম্ ঝম্ ঝমে।—
ধনুর্জ্জ্যা নির্ঘোষে মিশি উঠিল সে ধ্বনি,
রোধিয়া শ্রবণ-পথ অনন্ত গগনে।
উড়িল মার্গণকুল অম্বর প্রদেশে
চমকে উগারি বহ্নি ঘন শন্ শনে।
বিকীর্ণ গগনাঙ্গন ছুটিল ভৈরবে—
কপি-বিনিক্ষিপ্ত শৈলপুঞ্জ ভয়ঙ্কর !
ঢাকি দিনকরে, মরি মেঘমালা যথা

বায়ুবলে—তর তরে পড়িল রাক্ষস-
শিরে ; সে ভীম আঘাতে পড়িল রাক্ষস-
ব্রজ ভয়ঙ্কর নাদে ! আর্দ্রায়ে মেদিনী
বহিল শোণিত স্রোত-কল্ কল্ নাদে।
কুপিলা রাক্ষস নাথ—চামুণ্ডা-যেমতি
চণ্ড-বাহিনী উপর, শম্ভূজায়া যবে
সুম্ভ সেনাপতি, ঘোরতর রণে বলী
অস্থিরিলা শর-জালে যোগিনীমণ্ডল।
দাপটে কার্ম্মুক—আকর্ণ শিঞ্জিনী কশি—
ক্ষেপিলা নিমেষে—অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ শর
কপি-সৈন্যোপরে। পড়িল ভাঙ্গিয়া ব্যূহ
রঘুরাজ বলদল—হায় রে কাননে
ভীম প্রভঞ্জন-বলে দ্রুমকাণ্ড যথা।
গর্জ্জিল রাক্ষস-চমূ মত্ত রণমদে।
কুঞ্জর-নিনাদ শুনি কেশরী যেমতি,
কেশর ফুলায়ে ঘন, পশে বায়ুগতি
ঘোর বনে, পশিল পবনপুত্র রক্ষঃ-
সৈন্য মাঝে। ঘাতিতে লাগিল অশ্ব, গজ
গজোপরে ; নখে, দন্তে ছিঁড়ি রক্ষঃ-যোধ—
মুণ্ড অনিবার ক্ষেপিতে লাগিল শূন্য-

মুখে ;—বর্ত্তুল যেমতি ক্রীড়াসক্ত শিশু-
কুল ক্ষেপে মনোল্লাসে। মুহূর্ত্তে রাক্ষস
সৈন্যে হ(ই)ল হাহাকার! মৃগেন্দ্র চটকে
হেরি যথা পক্ষীরাজি উড়িয়া পলায়
দূরে, পলাইল রক্ষঃ-সৈন্য (রণ রঙ্গে
ভঙ্গ দিয়া) হেরি কাল শূরে। মহারোষে
রক্ষোরাজ ছাড়িতে লাগিল শূরে লক্ষ্যি
খরশর মুহুর্মুহুঃ। অস্থির বিশখ
জালে প্রচণ্ড মারুতি প্রলম্ফে উঠিলা
শূর পুষ্পক বিমানে ;—ভীম পদাঘাতে
চূর্ণি সারথির মুণ্ড—চূর্ণি রথ হয়
গম্ভীরে কহিলা হনূ লক্ষ্যি রক্ষোরাজে!
"ভেবেছ কি ফিরি পুনঃ যাইবে লঙ্কায়
লঙ্কা-নাথ! আজি তোর মৃত্যু মম হাতে,
বজ্র নখে ছিঁড়ি মুণ্ড ক্ষেপিব সাগর-
গর্ভে মকরআলয়! কোটি খণ্ড করি
তোর মাংসরাশি দিব মাংসাহারী জীবে!
মন্দোদরী মহিষীরে দিব বিভীষণে—
বসায়ে স্বর্ণাসনে—রাজ্যদণ্ড সহ।
উদ্ধারিব রঘুবধূ—রক্ষঃকুল-কালী—

এ প্রচণ্ড ভুজবলে।" বলি কর্ণমূলে
করিলা চপেটাঘাত। সে ভীষণাঘাতে
ঘুরিতে লাগিল রক্ষঃ-রাজেন্দ্র রাবণ
সুবর্ণ স্যন্দন পরে হায় বক্রগতি,
গ্রহ-চক্র যেন সৌর গগন-প্রাঙ্গনে।

নাশিছে অঙ্গদ, নীল, কপীন্দ্র সুগ্রীব—
শালতরু, তালতরু-ঘাতে মুহুর্মুহুঃ
অসংখ্য রাক্ষস রথী, গজ, পদাতিক ;
বিদ্যুদ্দাম-গতি অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবাপম—
ভাসিল রুধির-স্রোতে নক্ররাজী যথা।
বৃহদ্দন্ত দন্তীকুল—দন্তে ক্ষিতি ঘাতি
পড়িল অচল এবে—অচল যেমতি।

সম্বরি নিমেষে ব্যথা শূরেন্দ্র রাবণ
ঘুরায়ে ভীষণ গদা, করিলা বিকট
ধ্বনি দন্তে দন্তঘাতি—পিনাকী-বিষাণ-
ধ্বনি ঘোরতর যথা—লম্ফে ত্যজি রথ
ছুটিল ভীষণ শূর মনোরথ গতি।

প্রচণ্ড কুঞ্জর যথা মনসিজ-শরে
মাতিয়া করিণী তরে পশিলে কাননে,
ছিঁড়ে পদচাপে তার কুঞ্জবন-লতা ;

পড়ে ভাঙ্গি মড় মড়ে, ভীম শুণ্ডাঘাতে
দ্রুম কাণ্ড শাখারাজী ; হায় রে তেমতি
রাবণের পদাঘাতে পড়িতে লাগিল
রাঘব সৈনিক। ভঙ্গ দিল নেতৃযূথ
আতঙ্কে আকুল! নিসুম্ভ সেনানী কথা
নিসুম্ভ ঘাতিনী চণ্ডী চামুণ্ডা নিনাদে।
হুঙ্কারি কহিলা কপি-রাজেন্দ্র-নন্দন
ধিক্কারি স্ববলদলে—"রে কপি-বাহিনী,
ভাবিয়াছ পাবে ত্রাণ ভঙ্গ দিলে রণে ?
পাবে বটে ক্ষণকাল,—কুখ্যাতি ঘুষিবে
ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া—ব্রহ্ম থাকে যত কাল!
নশ্বর জীবন তরে এতই কি ভয় ?"
বলি গর্জ্জিয়া ধাইল প্রচণ্ড শূর ;
সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে কপি পশিল হুঙ্কারি—
উথলিল রণ-সিন্ধু—পড়িল রাক্ষস—
কে পারে গণিতে, কত কপি-শৈলাঘাতে।
    রণ-ক্ষেত্রপ্রান্তে, ধনুঃ করে রঘুমণি
দাঁড়ায়ে, অনুজ সহ মিত্র বিভীষণ ;
ভাবিছে কিরূপে রক্ষে নাশিবে সংগ্রামে ;
কি কৌশল ধরি করিবে সংগ্রাম—শূরে

ভেটিবে আহবে! হেনকালে ইন্দ্রদত্ত
অস্ত্র ধনুঃসহ নামিলা বিমান হ(ই)তে
মাতলি সারথি, দেবরাজ-প্রিয় সূত।
নমি রাঘবেন্দ্র পদে কহিলা সুমতি,—
দেবেন্দ্র-সারথি আমি, রঘু-কুল-মণি;
এসেছি দেবেন্দ্রাদেশে আশীষ দাসেরে;
এই রথে চড়ি, এই ধনুর্ব্বাণ ধরি—
করিতে সংগ্রাম, আশু বধিতে রাক্ষসে
কহিলেন দেবরাজ রঘুনাথ তোমা।
যবে উথলিবে ঘোর সংগ্রামের শিখা,
তখন, হে রঘুমণি, রাবণ বধের
বিধি কহিলেন বিধি আবির্ভাবি, শূর,
বায়ু-দেব-মুখে! অবিলম্বে উঠি রথে
ওহে মহাবাহো! বধি রক্ষঃ-কুল-নাথে
তোষ দেবকুলে, তুমি দেবকুল-প্রিয়!

সাহ্লাদে সুমিষ্ট ভাষে তুষি দেবসূতে
উঠিলা সুদিব্য রথে রক্ষঃ-কুল-অরি।
অপূর্ব্ব প্রথায় চালাইল সুর-রথ
সুরেন্দ্র-সারথি—কভু ঊর্দ্ধে কভু ভূমি—
কভু রিপু-পার্শ্বে, কখন(ও) সুদূর প্রান্তে—

বিচিত্র স্যন্দন ঘুরিতে লাগিল বেগে,
বেগবান উল্কা যথা উজলি অম্বর!
মুহুর্মুহুঃ তীক্ষ্ণ শর রক্ষঃ-চমূ পরে
ক্ষেপিতে লাগিলা রঘুনাথ! ভেদি বর্ম্ম—
চ্ছেদি চর্ম্ম—রাক্ষস শোণিত মহারোষে
পানিতে লাগিল যেন রাম-শরাবলী।
আচ্ছাদি সমরাঙ্গন পড়িল রাক্ষস-
রাজ-চমূ অগণন—যথা বাত বিলোড়নে
কিম্বা পুষ্প চয়নার্থ ব্যস্ত মানবের
করে হ'য়ে প্রকম্পিত শেফালিকা
পড়ে বৃন্ত-ছিন্ন ভূমে শারদ-প্রত্যুষে!
রোষে রক্ষোরথী গরজি কহিলা শূর
লক্ষ্যি রঘুবরে,—"প্রতিদ্বন্দ্বী মহাযোধে
না ভেটি সংগ্রামে, নাশিছ সৈনিকবৃন্দ
অজ্ঞমতি নর! তিষ্ঠ ক্ষণকাল আজি,
কৃতান্ত-কবল-পথ দেখাইব তোরে?"
বলি হুঙ্কারি ভৈরবে রক্ষঃ কুল ধুরন্ধর
অগ্নিময় তীক্ষ্ণ শর বসাইলা চাপে।
ছুটিল সহস্র শর দূরে শূন্য মুখে!
উঠিল সংগ্রামশিখা দ্বিগুণ জ্বলিয়া—

সখা সমাগমে ভীম দাবানল যেন—
দহিতে লাগিল দ্রুমরাজি ঘোর বনে!
কহিলা রাঘব-কর্ণে বায়ুকুল-পতি
"ব্রহ্ম-তেজোময় শর দেখ তূণ মাঝে
রঘুরথী। আশু নিক্ষেপি সে অস্ত্রবরে
সংহার লঙ্কেশে।" চমকি নিষঙ্গ-পানে
চাহিলা রাঘব,—দেখিলা শর কিরণ
উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বলি তূণীর কলম্বপুঞ্জ
মাঝে, শোভিছে সুরঙ্গ শর (হংশ-চঞ্চু
যথা মনোহর) অথচ ভীষণ, মরি
ভীষণ শার্দ্দুল-গৃহ পিঞ্জর যেমতি
স্বর্ণময়! ত্রিবর্ণ রঞ্জিত বাণ পুচ্ছ
আভাময়! ফলামুখে বসেছে কৃতান্ত
বিকট মূর্ত্তি—হাসিছে কৌতুকে রাবণ-
মৃত্যু, ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বকে জলিছে চৌদিকে
কালানল! পুলকে প্রণমি বাণে ব্রহ্ম
তেজোময়! রঘুরথী যোজিলা ধনুক-
গুণে,—আকর্ণ টানিয়া—গর্জ্জিতে লাগিল
সহস্র জীমূত মন্দ্রে বাণ ভয়ঙ্কর!
বন্ধুর দুর্গম পথে হেরি কঞ্চুকালু

শুখায় যেমতি হতাস পান্থের মন—
বিষম হুতাশে—হেরি মৃত্যুময় শর
শুখাইল রাবণের বদনমণ্ডল—
মৃত্যুভয়ে দেখিলা চৌদিকে মহারথী
ভীম দণ্ডধর যমে—ভীষণ মহিষে!
নিমেষে ছুটিল শর,—উঠিল খমুখে
স্থিরভাবে, পক্ষ ভরে, লক্ষ্যি লক্ষ্য-স্থল,
(বজ্রতুণ্ড খগ যথা মৃত জীবোপরে)
পড়িল বিকট নাদে,—উঠিল নিমেষে,
পুন অম্বর প্রদেশে, বেগে বিদারিয়া
রাবণের ভীম বক্ষঃস্থল। গত-প্রাণ
পড়িল রাবণ হায় রক্তস্রোত মাঝে;
যথা ক্ষত্রহা পরশুরামের তীক্ষ্ণ—
কুঠার আঘাতে নরেন্দ্র হৈহয়-পতি—
অনন্ত ফণীন্দ্রোপম বাহু প্রসারিয়া
বিষ্ণু-অংশ অবতংস্ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন!
বিজয় উল্লাসে এবে "জয়রাম নাদে"
গর্জ্জিল রাঘব-সৈন্য গম্ভীর নিঃস্বনে।
রক্ষঃসৈন্যে হাহাধ্বনি উঠিল চৌদিকে।
অকস্মাৎ বিষম বিভ্রাটে পড়ি, রক্ষঃ

অনীকিনী, রাখি তীক্ষ্ণ অসি রঘুবর
পদে, নমি লইলা স্মরণ! রঘু-মিত্র
উচ্চরবে উঠিল কাঁদিয়া বিভীষণ।
হায় রে শোক-আকুল এবে অগ্রজের
শোকে বলী স্বপুত্র ঘাতক "হায় সখে!"
কহিলেন রঘুনাথ সান্ত্বনিয়া তায়,—
"কি হেতু কাঁদিছ বৃথা এ সুখ সময়ে!
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যেই মহারথী
যায় চলি স্বর্গপুরে—চির সুখধাম!
উচিত কি তার তরে করিতে ক্রন্দন—
মহামতি! ত্যজিয়া বিষাদ আশু আনি
মহিষীরে—সাধ প্রেত-কার্য্য—বান্ধবের
কর্ত্তব্য করম—জীবনের শেষ ক্রিয়া—
অগনি সংস্কার এবে কর লঙ্কেশের!"
কহিলা মিত্রের বাক্যে মুছি অশ্রুধারা—
রক্ষঃগণে সম্বোধিয়া রাবণ-অনুজ,—
যার শরজালে সুরাসুর সদা হ(ই)ত
প্রকম্পিত, কালের কৌশলে পতিত সে
শূর আজি সম্মুখ সংগ্রামে রথী-বৃন্দ!
কি ফল ফলিবে আর অকাল বিলাপে!

যাও ত্বরা—আন সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ,—
সর্জ্জরস, হোত্র—মহাহোতৃ দ্বিজবরে—
রচ সিন্ধু তুঙ্গ কূলে বিস্তৃত শ্মশান।
আজ্ঞা পেয়ে রক্ষঃ-চর ছুটিল চৌদিকে—
আনিল বিবিধ দ্রব্য—রচিল শ্মশান;—
অসংখ্য রাক্ষস মিলি বহিল লঙ্কেশে।
স্নান করাইয়া জীব-লীলা-শেষ-স্থলে
রাখিলা কর্ব্বুরনাথে নিশাচর দল।
উচ্চারিল উচ্চে বেদ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
প্রদক্ষিণ করি শবে, কাঁদিতে কাঁদিতে
দিলা অগ্নি চিতামুখে রাণী মন্দোদরী।
ভাসিল সুচারু গণ্ড নয়ন-প্লাবনে!
জ্বলিল সুশুষ্ক কাষ্ঠ অনল পরশে
অচিরাৎ! চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া অসংখ্য
রাক্ষস ক্ষেপিতে লাগিলা হবিঃ, সুগন্ধি
গুগ্‌গুল, কস্তুরী, ধূপ, জলন্ত পাবকে;
অনন্ত শিখায় ধূম, ত্যজিলা কৃশানু,—
উঠিল সুগন্ধি ধূম দূর শূন্য মুখে,
ঘন বেগে ঘনতর মেঘস্তর যথা।

গ্রন্থ সমাপ্ত।